NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ ধোনিকে ভারতের সর্বকালের সেরা দলে দেখেন না কার্তিক

কোর্টের নির্দেশে ভারতের কুস্তিতে আবার ঝুলছে নির্বাসনের খাঁড়া ৮

কলকাতা ১৭ অগস্ট ২০২৪ ১ ভাদ্র ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৬৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.08.2024, Vol.18, Issue No. 68, 8 Pages, Price 3.00

আরজি কর কাণ্ডে ফের ফাঁসি চাইলেন মমতা

ডেডলাইন বেঁধে দিলেন সিবিআইকেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের ঘটনার কিনারা করতে পুলিশকে সময় বেঁধে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার অর্থাৎ ১৮ অগস্টের মধ্যে পুলিশ তদন্ত শেষ করে পদক্ষেপ না নিতে পারলে মামলাটি সিবিআই-এর হাতে তুলে দেবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে তদন্তভার তুলে দিয়েছে। আর তা নিয়ে রীতিমতো অসন্তোষ প্রকাশ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এনিয়ে রাজনীতির অভিযোগ তুললেন তিনি। পাশাপাশি সিবিআই-কেও তিনি ডেডলাইন বেঁধে দিলেন।

শুক্রবার আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ডোরিনা ক্রসিংয়ের জনসভা থেকে তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা, নাগরিক আন্দোলনের আড়ালে বিরোধী সিপিআইএম এবং বিজেপি আরজি কর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভাঙচুর করেছে বলে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, সিপিআইএমের যুব সংগঠনের সদস্যরা নিজেদের ঝান্ডা নিয়ে আর বিজেপি কর্মীরা জাতীয় পতাকা হাতে ভাঙচুরে শামিল হয়েছে। যাতে অন্তত ৫০ কোটি টাকার মূল্যবান চিকিৎসা সামগ্রী নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আরজি করের ঘটনায় দোষীদের দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী শুক্রবার কলকাতার মৌলালি থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করেন। মিছিলের শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পুলিশ ওই ঘটনা ৯০ শতাংশ তদন্ত শেষ করে ফেলেছিল। কিন্তু তা স্বত্বেও তাড়াহুড়ো করে মামলা করে ওই তদন্তভার সিবিআইকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি বলেছিলাম বাবা-মাকে, আমরা দোষীদের শাস্তি দেব। রবিবার পর্যন্ত সময় দিন। নয়তো সিবিআইকে দিয়ে দেব। সিপিএম, বিজেপি, আপনারা অপেক্ষা করতে পারতেন! পরিবারকে দোষ দিই না। আপনারা সময় দিলেন না। হাসপাতালের এভিডেন্স নিতে সময় লেগেছে। এগুলো বাইরে বলা যায় না। দোষী নিজের মতো ব্যবস্থা নিতে পারে। আপনারা রাজনীতি করলেন। আমি এটা নিয়ে রাজনীতি করতে চাই না।' একই সঙ্গে বিরোধীরা সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করে ওই ঘটনা নিয়ে কুৎসা ও অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সমাজমাধ্যমে সব সংবাদ সত্য নয়। সাইবার ক্রাইম বড় অপরাধ অনেকে পয়সা কামানোর জন্য, রাজনীতি করার জন্য টাকা দিয়ে ডিজিটাল প্রাটফর্ম করেছেন।'

সিপিএম-বিজেপিকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী তীব্র আক্রমণ শানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মিথ্যে ঘটনা বানিয়েছে যখন উন্নাও, হাথরসে হয়, তাঁরা প্রতিবাদ করেন না। রাজভবনে হেনস্থার ঘটনাতো প্রতিবাদ করেন না। মণিপুরে মহিলাদের যখন নির্যাতন করা হয়েছে, তখন কেন্দ্রীয় সরকার ক'টা দল পাঠিয়েছে?' এক এক করে অনিতা দেওয়ান, তাপসী মালিকের ঘটনা মনে করান। তিনি বলেন, এগুলি সবই সিপিএমের আমলে হয়েছে। এর পর বিজেপি শাসিত গুজরাতে গণধর্ষণ, উন্নাও, হাথরসের কাণ্ড, উত্তরাখণ্ডে নার্সের ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। নারী ক্ষমতায়নে তাঁর দল পদক্ষেপ করেছে বলে খতিয়ান তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরাই এক মাত্র লোকসভায় ৩৮ শতাংশ মহিলাদের নির্বাচিত করে পাঠিয়েছি। পুরসভায় ৫০ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। সন্তান মানুষের জন্য ছুটি দিয়েছি। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডার হলেন পরিবারের মহিলা। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী রয়েছে। ছেলেদের জন্যও রয়েছে।' তিনি আরও জানান, চাকরি দিতে চান। কিন্তু হাইকোর্টে একটার পর একটা পিটিশনের কারণে বাধা পাচ্ছে।

শেষে মুখ্যমন্ত্রী স্লোগান দিয়ে বলেন, 'দোষীদের ফাঁসি চাই। রাম-বামের চক্রান্ত ব্যর্থ করুন। কুৎসাকারীদের ব্যর্থ করুন। বাংলা মা-কে অসম্মানের জবাব দাও বিজেপি।' তিনি জানান, এটা তাঁর দলের সিদ্ধান্ত যে, দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক। তিনি এ-ও দাবি তোলেন, 'সিবিআই যদি রবিবারের মধ্যে দোষীকে ধরতে না পারে, তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে। দিল্লিতে গিয়ে আমরা ধরনা করব। সোমবার, রাখিবন্ধনের দিন আমাদের কর্মসূচি হবে সব ভাইবোনদের রক্ষার জন্য। আগামী রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে আরজিকর কাণ্ডের তদন্ত শেষ করতে হবে। দোষিদের ফাঁসি দিতে হবে।'

ছ'ঘণ্টায় এফআইআর নির্দেশ কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক বা চিকিৎসাকর্মীদের উপর হামলা হলে ছ'ঘণ্টার মধ্যেই এফআইআর দায়ের করতে হবে। সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে। শুক্রবার এক নির্দেশিকায় এ কথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা 'ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হেল্থ সার্ভিসেস' (ডিজিএইচএস)। ঘটনাচক্রে, আরজি কর-কাণ্ডের পরেই পাঠানো হয়েছে ওই নির্দেশিকা।

ডিজিএইচএস-এর ডিরেক্টর অতুল গোয়েল অবশ্য নির্দেশিকায় সরাসরি আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যা কিংবা 'রাত দখল' কর্মসূচির সময় ভাঙচুরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেননি। তবে তিনি লিখেছেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে হাসপাতালে চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকর্মীদের উপর হামলার ঘটনা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে গিয়েছে। অনেকেই আক্রান্ত হয়েছেন, হুমকির মুখে পড়েছেন।'

আরজি কর-এ তাণ্ডবের দায় নিয়ে ব্যর্থতা মানলেন সিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দেশ জুড়ে প্রতিবাদ চলছে। বুধবার রাতে মহিলাদের 'রাত দখল' কর্মসূচি চলাকালীন আরজি কর চত্বরে হামলা চালায় এক দল দুষ্কৃতী। জরুরি বিভাগে ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশও আক্রান্ত হয় হামলাকারীদের হাতে। সেই ঘটনার পর আবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। এবং কার্যত মেনে নিলেন ঘটনার দিন নিজেদের ব্যর্থতার কথা।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল শুক্রবার আরজি করের ঘটনা নিয়ে কথা বলতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। শুরুতেই তিনি দু'টি ভিডিয়ো দেখান। আন্দোলনের মধ্যে কখন কী ভাবে হামলা হল, সেই ছবি ধরা পড়েছে ভিডিয়োতে। ১.২৮ মিনিট এবং ১.০৮ মিনিটের দু'টি ভিডিয়োতে দেখা যায়, কী ভাবে হাজারো মানুষ হাসপাতালে ঢুকছেন। এক দিক থেকে ধোঁয়া ছাড়া হয়েছিল। সিপি জানান, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কোনও জমায়েত হলে, তা নিয়ন্ত্রণ করা তুলনামূলক কঠিন হয়। কারণ, সেখানে কোনও নেতা থাকে না। সারা শহর জুড়ে সে দিন নানা রকম জমায়েত হয়েছিল। সর্বত্র নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল পুলিশকে। কিন্তু আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে শহরজোড়া এই জমায়েত শান্তিপূর্ণ হবে বলেই মনে করেছিল পুলিশ। সিপি জানান, আন্দোলন যে হিংস্র হয়ে উঠবে, তা পুলিশ আন্দাজ করতে পারেনি। তাঁর কথায়, 'একে আমাদের ব্যর্থতা বললে বলতে পারেন।' আরজি করে ডিসিপি পর্যায়ের পুলিশও মোতায়েন করা হয়েছিল বলে জানান তিনি। কিন্তু পুলিশ আক্রান্ত হয়। ডিসিপি আহত হলে সাময়িক ভাবে পুলিশ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। সামাল দিতে তাই সময় লেগেছে।

আরজি করের ঘটনা নিয়ে নানা ধরনের গুজব ছড়াচ্ছে সমাজমাধ্যমে। নানা তত্ত্ব উঠে আসছে। সেগুলি যে যেমন করে পারছেন, বিশ্লেষণ করছেন। প্রমাণ ছাড়া কোনও ধরনের গুজব না ছড়ানোর অনুরোধ করেছেন সিপি। তিনি জানান, 'কখনও বলা হচ্ছে গণধর্ষণ হয়েছে, ১৫০ গ্রাম বীর্য পাওয়া গিয়েছে। কখনও আবার কোনও মহাপাত্র পদবিধারীকে বিশেষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পদবির সঙ্গে জুড়ে দোষী হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।' সিপি বলেন, ''আমাদের প্রমাণ দরকার। প্রমাণ ছাড়া কাউকে আমরা ধরতে পারি না। আমাদের কাউকে বাঁচানোর নেই। প্রমাণের অপেক্ষায় রয়েছি। দয়া করে গুজব ছড়াবেন না।'

আরজি করের তদন্ত এখন সিবিআইয়ের হাতে। তাই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার প্রতি ভরসা রাখতে বলেছেন বিনীত। তারাও প্রমাণ-সহ কাজ করবেন এবং রহস্যের কিনারা করবেন। এমনটাই বিশ্বাস সিপি-র। পাশাপাশি বুধবার রাতে আরজি করে হামলার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান পুলিশ কমিশনার। সাংবাদিক বৈঠকে এক আধিকারিক বলেন, 'মৃতার পরিবারকে পুলিশ ফোন করেনি। আত্মহত্যার কথাও পুলিশ বলেনি। এটা নিয়ে অযথা গুজব ছড়ানো হচ্ছে।' মৃতার ময়নাতদন্তের ভিডিয়ো দেওয়া হয়েছে সিবিআইকে, জানান সিপি। বলেন, 'স্বচ্ছতার জন্য আর কী করতে হবে, আমার জানা নেই।' শুধু তাই নয়, সিবিআইয়ের উপর আস্থা রাখার কথাও বলেন পুলিশ কমিশনার।

১০ বছর পর উপত্যকায় নির্বাচন, নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: ১০ বছর বাদে বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে কাশ্মীরে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে উপত্যকার নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। একই সঙ্গে ঘোষণা করা হল হরিয়ানার ভোট নির্ঘণ্টও।

ঘোষিত হল হরিয়ানার ভোট নির্ঘণ্টও

শুক্রবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার ঘোষণা করলেন, এবার কাশ্মীরে ভোট হবে ৩ দফায়। ভোটগ্রহণ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ১ অক্টোবর। ১৯ অগস্ট শেষ হচ্ছে অমরনাথ যাত্রা। ২০ তারিখেই ঘোষিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। ভোটের ফল ঘোষণা হবে ৪ অক্টোবর। হরিয়ানায় অবশ্য বিধানসভা নির্বাচন হবে এক দফাতেই। সেখানে ভোট ১ অক্টোবর। এবং ফল ঘোষণা ৪ অক্টোবর। মনে করা হচ্ছিল শুক্রবার একসঙ্গে কাশ্মীর, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড এবং মহারাষ্ট্রের ভোট ঘোষণা করবে কমিশন। তবে কাশ্মীর এবং হরিয়ানা ছাড়া বাকি ২ রাজ্যের নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হয়নি। ৩৭০ ধারা বাতিল সংক্রান্ত মামলায় গত বছর শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয়, কাশ্মীরে গণতন্ত্রের পুনরুত্থান জরুরি। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালের মধ্যে সেরাজ্যের নির্বাচন করাতে হবে। সেই মতো ৩ দফায় ভোটের সূচি ঘোষণা করল কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এদিন বলেন, গত লোকসভা নির্বাচনে কাশ্মীরের মানুষ যেভাবে গণতন্ত্রকে বেছে নিয়েছেন তাতে বুলেটের বিরুদ্ধে ব্যালটের জয় হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের মোট ৯০টি আসনে বিধানসভা ভোট হবে ৩ দফায়।

সিবিআইয়ের গাড়িতে চেপে সিজিও কমপ্লেক্সে সন্দীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিলেন ওই মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। শুক্রবার দুপুরে রাস্তা থেকে তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, হাজিরার দিতে চাইলেও নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন সন্দীপ। সেই কারণেই সিবিআই নিজেদের গাড়িতে করে তাঁকে নিজেদের দপ্তরে নিয়ে যায়। এরপরেই তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয় বলে সিবিআই সূত্রে খবর।

আরজি করে চিকিৎসক ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার অব্যবহিত পরে অধ্যক্ষের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন সন্দীপ। তবে তার মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ করা হয়। যদিও সেখানে বিক্ষোভ শুরু হয় সন্দীপের বিরুদ্ধে। তিনি ওই হাসপাতালে যাওয়ার আগে অধ্যক্ষের ঘরে তালা দেন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক পড়ুয়ারা। ঘটনাক্রমে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছুটিতে চলে যান সদ্যপ্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ। হাইকোর্ট মহিলা চিকিৎসক পড়ুয়ার ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভূমিকার ক্ষোভপ্রকাশ করে। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের প্রশ্ন, ঘটনা ঘটার পরে কেন হাসপাতালের সুপার এবং অধ্যক্ষ পুলিশে অভিযোগ করলেন না?

শুক্রবারই সন্দীপ পুলিশি নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। উচ্চ আদালতের কাছে দ্রুত শুনানির আর্জি জানান। যদিও সেই আবেদন খারিজ করে আদালত জানিয়ে দেয় সোমবার আবার আবেদন করতে।

স্বাধীনতা দিবসে দীর্ঘতম ভাষণ প্রধানমন্ত্রী মোদির

ভাষণে উঠে আসল একাধিক ইস্যু

নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: টানা ১১ বার লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতির উদ্দেশে ভাষণ। দেশের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের সকালে একাধিক নজির গড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একদিকে মনমোহন সিংকে টপকে তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলন। অন্যদিকে স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দীর্ঘতম ভাষণ, দুই রেকর্ডই মোদির নামের পাশে।

এদিন লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে ইতিহাসের দীর্ঘতম ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বুধবার সকালে টানা ৯৮ মিনিট ভাষণ দেন মোদি। এর আগে ২০১৬ সালে মোদি ৯৪ মিনিট ভাষণ দেন। এবারের আগে সেটাই ছিল দীর্ঘতম ভাষণের রেকর্ড। স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ভাষণের গড় সময় ৮২ মিনিট! তাঁর ক্ষুদ্রতম ভাষণ ৫৬ মিনিটের। সেটা ২০১৭ সালে দেওয়া। প্রধানমন্ত্রী মোদি কী রঙের পাগড়ি পরে লালকেল্লা থেকে ভাষণ দেবেন, তা নিয়ে প্রতি বছরই কৌতূহল থাকে। এ বারের স্বাধীনতা দিবসে কমলা-সবুজ রঙের রাজস্থানি পাগড়ি পরে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী।

লালকেল্লার ভাষণে 'এক দেশ এক ভোটের' পক্ষে সওয়াল করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি বলেন, 'ঘন ঘন নির্বাচন দেশের উন্নতিতে বাধা তৈরি করছে।' পাশাপাশি দেশের বর্তমান দেওয়ানি বিধিকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে অভিহিত করে সেটির পরিবর্তে 'ধর্মনিরপেক্ষ' অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) আনার সপক্ষে সওয়াল করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

ভারতের অলিম্পিক্স আয়োজন করা উচিত বলে লালকেল্লা থেকে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমরা তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।' প্যারিস অলিম্পিক্সে অংশ নেওয়া সব অ্যাথলিটকে অভিনন্দনও জানান তিনি। এদিন দেশে 'মা-বোনেদের' উপর অত্যাচার নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার, স্বাধীনতা দিবসের সকালে লালকেল্লায় জাতির উদ্দেশে ভাষণে মোদি বলেন, 'দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেয়েরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু কিছু উদ্বেগের বিষয়ও রয়েছে। আমি আজ লালকেল্লা থেকে আমার যন্ত্রণার কথা বলতে চাই।' তার পরেই তিনি বলেন, 'মহিলাদের উপর অত্যাচার নিয়ে আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে ভাবনাচিন্তা করা উচিত। এগুলির বিরুদ্ধে গোটা দেশ ক্ষোভ জানাচ্ছে। আমি ক্ষোভের বিষয়টি বুঝতে পারছি। এই দেশ, সমাজ এবং রাজ্য সরকারগুলির গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি দেখা উচিত।' কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেও মনে করা হচ্ছে, আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা এবং তার বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের প্রতিবাদের দিকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি তাঁর ভাষণে আরও বলেন, 'যাঁরা মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত করছেন, তাঁদের দ্রুত এবং কঠোর শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন মোদি

নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: বাংলাদেশে সংখ্যালঘুর সুরক্ষা নিয়ে আবারও সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে বলেন, 'ভারতের ১৪০ কোটি মানুষ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত।'

বৃহস্পতিবার ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দিল্লির লালকেল্লায় দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তখনই মোদি বলেন, '১৪০ কোটি ভারতীয় হিন্দু বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত। ভারত সর্বদাই বাংলাদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী। ভারত বাংলাদেশের অগ্রগতি চায়। আমরা আশা রাখি বাংলাদেশের পরিস্থিতি শীঘ্রই স্বাভাবিক হবে। ভারতীয়েরা চায়, বাংলাদেশে হিন্দু-সহ সমস্ত সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হোক।' এ ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী জানান, প্রতিবেশী দেশ হিসাবে ভারত বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন; ভারত চায় তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি শান্তি এবং সমৃদ্ধির পথে হাঁটুক।

আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে এক অভিনব প্রয়াস

একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

আগমনী

একমাস ব্যাপী বিশেষ আয়োজন

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সেজে উঠবে দুর্গাপুজোর আঙ্গিকে রচিত কবিতা, ছোট গল্প, খাওয়া-দাওয়া, ফ্যাশন-সহ বিভিন্ন রচনায়।

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "পুজোর লেখা" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৮/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১২ নং এফিডেভিট বলে আমি Krishna Nanda Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ananta Kumar Das ও A. K. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১২/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১ নং এফিডেভিট বলে Shoumik Ghosh S/o. Santanu Ghosh ও Soumik Ghosh, Shaumik Ghosh S/o. S. Ghosh, Shantanu Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ০৯/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৮৫২ নং এফিডেভিট বলে Anirban Deb Goswami S/o. Kishore Deb Goswami ও Anirban Deb Goswami S/o. K. Ch. Deb Goswami সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **RICHARD BEACHELL** son of Late F.C. Beachell residing at Rajwada Springfield, Flat - C/3C. 57, Vivekanada Sarani, VTC-Rajpur Sonarpur (M), P.S.Narendrapur. West Bengal - 700103 have declared before the First Class Judicial Magistrate at Alipore vide Affidavit. No. 50972 dated 12th August 2024 that both the names **RICHARD ALLEN BEACHELL** and **RICHARD BEACHELL** are same and identical person and for all purpose, I will be known as **RICHARD BEACHELL** only.

নাম-পদবী

আমি Salema Mallik L.I.C.I পলিসিতে আমার নাম Salahar Bibi আছে। ২৬-০৬-২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Salema Mallik ও Salehar Bibi W/O. Marfatmallik উভয়ে একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, SATISH KUMAR CHOUDHARY S/O Baijnath Choudhary residing at 15, Paschim Ghosh Para Road, P.O. & P.S. - Jagatdal, North 24 Parganas, PIN-743125 do hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 31/07/2024 that the correct and actual name of myself including my father is "SATISH KUMAR CHOUDHARY S/O BAIJNATH CHOUDHARY" which is recorded in my Aadhar and PAN cards but in my driving licence, my name and my father's name have been recorded as "SATISH CHOWDHURY S/O BAIDYANATH CHOWDHURY" inadvertently. SATISH KUMAR CHOUDHARY and SATISH CHOWDHURY is the same and one identical person and my father BAIJNATH CHOUDHARY and BAIDYANATH CHOWDHURY is the same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি Kamarujjaman Biswas, পিতা- Amiuddin Biswas, R/O-Vill- Bonchadanga, P.O. Jagaipur, Nowda, MSD, কিন্তু LIC পলিসি নং 424266494 এতে আমার নাম Md. Jamal Biswas আছে। গত ৭/৮/২০২৪ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে Kamarujjaman Biswas এবং Md. Jamal Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

কর্মখালি

করিমপুর ১ সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পে ৩ জন অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী (স্মারক সংখ্যা ৩৮৮/আই.সি.ডি /কে.এম.পি-১, তাং- ১৪.০৮.২০২৪) এবং ৯ জন অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা (স্মারক সংখ্যা ৩৮৯/আই.সি.ডি /কে.এম.পি-১, তাং- ১৪.০৮.২০২৪) শূন্য পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ঐ শূন্য পদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য এবং আবেদনপত্র জমা করার নিয়ম সংক্রান্ত বিষয়ে বিশদে জানার জন্য করিমপুর ১ সুসংগত শিশু বিকাশ প্রকল্পের অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উক্ত অফিস থেকে এই সংক্রান্ত বিষয় তথ্য পাওয়া যাবে। প্রযত্নে- শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারীক, করিমপুর ১ সুসংগত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প, নদীয়া।

বিজ্ঞপ্তি

মীরা ইউনিয়ন লার্জ সাইজ কো অপারেটিভ এগ্রিল ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং ১১০ (এন)
তাং ৩০/০৮ ১৯৪৮
মীরা, পলাশী, নদীয়া
নোটিশ

তাং ১৬/০৮/২৪

এতদ্বারা এই সমিতির সমস্ত যোগ্য সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে আগামী ৩০/০৯/২০২৪ তারিখে সকাল ১১টায় সমিতির গোডাউন প্রাঙ্গনে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিস্তৃত বিষয় (ভোটার তালিকার সংশোধন, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত, মনোনয়ন পত্র জমা ইত্যাদি) সমিতির নোটীশ বোর্ডে টাঙানো থাকছে। সমিতির সদস্যদের উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা/-
স্পেশাল অফিসার
মীরা ইউনিয়ন লার্জ সাইজ কো অপারেটিভ এগ্রিল ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ। ১৬/০৮/২০২৪

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন আদালতে ও বি.এল. এ্যান্ড এল.আর ও অফিসে নিম্ন লিখিত 'ল' ক্লার্কস গণ কাজ করিতেছেন, পশ্চিমবঙ্গ 'ল', ক্লার্কস রাজ্য কাউন্সিলের শিয়ালদা কোর্ট কমপ্লেক্স (৭ম তল) ১ নং বেলেঘাটা রোড, কলকাতা-৭০০০১৪, ঠিকানায় তাহাদের নামে লাইসেন্স করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। হইতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারির ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে পারেন। উপোরক্ত ঠিকানার কাউন্সিল দপ্তরে।
১) জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুরঃ-
ক) খড়্গাপুর টাউন ও খড়্গাপুর লোকাল থানা, খ) থানা- কেশিয়াড়ীঃ-
১) অজয় কুমার পাড়ই, ২) শিবনাথ দে, ৩) বিপ্লব কুইল্যা, ৪) সন্দীপ রুইদাস, ৫) নন্তু ঘোষ, ৬) সুমন মাজী, ৭) তাপস কুমার মাইতি, ৮) জয় মাইতি, ৯) মানস মাইতি, ১০) দীনেশ মান্না, গ) থানা- সবং- ১১) মিন্টু সাউ, ১২) তন্ময় ভট্টাচার্য্য, ১৩) সুশোভন জানা, ঘ) মোহনপুর থানা- ১৪) সুকুমার পড়্যা।
২) জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, থানা- খেজুরীঃ- ১৫) দেবজ্যোতি মাইতি।
৩) জেলা-হুগলীঃ থানা- আরামবাগঃ- ১৬) সেক ইমতিয়াজ উদ্দিন, ১৭) কাজী আব্দুল বগলাম, ১৮) মনোজ নায়েক।

A.I.L.C.F
West Bengal State
Adhir Manna
President

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

সেখ মহাম্মদ আলি পিতা মরহুম আব্দুল ওয়াহেদ সাকিম বৈঁচিগ্রাম, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ বিগত ইং- 19/06/2013 তারিখে পাণ্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে IV-078/2013 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**সেখ মফিজুল** পিতা সেখ ইউসুফ আলি সাকিম-দাসপাড়া, ছোটবহরকুলি, কালনা, পূর্ব বর্ধমান) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি 27/11/2013 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4741/2013 নং দলিল মূলে **সুরজ সেখ** পিতা আনিসুর রহমান সাকিম বৈঁচিবেড়া, বৈঁচিগ্রাম, পাণ্ডুয়া, হুগলী মহাশয়কে বিক্রয় করি।
তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা বৈঁচি, জে.এল. 20, হাল 2026 খতিয়ানে, সাবেক 9143 তথা হাল 12252 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 30 শতকের মধ্যে 4.5 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, সুরজ সেখ পিতা আনিসুর রহমান উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**সেখ মফিজুল**
আমমোক্তার

আমমোক্তারনামা

মৌজা ঃ- যদুপুর, জে.এল. নং. -০৮, সাবেক খতিয়ান-৪৩, হাল খতিয়ান-৩১৩৩/৩১৩৪, হাল দাগ নং-১৬৪৩/ ১৮৮৬, ষোলো আনায় ১০ শতকের মধ্যে .০২ শতক।
আমমোক্তারপত্র গ্রহীতা ঃ- শ্রী বিশ্বনাথ সিট, পিতা- সত্যচরণ সিট, সাং-গোদাড়িয়া, পোঃ ও থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১৪০৮, জাতি-হিন্দু, ভারতীয় নাগরিক, পেশা-ব্যবসা।
আমমোক্তারপত্র দাতা ঃ- (১) শ্রীমতি লিপিকা পাল, প্যান নং- DAAPP5289R, স্বামী-শ্রী রবীন পাল, (২) শ্রীমতি সুজাতা পাল, প্যান নং- FTTPP2974P, স্বামী-শ্রী বাদল পাল, উভয়ের সাং- বাকুল, পোঃ ও থানা- জগৎবল্লভপুর, পিন-৭১১৪০৮, জেলা-হাওড়া, জাতি হিন্দু, ভারতীয় নাগরিক, পেশা-গৃহকার্য্য।
আমমোক্তারনামা বিক্রেতার নাম ঃ শ্রী বিশ্বনাথ সিট, পিতা-সত্যচরণ সিট।
ক্রেতা ঃ ১. শ্রী বিমল কুমার সিট, পিতা- শ্রী বিশ্বনাথ সিট, যাহার দলিল নং. I-051301231/2024, ২. শ্রী নির্মল সিট, পিতা- শ্রী বিশ্বনাথ সিট, যাহার দলিল নং. I-051301732/2024।
আমমোক্তার দলিল বড়গাছিয়ায় রেজিস্ট্রি হয়েছে যাহার নং. I-050800999/2023, তারিখ- 25.04.2023।
যদি কারও কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহলে উপযুক্ত তথ্যপ্রমান সহ এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করবেন জগৎবল্লভপুর, মুন্সিরহাট B.L.R.O. অফিসে। না হলে আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী অমরনাথ মুখোপাধ্যায় ২) শ্রী হারাধন মুখোপাধ্যায় উভয়ের পিতা ৺গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় সর্ব সাকিম মহেশপুর, পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, বিগত ইং- 21/09/2013 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে IV-0209/2013 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেলকে (**শ্রী সোমনাথ নন্দ** পিতা পঞ্জাক্ষ নন্দ, সাকিম- পুরুষোত্তমপুর, পোঃ ও থানা নন্দীগ্রাম, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, হাল সাকিম- ২/৫২৭ কাপাসডাঙ্গা কলোনী, পূর্ব পল্লী, থানা চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল 04/02/2015 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-532/2015 নং দলিল মূলে **শ্রীমতী শুক্লা বর্ম্মন** স্বামী শ্রী বিশ্বনাথ বর্ম্মন সাকিম প্রিয়নগর, কালীগঞ্জ বাজার, পোঃ ভাগিরথী শিল্পাশ্রম, থানা চাকদহ, জেলা নদীয়া, মহাশয়াকে বিক্রয় করেন।
তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা মহেশপুর, জে.এল.- সাবেক 178 ও হাল 76, হাল এল. আর 765 ও 766 খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল. আর 773 দাগে কলাবাগান জমি 30 কাঠা 06 ছটাক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে 2 কাঠা 02 বর্গফুট বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, শ্রীমতী শুক্লা বর্ম্মন স্বামী শ্রী বিশ্বনাথ বর্ম্মন তাহার উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা অফিসে আবেদন করিয়াছেন, Mutation case no; MN/2024/ 0602/ 8849, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **তাপস কুমার মন্ডল (উকিলবাবু)**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৭ ই আগস্ট । ১ লা ভাদ্র শনিবার। দ্বাদশী তিথি পরে ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরি বৃহস্পতি ও বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি: জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুষ্পদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী ভুলবশ স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত কারে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন।আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের দ্বারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাহুল গান্ধিকে ব্রিটেনের নাগরিক দাবি করে আদালতে সাংসদ স্বামী

নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: রাহুল গান্ধিকে 'ব্রিটেনের নাগরিক' দাবি করে তাঁর সাংসদ পদ ও ভারতীয় নাগরিকত্ব বাতিল করার আবেদন জানিয়ে এ বার দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। আদালতে স্বামীর দাবি, ব্রিটিশ সংস্থা ব্যাকপ্স লিমিটেডের মাধ্যমে ২০০৫ এবং ২০০৬ সালে রাহুলের দাখিল করা বার্ষিক রিটার্ন সংক্রান্ত নথিগুলি তাঁর ব্রিটেনের নাগরিকত্বের প্রমাণ।

ওই নথিগুলিতে রাহুল নিজেকে 'ব্রিটিশ নাগরিক' বলে ঘোষণা করেছিলেন বলে স্বামীর দাবি। ভারতের আইন দ্বৈত নাগরিকত্ব রাখার অনুমতি দেয় না। তাই অন্য কোনও দেশের নাগরিক হলে একই সঙ্গে ভারতের নাগরিক থাকা যায় না। এই পরিস্থিতিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতার নাগরিকত্ব বাতিল করে পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করারও দাবি তুলেছেন স্বামী। আদালতকে তিনি জানিয়েছেন, ২০০৩ সালে ব্রিটেনে ওই কোম্পানির নাম নিবন্ধনের সময় রাহুল তার অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন।

এর আগে দিল্লির একটি আদালতে গত বছর এই দাবি তুলেছিলেন স্বামী। কিন্তু তাঁর আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। রাহুল 'ব্রিটেনের নাগরিক' দাবি করে তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করার আবেদন জানিয়ে লোকসভা ভোটের আগে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চে। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত। তবে আবেদনকারীকে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ৯(২) ধারা অনুযায়ী 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষে'র দ্বারস্থ হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

কলকাতার বাগবাজারের হরনাথ হাইস্কুলে উদযাপিত হল স্বাধীনতা দিবস। পরিচালনার ছিলেন পদ্মশ্রী খেতাবে ভূষিত প্রধান শিক্ষক কাজি মাসুম আখতার। পতাকা উত্তোলন, প্রভাতফেরী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে সকলকে মিষ্টি মুখ করার মধ্য দিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। সভায় প্রধান শিক্ষক বলেন, 'সরকারি স্কুলকে বাঁচাতে বা পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করতে বা তাদের মধ্যে দেশপ্রেম তথা নাগরিক দায়িত্ববোধকে উজ্জীবিত করতে এই জাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন আবশ্যক।'

হাওড়ায় আরজি কর হত্যাকাণ্ডে বনধের প্রভাব পড়ল না

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোটা হাওড়া জেলা জুড়ে কয়েকটি স্থানে মিছিল ও মাইকিং করে আবেদন জানানোই সার। ১৪ অগাস্ট এক রাত জাগলেও বনধের সমর্থনে জাগলো না আমজনতা। তাই বনধের কোনও প্রভাবই পড়েনি হাওড়া জেলা জুড়ে। ইতিমধ্যে বুধ ও বৃহস্পতিবার এর মধ্যরাতে আরজি কর হাসপাতালে জরুরী বিভাগে তাণ্ডব চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়েছে বিভিন্ন ভিডিও। আর এই ঘটনায় পুলিশী নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আমজনতা থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। এসইউসিআই-এর ডাকে শুক্রবার রাজ্যজুড়ে ১২ ঘন্টার বনধের কোনও সাড়া দিল না সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। যদিও প্রতিবারের মতো এবারও বনধ সমর্থন করেনি মুখ্যমন্ত্রী। আগাম সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, বনধের দিনে কোনও ছুটি নিলে সরকারি কর্মচারীদের একদিনের বেতন কেটে নেওয়া হবে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের 'সম্পত্তি মেলা'র গ্র্যান্ড উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক তার আলিপুর শাখা, ১/৪, রোনাল্ড সহায় রোডে ১৬ এবং ১৭ আগস্ট ২০২৪-এ একটি সম্পত্তি মেলার আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে ১২৬ কোটিরও বেশি মূল্যের সম্পত্তি (নং ৪০৩) প্রদর্শিত হয়। এদিন সকল ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সম্ভাব্য ক্রেতারা উপস্থিত ছিলেন। দুই দিন ধরে চলবে এই মেলা। এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন কলকাতার এরিয়া জেনারেল ম্যানেজার বিনয় কুমার সিং। ব্যাঙ্কের বন্ধক দেওয়া সম্পত্তি বিক্রির জন্য এই মেলার বিশেষ আয়োজন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বি কে সিং বলেন, 'এই সম্পত্তি মেলার উদ্দেশ্য হল সম্ভাব্য ক্রেতাদের স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যাঙ্কের বন্ধকী সম্পত্তিগুলিতে অ্যাক্সেস প্রদান করা এবং সঠিক সম্পত্তি বেছে নিতে তাদের সহায়তা করা। আগ্রহী ক্রেতাদেরকে স্টল পরিদর্শন এবং তাদের পছন্দের সম্পত্তি নির্বাচন এবং ২১শে আগস্ট, ১১ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ই-নিলামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচিত সম্পত্তির মালিক হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আমরা নিশ্চিত যে এই মেলা ক্রেতা এবং ব্যাঙ্ক উভয়ই উপকৃত হবে।'

উদয়পুরে এবার সিনক্লেয়ার্সের জার্নি শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার উত্তর ভারতে ব্যবসা বিস্তারে উদ্যোগী সিনক্লেয়ার্স হোটেল লিমিটেড কোম্পানি। রাজস্থানের উদয়পুরে দুটি নতুন হোটেল খোলার কথা ঘোষণা করল তাঁরা। একটি সিনক্লেয়ার্স প্যালেস রিট্রিট উদয়পুর এবং সিনক্লেয়ার্স উদয়পুর।

সিনক্লেয়ার্স প্যালেস রিট্রিট উদয়পুর হলদিপুর থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে হলদিঘাটি রোডে উদয়পুরের উপকণ্ঠে ৫ একর জমিতে বিস্তৃত সম্পত্তি। হেরিটেজ প্যালেসের মতো নির্মিত হোটেলটিতে ৯০টি কক্ষ, স্যুট এবং ৫টি কটেজ রয়েছে। একটি বড় ৭০০০ বর্গ ফুটের এই আলিশানে রয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ভাড়া এবং আড্ডা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কুয়েট হল, কনফারেন্স রুম, মাল্টি-কুইজিন নিরামিষ রেস্তোরাঁ, বার, সুইমিং পুল, শিশু পার্কও। উদয়পুর শহরের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক এলাকা আরকে সার্কেলে অবস্থিত ৫৬-রুম বিশিষ্ট সিনক্লেয়ার্স উদয়পুর হোটেলটি। এই সম্পত্তিটিতেও একটি বড় ব্যাঙ্কুয়েট হল, মাল্টি-কুইজিন রেস্তোরাঁ, বার এবং পর্যাপ্ত পার্কিং স্থান রয়েছে। এটি কর্পোরেট হাউস, এফআইটি এবং বিবাহের গোষ্ঠীগুলিকে পূরণ করবে। এই দুটি হোটেলই এবছরের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে পথ চলু শুরু করার কথা।

হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা ৪০ হাজার ছাড়াল

জেরুজালেম, ১৬ অগস্ট: হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা ৪০ হাজার ছাড়িয়ে গেল। গত ১০ মাস ধরে চলা যুদ্ধ থামানোর জন্য একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। এখনও কাতারের মধ্যস্থতায় চলছে যুদ্ধবিরতির আলোচনা। কিন্তু তাতেও ফল হয়নি। লাগাতার আক্রমণ-পালটা আক্রমণের মধ্যে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৪০ হাজার মানুষ। এখনও পণবন্দি হয়ে রয়েছেন অনেকেই।

শুক্রবার আমেরিকার তরফে বলা হয়, ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধে কিছুটা বিরতি আনার জন্য আলোচনা চলছে। শুক্রবার দোহায় ফের যুদ্ধবিরতির আলোচনা শুরু হবে কাতারের মধ্যস্থতায়। সেখানে হাজির থাকবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কাতার এবং মিশরের প্রতিনিধিরা। অন্যদিকে প্যালেস্টাইনের তরফে বলা হয়, এই বৈঠকে অংশ নেবেন না হামাস নেতৃত্ব। এহেন পরিস্থিতিতে জানা যায়, হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৪০ হাজার।

গত ১০ মাস ধরে হামাস নিধনে গোটা গাজা ভূখণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইজরায়েল। অভিযান শুরু করার পর থেকে ইহুদি দেশটির সেনার অভিযোগ ছিল, গাজার বিভিন্ন হাসপাতাল, স্কুল, ধর্মীয়স্থানে লুকিয়ে রয়েছে হামাস জঙ্গিরা। সেখান থেকেই তারা নানা সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম করছে, সেনার উপর হামলা চালাচ্ছে। ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করে এই অভিযোগের সাপেক্ষে যুক্তিও দিয়েছে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী।

গত শনিবারও গাজার একটি স্কুলে ভয়ংকর আঘাত হেনেছে ইজরায়েল! 'অগ্নিবর্ষণে' সেখানে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০০ জনের। গাজার প্রশাসন সূত্রে খবর, মর্টার দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে আল শাহবার স্কুলে। পর পর মর্টার হামলায় স্কুলের বেশির ভাগ অংশ ভেঙে পড়ে। আগুন ধরে যায় গোটা স্কুলে। সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন বহু শরণার্থী। সব মিলিয়ে মৃত্যুমিছিল থামছে না গাজায়। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা।

'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' উদ্যোগের অধীনে 'বিকশিত ভারত' থিমে স্বাধীনতার ৭৮তম বার্ষিকী স্মরণ করল ইস্টার্ন রেলওয়ের। ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকর কলকাতায় তাঁদের হেডকোয়ার্টার, ফেয়ারলি প্লেসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

কলকাতার গার্ডেন রীচে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের হেডকোয়ার্টারে স্বাধীনতার ৭৮তম বার্ষিকী স্মরণ করা হল। পতাকা উত্তোলন করলেন সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৭ অগস্ট ২০২৪ ৩২ শ্রাবণ ১৪৩১ শনিবার

পুলিশের ইনটেলিজেন্স সম্পূর্ণ ব্যর্থ, আরজি কর কাণ্ডে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে ১৪ অগাস্ট হামলার ঘটনায় পুলিশি ব্যর্থতার কথাই উঠল কলকাতা হাইকোর্টে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের পর্যবেক্ষণ, পুলিশের ইনটেলিজেন্স সম্পূর্ণ ব্যর্থ। শুক্রবার আরজি কর মামলার শুনানি হয় প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চে। বুধবারের ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দেয় আদালত। হাইকোর্টের প্রশ্ন, 'পুলিশ নিজেকে রক্ষা করতে পারছে না। জনতাকে ঠেকাতে পারছে না। আইনশৃঙ্খলা কী ভাবে রক্ষা করবে?'

এদিকে আরজি করের হামলা নিয়ে একাধিক পিটিশন দাখিল হয়েছে হাইকোর্টে। তাই আলাদা করে অতিরিক্ত লিস্ট দেওয়া হয়েছে এই মামলার জন্য। এর পাশাপাশি সেমিনার হলের কাছের ঘর ভাঙা হল কেন তা নিয়েও রাজ্যের কাছে হলফনামা চাইল হাই কোর্ট। এদিন আদালতে এ সংক্রান্ত মামলার শুনানি পর্বে রাজ্যের তরফে আইনজীবী অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সাত হাজার বহিরাগত হঠাৎ চলে আসে। ভিডিও দেখানো হবে। পুলিশ যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। এই ঘটনায় ডেপুটি পুলিশ কমিশনার আহত হন। ১৫ জন পুলিশ আহত হন। তবে সেমিনার রুমের ক্ষতি হয়নি।' প্রধান বিচারপতি বলেন, একই ঘটনা হয় হনুমান জয়ন্তীতে। ইন্টেলিজেন্স থাকে তো পুলিশের। এটা থেকে স্পষ্ট পুলিশের ইন্টেলিজেন্স সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এদিন শুনানিতে রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়, বুধবার রাতে হঠাৎ হাজার সাতেক মানুষ হাসপাতালে ঢুকে পড়ে। ফলে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। তাতে হাই কোর্টের পালটা প্রশ্ন, কোথাও ১০০ মানুষের জমায়েত হলেও পুলিশের জানার কথা। সেখানে এত মানুষ জড়ো হল অথচ পুলিশ জানল না? আগে থেকে গোটা ঘটনাস্থল কেন নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হল না?

পাল্টা রাজ্যের তরফে জানানো হয়, গোটা কলকাতাতেই বিক্ষোভ ছিল। প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, রাজ্য প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আর জি করের সেমিনার হলের কাছের ঘরটি ভাঙা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তুলেছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, 'ওই ঘর ভাঙার এত তাড়াহুড়ো কীসের? এত বড় একটা ঘটনা ঘটেছে, এই পরিস্থিতিতে আপনারা সেখানে ডিস্টার্ব করছেন!' রাজ্য সরকার এদিন আদালতে দাবি করেছে, যে সেমিনার হল থেকে চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল, সেই স্থান সুরক্ষিত রয়েছে। রাজ্যকে এই মর্মে হলফনামা দিতে বলেছে হাই কোর্ট। হামলার ফলে হাসপাতালের কোন অংশ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেটা নিয়ে হলফনামা দেবে রাজ্য।

শ্যামবাজারে ভাঙা হল বিজেপির ধরনা মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার পৌঁছনোর আগেই পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠল ধরনা মঞ্চ ভাঙার। বৃহস্পতিবার রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আরজি কর ইস্যুকে হাতিয়ার করে একাধিক রাজনৈতিক কর্মসূচি শুক্রবার থেকে শুরু করার ঘোষণা করেছিলেন। এরমধ্যে অন্যতম ছিল শ্যামবাজার এক নম্বর মেট্রো গেটের সামনে লাগাতার ধরনা অবস্থান কর্মসূচি।

রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে কর্মসূচি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামবাজারে মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু করে দেওয়া হয়। শ্যামবাজারে বিজেপির সেই মঞ্চই ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে। এদিন এই ধরনা মঞ্চের সামনে একে একে বিজেপির নেতা-নেত্রীরা হাজির হয়ে স্লোগান দিতে শুরু করতেই নতুন করে বাড়ে উত্তেজনা। পুলিশ আটকাতে গেলে, রীতিমতো ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। বিজেপি নেতা উমেশ রায় সহ একাধিক নেতানেত্রীকে কার্যত চ্যাংদোলা করে প্রিজন ভ্যানে তোলে পুলিশ। তৈরি হয় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা।

ধরনা কর্মসূচিতে যোগ দিতে শ্যামবাজারে উপস্থিত হন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পল, রুদ্রনীল ঘোষ সহ একাধিক নেতানেত্রী। রুদ্রনীল ঘোষ, অশোক কীর্তনিয়ার মতো নেতাদেরও আটক করা হয়। তাঁদের অভিযোগ, আগেই এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। এরপরও বৃহস্পতিবার রাতে ধরনা মঞ্চ ভেঙে দেওয়া হয়। এরপর শুক্রবার সকালে নেতা-নেত্রীরা শ্যামবাজারে পৌঁছতেই বাড়ে উত্তেজনা। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় র‍্যাফ।

বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আরজি করে প্ল্যান করে হামলা চালানো হয়েছিল। সেখানে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। আর প্রতিবাদ করতে যেতেই পুলিশ ধরপাকড় শুরু করেছে।' অগ্নিমিত্রা পলও প্রশ্ন তোলেন, 'বুধবার রাতে আরজি করে হামলার ঘটনায় পুলিশের কোনও ভূমিকা দেখা যায়নি, অথচ বিজেপির ধরনায় কেন এত তৎপর পুলিশ?' তিনি আরও বলেন, 'প্রভাবশালীর আত্মীয় আরজি করের ঘটনায় যুক্ত। কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে আসছে। মুখ্যমন্ত্রী বা পুলিশ প্রশাসন কারও ওপর আমাদের ভরসা নেই।'

উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপি সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষের অভিযোগ, 'আরজি কর ঘটনার বিচার চেয়ে আজ থেকে শান্তিপূর্ণ অবস্থান শুরু করার কথা ছিল। পুলিশ বলপূর্বক আমাদের মঞ্চ ভেঙে দিয়েছে। ডেকোরেটর কর্মীদের হুমকি দিয়েছে। আমরা আন্দোলনের পথ থেকে সরছি না। পুলিশ দিয়ে বিজেপির আন্দোলনকে দমিয়ে রাখা যাবে না।'

এদিকে কলকাতা পুলিশের বক্তব্য, 'ধরনা কর্মসূচির কোনও অনুমতি ছিল না।' বিজেপির বক্তব্য, 'বিজেপির যে কোনও আন্দোলনেই পুলিশের অনুমতি পাওয়া যায় না। আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়।' শ্যামবাজারে আরজি কর ঘটনার বিচারের দাবিতে ধরনা অবস্থান আন্দোলনের আবেদন জানিয়ে প্রয়োজনে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয় রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের তরফে।

কৃষি কাজে গতি ও স্বচ্ছতা আনতে নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কৃষি দফতরের কাজ কর্মে গতি এবং স্বচ্ছতা আনতে রাজ্য সরকার আঞ্চলিক অফিসগুলির কাজকর্মের উপর কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারি বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি বিশেষ করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যেগে চলা প্রকল্পগুলির কাজ যথাসময়ে শেষ করতেই এই উদ্যোগ বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। এই উদ্দ্যেশ্যে কৃষি দফতরের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেখানে আরকেভিওয়াই, এটিএমএ, পিকেভিওয়াই এর মতো প্রকল্পগুলির সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। এছাড়া জেলায় সার সরবরাহ ও বন্টন সম্পর্কেও নিয়মিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে । রবি ও খরিফ চাষের মরশুমে সার নিয়ে প্রায়শই সমস্যা তৈরি হয়। সারের অভাবে বা কালোবাজারে চড়া দামে বিক্রি হওয়ার জন্য চাষিদের সঙ্কটে পড়তে হয়। এই কারণে জেলগুলিতে সারের প্রকৃত পরিস্থিতি কি সেব্যাপারে অবহিত থাকতে চাইছে দফতর। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় কৃষি দফতরের শতাধিক খামারের পরিস্থিতি নিয়েও নিয়মিত রিপোর্ট নিতে বলা হয়েছে। কৃষি ডিরেক্টরেট থেকে কোনও আধিকারিক বা আধিকারিকদের দল কোনও নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে জেলা পরিদর্শনে গেলেও তাঁদের আরও কি কি কাজ করতে হবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনেব উদ্যোগ এই প্রথম বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।

রাজ্য সরকারের নিজস্ব ও কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথভাবে একগুচ্ছ প্রকল্প কৃষি দপ্তর রূপায়ণ করে। অসংখ্য কৃষকের স্বার্থ এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে যুক্ত। কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকরা বছরে দুবার আর্থিক অনুদান পান। এই প্রকল্পে নথিভুক্ত কৃষকের সংখ্যা এখন ১ কোটির বেশি। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষকদের আর্থিক অনুদান দেওয়ার যে প্রকল্পটি আছে (পিএম কিষাণ) সেটিও দেখতে হয় কৃষি দফতরকে। বাংলা শস্য বিমা প্রকল্পে নথিভুক্ত কৃষকের সংখ্যা ১ কোটির বেশি। কৃষকদের উন্নতি ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে একগুচ্ছ প্রকল্প আছে। তার মধ্যে রয়েছে-আ জেলায় কৃষি দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে সাধারণ মতামত দিয়ে কিভাবে আরও উন্নতি করা যায় সেব্যপারে সুপারিশ করতেও বলা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় জেলা অফিসগুলিতে আধিকারিকদের , ক্যাশ বুক, স্টক বুক, রেজিস্ট্রার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পরীক্ষার পাশাপাশি অডিট রিপোর্ট সংক্রান্ত বিষয়গুলিও দেখতে বলা হয়েছে।

ক্লাবে অনুদান না দিয়ে হাসপাতাল সারান, মুখ্যমন্ত্রীকে আর্জি টলিউডের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক অন্য স্বাধীনতা দিবসের রাত দেখল কলকাতাবাসী। দেশের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস। তবে আরজি কর কাণ্ডের জেরে উৎসব, অনুষ্ঠান, আনন্দ সব ম্লান। বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে কলকাতা। পাশে গোটা দেশ। বাংলার মেয়েদের আন্দোলন ছড়িয়েছে গোটা দেশ তথা আন্তর্জাতিক মঞ্চেও। ১৪ অগাস্ট রাজ্যজুড়ে 'রাত দখলে'র অভিযানে নেমেছিলেন নারীরা। আর স্বাধীনতা দিবসে দ্বিতীয় দিনের জমায়েতে উপস্থিত পরিচালক, অভিনেতা থেকে সঙ্গীত শিল্পীরা। যেখানে শিল্পীরা অনুষ্ঠানের মঞ্চে নয়, বরং একযোগে ধরা দিলেন প্রতিবাদী মঞ্চে।

বৃহস্পতিবার রাতে প্রতিবাদে উত্তাল আরজি করে পৌঁছে গিয়েছিলেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়, সোহিনী সরকার, শোভন গঙ্গোপাধ্যায়, সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লগ্নজিতা, শোলাঙ্কি রায়, অলিভিয়া সরকার-সহ আরও সিনেজগতের অনেকে। মেয়েদের রাত দখলের অভিযানের দিন কেন হাসপাতাল ভাঙচুর হল সেই বিষয়েই প্রতিবাদে মুখর হলেন তাঁরা একযোগে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তাঁদের আর্জি, 'আরজি কর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে যে তাণ্ডব চলেছে, তার জন্য অনেক যন্ত্রপাতি, রোগীদের বেড নষ্ট হয়েছে, এবছর পুজোয় ক্লাবগুলিকে অনুদান না দিয়ে বরং সেই অর্থ হাসপাতাল সারানোর খাতে দিন।' সঙ্গে তাঁরা এও জানান, 'আরজি কর হাসপাতাল যেন আবার নতুন করে সেজে ওঠে।'

এদিকে আরজি করে তরুণী ডাক্তারের ধর্ষণ, খুনের অভিযোগে বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগ এনে শুক্রবার পালটা প্রতিবাদী মিছিলের ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাঙচুরকাণ্ডে নাগের বাজার থেকে গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠ যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৪ অগাস্টের রাতে আরজি কর হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় নাগের বাজার থানা এলাকা থেকে সৌমিক দাস নামে এক যুবককে গ্রেফতার করল লালবাজার। দমদমের পূর্ব সিঁথি এলাকার বাসিন্দা সৌমিক। শুক্রবার কলকাতা পুলিশের গুণ্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা নাগেরবাজার থানায় এসে পৌঁছন। সেখানে এক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করার পর নাগেরবাজার থানা থেকে লালবাজারের নিয়ে যাওয়া হয় সৌমিককে।

ধৃত সৌমিক দাস

তবে এই গ্রেফতারির পর্ব বেশ নাটকীয়। কারণ, এদিন প্রথমে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন সৌমিক। এরপর নিজেই যান নাগেরবাজার থানায়। সেখান থেকে খবর দেন কলকাতা পুলিশের গুণ্ডা দমন শাখায়। আধিকারিকরা থানায় আসেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর লালবাজারের নিয়ে যাওয়া হয়।

সৌমিকের নাম সামনে আসতেই উঠে এসেছে তৃণমূল কাউন্সিলর রাজু সেন শর্মার নাম। শোনা যাচ্ছে তিনি রাজুর ঘনিষ্ঠ। সৌমিক হামলার কথা স্বীকারও করেন। তবে তাঁর দাবি, তিনি গিয়েছিলেন প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হতে। সেই সময় অন্যদের সঙ্গে হাসপাতালে ঢুকে ভাঙচুর করেন।

সৌমিক দাসের কথায়, 'মিছিলে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন সকলে ভাঙচুর করছে দেখি, ইমোশনাল হয়ে আমিও ভাঙচুর করি। আমার অপরাধ হয়েছে, ভুল হয়েছে।' এখানেই প্রশ্ন উঠছে কেন গেলেন সৌমিক আরজি করে তা নিয়েও। কেউ তাঁকে পাঠিয়েছিলেন কি না তা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। তবে সৌমিকের দাবি, তিনি নিজে থেকেই যান ১৪ অগস্টের রাতে। সৌমিক বলেন, 'আমার সঙ্গে জিম করেন এরকম অনেকেই গিয়েছিলেন। সকলে ঢুকছিল, আমিও ঢুকে গেলাম ভিতরে। এরপরই বৃহস্পতিবার পুলিশ ফোন করে।'

তবে সৌমিকের সঙ্গে রাজু সেন শর্মার সম্পর্ক নিয়ে কথা উঠতেই তৃণমূল কাউন্সিলর জানান, 'সংবাদমাধ্যমের বলার পর ছেলেটাকে চেনার চেষ্টা করি। তারপর দেখলাম ওই এলাকায় থাকে। আমি বর্তমানে যে ওয়ার্ডের প্রতিনিধি, ছেলেটি সেখানে থাকে না। তবে যে যাই করুক, ছেলেটি আমার ঘনিষ্ঠ নয়। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত।' তবে পাল্টা বিজেপির মণ্ডল সভাপতি অনির্বাণ সমাজপতির বক্তব্য, 'এই ছেলেগুলো সব তৃণমূল করে। শুধু সৌমিক না, আমি তো শুনলাম এরকম আরও অনেকে আছে যারা ওই এলাকায় থাকে এবং সেদিন রাতে ভাঙচুর করেছে।'

গঙ্গাসাগর মেলায় ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হোস্টেল তৈরির পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গাসাগর মেলায় সারা ভারত থেকে আসা পুণ্যার্থী এবং বছরের অন্যান্য সময় আসা পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হোস্টেল তৈরি করছে রাজ্য সরকার। আগামী বছর জানুয়ারি মাসে গঙ্গাসাগর মেলার আগেই পুণ্যার্থীদের জন্য সেটি খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই কারণে পূর্ত দফতর আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে বাড়িটি তৈরির কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছে। প্রতি বছর, জানুয়ারির একেবারে শুরুতে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে সেই সময় তাঁর হাতেই এই নতুন সুবিশাল হোস্টেলের উদ্বোধনেরও পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। এই হোস্টেল চালু হলে মেলার সময় তো বটেই বছরের অন্যান্য সময়েও পুণ্যার্থীদের থাকার ব্যবস্থা আরও ভালো হবে বলে মনে করা হচ্ছে।প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে কদিন আগে নবান্নে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও হয়ে গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। যে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পূর্তমন্ত্রী পুলক রায় এবং পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। তার সঙ্গে ছিলেন উচ্চপদস্থ অফিসাররা। ওই বৈঠকেই ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়।

এছাড়া পর্যটন দফতরের গন্ধিঘাট সংলগ্ন এলাকায় সৌন্দর্যায়ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ১৮ কোটি টাকা ব্যয় করে তা গড়ে তোলা হবে। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'উৎসধারা'। এই প্রকল্পের কাজ ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমনকী তথ্য সংস্কৃতি দফতরেরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের দায়িত্ব রয়েছে পূর্ত দফতরের উপরে। যার কাজ দ্রুততার সঙ্গে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। টালিগঞ্জের চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবন থেকে শুরু করে প্রিন্স আনওয়ার শাহ রোডের কাছে মিউজিক অ্যাকাডেমি বিল্ডিং দ্রুত করার কথা বলা হয়েছে।

অর্থ নিগমের দায়িত্বে প্রাক্তন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ অর্থ নিগমের দায়িত্ব পাচ্ছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। তিনি অর্থ নিগমের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাবেন। এতদিন এই পদে ছিলেন অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার। তাঁর কার্যকালের মেয়াদ ২০ আগস্ট, আগামী মঙ্গলবার শেষ হচ্ছে। তাঁর জায়গায় আসছেন হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদি। নবান্ন সূত্রে এই খবর জানা গেছে। রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে ঋণ দেয় এই সংস্থা। গত কয়েক বছরে অর্থ নিগম লাভের মুখ দেখছে।

নেটিজেনদের সাহায্যেই ভাঙচুরকাণ্ডে জড়িত ১৯ জন পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে বুধবার মধ্যরাতে ভাঙচুর চালায় কিছু দুষ্কৃতী। সেই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর। ভাঙচুরের সময়কার ছবি দিয়ে কয়েকজনকে চিহ্নিত করে সমাজমাধ্যমে শেয়ারও করেছে কলকাতা পুলিশ। আরজি কর হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় মোট তিনটি মামলা রুজু করা হয়েছিল পুলিশের তরফে। বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত এই ঘটনায় মোট ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। শুক্রবার সকালের মধ্যে সেই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ায় ১৯-এ। কলকাতা পুলিশের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়, 'বুধবার রাতে আরজি কর হাসপাতালে হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত মোট ১৯ জনকে গ্রেফতার করেছি আমরা। যাদের মধ্যে পাঁচজনকে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট দেখে চিহ্নিত করেছেন আপনারা। বাকি হামলাকারীদের খোঁজও আমরা খুব দ্রুতই পাব বলে আমাদের বিশ্বাস। আরও একবার অনুরোধ, আমাদের পোস্ট থেকে আর কাউকে শণাক্ত করতে পারলে অনুগ্রহ করে জানান।'

মঙ্গলবার মধ্যরাতে আরজি করে হামলা এবং ভাঙচুর চালানো হয়। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশ। লালবাজারের একটি সূত্র মারফত জানা যায়, কলকাতার পুলিশ কমিশনার (সিপি) বিনীত গোয়েল নিজেই জিজ্ঞাসাবাদ করন তাঁদের। তিনটি মামলা রুজু করা হয় লালবাজারের তরফে।

কলকাতা পুলিশের সমাজমাধ্যমের পাতায় ওই অশান্তির ঘটনার ৫০টিরও বেশি ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বেশকয়েক জন পুরুষ ও মহিলাকে লাল গোল দাগে চিহ্নিত করে তাঁদের সন্ধান চায় পুলিশ। সেখান থেকেই মেলে কয়েক জনের সন্ধান।

অবরোধ ঘিরে উত্তেজনা টিটাগড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে শুক্রবার বেলা দু'টো থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত পথ অবরোধ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল বঙ্গ বিজেপি। ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী এদিন টিটাগড় বাজার মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। এদিন বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে টিটাগড় বাজার মোড়ে ব্যস্ততম বিটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা। বিক্ষোভ চলাকালীন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে কুশপুতুল দাহ করতে গেলে পুলিশ এসে বাধা দেয়। এরপর কুশপুতুল নিয়ে বিক্ষোভকারী ও পুলিশের মধ্যে একপ্রস্থ টানাটানি থেকে ধস্তাধস্তি বেধে যায়। অবশেষে বিক্ষোভকারীদের হাত থেকে পুলিশ কুশপুতুল ছিনিয়ে নেয়। ক্ষোভে বিটি রোডের ওপর টায়ার জ্বালিয়ে ফের বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন বিজেপি কর্মীরা। সেখান থেকে পুলিশ বলপূর্বক বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পুলিশ ধর্ষকদের ধরতে পারছে না। অথচ নির্যাতিতার পাশে যারা দাঁড়াচ্ছেন। তাদের ওপর পুলিশ অত্যাচার করছে। যদিও টিটাগড় বাজার সংলগ্ন বিটি রোডে পথ অবরোধের জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে এদিন বেলা সাড়ে বারোটা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার তরফে ব্যস্ততম বিটি রোডের ডানলপ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা।

অরজি কর হাসপাতাল চত্বরে প্রতিবাদে স্বপন দত্ত বাউল

নিজস্ব সংবাদদাতা: আরজি কর হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক ধর্ষণ খুনের ঘটনায় রাজ্য-সহ ক্ষোভে ফুটছে গোটা দেশ। প্রতিবাদে পিছিয়ে রইলেন না শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল। নারী নিগ্রহ, নারীদের উপর নানাভাবে অত্যাচার, বধূ হত্যা, গণধর্ষন করে খুন, নারী পাচার, বাল্য বিবাহর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতনের শিল্পী, রাষ্ট্রপতির প্রসংশিত পুরস্কার প্রাপ্ত তিনি। চিকিৎসক তরুণীর হত্যাকাণ্ডে ঘটনা জেনে বসে থাকতে পারেননি তনি। পূর্ব বর্ধমান থেকে কলকাতা আরজি কর হাসপাতালের সামনে উপস্থিত হয়েছেন শিল্পী স্বপন। বাউল গানের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ ও সচেতনতার ঝড় তুলেছেন। গানে ও কথায় বলেন, রাজ্য ও দেশের মহিলারা যে সত্যিই সুরক্ষিত নয় তার প্রমাণ আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে কর্মরত অবস্থায় ধর্ষণ করে নৃশংস হত্যার ঘটনা। লজ্জাজনক ঘটনা। এমন নিশ্বংস হত্যার ঘটনা যেন কোথাও কখনও আর না ঘটে। সে বিষয়ে জনগণ, সরকার, পুলিশ, প্রশাসনকে সচেতন হতে হবে।

খোদ কলকাতার বুকে এমনভাবে সমাজসেবিকাকে নৃশংসভাবে যারা খুন করেছে এবং যারা এর সঙ্গে যুক্ত তাদের কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি দিতে হবে। এমন কঠিন শাস্তি দিতে হবে যা দেখে আর অন্য কেউ যেন এমন নৃশংস হত্যা করতে সাহস না পায়। অপরাধীদের কঠিন শাস্তি না দিলে রাজ্যে অপরাধ আরও বেড়ে যাবে। সুতরাং সকল ডাক্তারবাবু, নার্স, ও সাস্থ্য কর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার দাবি উঠে আসে স্বপন দত্ত বাউলের বক্তব্যে ও বাউল গানে।

হাসপাতালে সিসি টিভি ক্যামেরা বেশি করে বসাতে হবে। নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে পূর্ব বর্ধমান থেকে ছুটে এসে কলকাতার রাজপথে এইভাবে প্রতিবাদ ও সচেতন করতে দেখে কলকাতার মানুষ মুগ্ধ। পথ চলিত অনেকেই বলেন, বুদ্ধিজীবীরা সকলে জেগে ঘুমালেও রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল প্রতিবাদ ও সচেতন করে নারী শক্তির আন্দোলনকে আরও জাগ্রত করলেন।

সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বপন বাউল বলেন, 'দেখুন আমি কোনো রাজনীতির লোক নহ। আমি একজন সাধারণ মানুষ ও সমাজ সচেতনের শিল্পী। তাই রাজ্যের ও দেশের কোনো সমস্যা নজরে এলে কে পথে নামলো বা নামলো না আমি ওসব দেখি না। আমি সম্পূর্ন নিজের উদ্যোগেই সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাজ সচেতন ও সমাজের কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা বাউল গানের মাধ্যমে দিয়ে থাকি। সারা রাজ্যের মানুষ আমার এই উদ্যোগ ও কাজের পাশে আছেন এটাই আমার অনুপ্রেরণা। তবে আমি আশা করছি রাজ্যের মানুষ যেভাবে প্রতিবাদে সরব, যদি আইন আদালত বলে সত্যিকারের কিছু থাকে, তাহলে আরজি কর হাসপাতালের কর্মরত তরুণী চিকিৎসকের উপর যারা এই পাশবিক অত্যাচার করেছেন তারা, শাস্তি পাবেন ই পাবেন। আইন আদালত কঠোর নয় বলেই এবং পুলিশ প্রশাসন সচেতন নয় বলেই অপরাধীরা দিন দিন বেড়েই চলেছে ও অপরাধ বেড়ে চলেছে।'

বাংলায় চলছে তোলাবাজি কাটমানি সরকার: গার্গী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাংলায় সরকার বলে কিছুই নেই। শুধু তোলাবাজি আর কাটমানি চলছে। এমনটাই দাবি করলেন বামনেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার ভাটপাড়ার নয়াবাজার দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বাম নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, সাংসদ পার্থ ভৌমিক গুন্ডারাজ খতমের দাবি করেছেন। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে কাঁকিনাড়া, জগদ্দলে তৃণমূলের এলাকা দখলের লড়াই চলছে। আটচালা বাগান রোডে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ে গুলি চলেছে। শুয়োর মারিতে এলাকা দখল নিয়ে গুলিতে একজন যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গার্গীর দাবি, জগদ্দলের বিধায়কের নেতৃত্বে গুন্ডাগিরি চলছে। এলাকার কে ডন হবে, তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই চলছে। শিল্পাঞ্চলে একের পর এক ঘটনা ঘটলেও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকায়। তাঁর অভিযোগ, জুয়া, সাট্টার মতো অবৈধ ধান্দার দখলদারি নিয়ে তৃণমূলের মধ্যে লড়াই চলছে। জগদ্দলের বিধায়ক সমস্ত দখলদারি নিচ্ছেন। আর সাংসদ নৈহাটিতে বসে ওনাকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন। জুটমিলের অবস্থা নিয়ে এদিন উষ্মা প্রকাশ করলেন শ্রমিক নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, শিল্পাঞ্চলের জুটমিলগুলো ধুঁকছে। কোনও মিলে দু'দিন, কোনও মিলে তিন কিংবা চারদিন করে শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছেন। অথচ কেন্দ্র, রাজ্য উভয় সরকার জুটমিলের বিষয়ে উদাসীন। আর জি কর হাসপাতালে নিহত তরুণী চিকিৎসকের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া নিয়ে তাঁর কটাক্ষ, 'অপরাধীদের সাজা না দিয়ে উনি টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এখন একটাই দাবি মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ। উনি পদত্যাগ না করলে বাংলার সমস্যা মিটবে না।'

সম্পাদকীয়

গ্রামাঞ্চলে বেনিয়মে তৈরি বহুতল আবাসনের ফলে নিকাশি ব্যবস্থা প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে

গত ১০-১১ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রামীণ এলাকা মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে গেছে। হাওড়া জেলার বেশ কিছু গ্রামাঞ্চলের পঞ্চায়েত এলাকার জলনিকাশি ব্যবস্থা এখন এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, শুধু বর্ষাকাল নয়, সারা বছর বহু এলাকা জলমগ্ন থাকে। নিকাশিনালা যেটুকু আছে, উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলির বেহাল অবস্থা। নালা উপচে নোংরা জল সংলগ্ন রাস্তা এবং বাড়িগুলিতে ঢুকছে। এই অবস্থা আরও হয়েছে গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের নামে বহুতল আবাসন নির্মাণের প্রতিযোগিতার ফলে। আগে জানতাম যে, পঞ্চায়েত এলাকায় চার তলা অর্থাৎ (জি+৩) পর্যন্ত আবাসন নির্মাণের অনুমতি আছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে পাঁচ তলা, ছ'তলা (জি+৪, জি+৫) সমান একের পর এক আবাসন নির্মিত হচ্ছে। যত দূর জানা যায়, পঞ্চায়েত এলাকায় আবাসন নির্মাণের প্রয়োজনীয় অনুমতি দেয় জেলা পরিষদ। এই সব বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি না কে জানে। যদি হয়েও থাকে, তবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, নিকাশি ব্যবস্থা-সহ উপযুক্ত পরিকাঠামো বা বহুতল আবাসন নির্মাণ সম্ভব কি না, বিবেচনা না করেই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সহজ হিসাব যে, একটি তিন বা সাড়ে তিন কাঠার জমিখণ্ডে বসবাসকারী একটি বা দু'টি পরিবারের ব্যবহৃত জলের পরিমাণ যা ছিল, ওই জমিখণ্ডে নির্মিত বহুতল আবাসনের পরিবারের সংখ্যা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবহৃত জলের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। ফলে নালার ধারণ ক্ষমতার থেকে অনেক বেশি জল নালায় ঢোকায় এবং ঠিকঠাক নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় জল জমার সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তাই এক্ষেত্রে প্রশাসনের নজর অবশ্যই দেওয়া উচিত।

শব্দবাণ-১৮

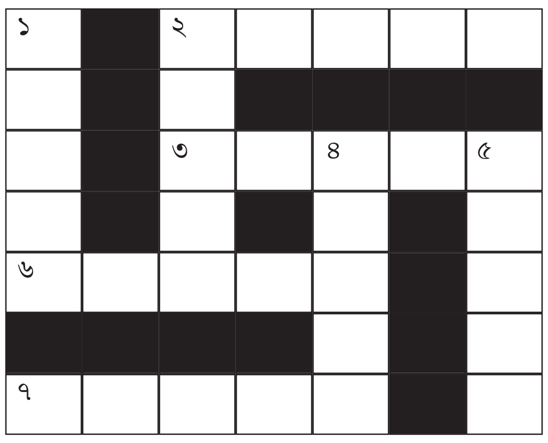

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের কবিয়াল ৩.নতুন নিয়ম ৬. সরোবর ৭.ভবিষ্যৎ, ভাবী সময়।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.উদ্ভাবক ২.খাওয়ার ঘর ৪.রায় ৫. যা নদীর স্রোতে ভেসে আসে।

সমাধান: শব্দবাণ-১৭

পাশাপাশি: ১. স্বরাজ ২. প্রখর ৫. মোপলা ৮. নাচুনি ৯. করাত।

উপর-নীচ: ১. স্বদেশী ৩. রজনী ৪.তপন ৬. বিমনা ৭. ভারত।

জন্মদিন

আজকের দিন

সচিন

১৯৪১ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ওয়াই ভেনুগোপাল রেড্ডির জন্মদিন।
১৯৫৭ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সচিনের জন্মদিন।
১৯৫৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর জন্মদিন।

বাংলাদেশ 'স্বাধীন'!

অশোক সেনগুপ্ত

'৫৩ বছর আগে স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্র বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্বাধীনতা পেল। সোমবার বেলা আড়াইটে থেকে দেশটির ছাত্রছাত্রী, সাধারণ জনতার প্রবল উল্লাস আর আনন্দধ্বনি দেখে এমনটাই মনে হচ্ছিল'। গত ৬ আগস্ট এটাই ছিল পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'পুবের কলম'-এর প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষ সংবাদের প্রথম দুটি লাইন।

> ৫ আগস্ট ঢাকার জনসমাবেশেই উঠেছিলো
> 'স্বাধীনতা'-প্রাপ্তির প্রকাশ্য হর্ষধ্বনি।

সম্প্রতি খালেদাপুত্র তারেক জিয়া একটি ভিডিও-সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'হাজারো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা গৌরবকে কালিমালিপ্ত করার ষড়যন্ত্র আবার শুরু হয়ে গিয়েছে'। এর পর এই প্রতিবেদকের মনে প্রশ্ন এলো; বাংলাদেশের এই পরিবর্তন কতটা 'স্বাধীনতা'? ভারতের স্বাধীনতা বলতে তো আমরা ১৫ আগস্ট দিনটাকেই বুঝি!

স্বাধীনতার সংজ্ঞা কী? সাধারণত অপরের কাজে কোনও হস্তক্ষেপ না করে নিজের কাজ করার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে। অন্যভাবে বলা যায়, স্বাধীনতা হলো অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের অধিকার পরিপূর্ণভাবে ভোগ করা। সুতরাং বলা যায়, অপরের অধিকার বা কার্যাবলির ওপর হস্তক্ষেপ না করে স্ব-ইচ্ছানুসারে কার্য করার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় স্বাধীনতা শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Liberty ল্যাটিন শব্দ Liber থেকে নেওয়া। এটি Libertinus থেকে এসেছে। এর অর্থ শ্বদ্রন্তএত্রত্ম দ্বখ: বা মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস। আবার স্বাধীন শব্দটি ভাঙলে স্বঅধীন পাওয়া যায়। অর্থাৎ নিজের অধীনে থাকার নামই স্বাধীনতা। বিভিন্ন রাষ্ট্রচিন্তাবিদ বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সর বলেছেন, 'স্বাধীনতা বলতে 'খুশিমত' কাজ করা বুঝায়, যদি ওই কাজে অন্যের অনুরূপ স্বাধীনতা উপভোগে বাধা তৈরি না হয়।' টি এইচ গ্রিন বলেছেন, 'যা উপভোগে করার এবং সম্পন্ন করার যোগ্যতা উপভোগ ও সম্পাদন করার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলে'।

গ্রন্থকার ও প্রাক্তন অধ্যাপক শুভেন্দু মজুমদারের কথায়, 'রাজনৈতিক দর্শনের বিচারে স্বাধীনতার নানা রকম অর্থ হয়। সে সব কূট প্রশ্নে যেতে চাই না। ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্টের আগে বালুচিস্থান থেকে চট্টগ্রাম; সকলেই নিজেদের ইন্ডিয়ান বলে দাবি করতে পারত জাতীয়তাবাদের নিরিখে। জিন্না সাহেব বললেন, Muslims are a separate nation। অর্থাৎ তিনি ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা বললেন। মুসলিম-প্রধান স্টেটগুলিকে নিয়ে হল পাকিস্তান। ১৯৭১ এর ২৬ মার্চ ভাষার ভিত্তিতে পৃথক জাতীয়তা ও পৃথক রাষ্ট্রগঠনের দাবি প্রতিষ্ঠিত হল। হল স্বাধীন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মানুষ সারা পৃথিবীর কাছে নিজেদের বাংলাদেশী বলে পরিচয় দেয়। এটাই তাঁদের জাতীয়তার ভিত্তি। এখন যে রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখছি ১৯৭৫ এ মুজিব হত্যার পরেও এর চেয়েও ব্যাপক রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল। এমনকি তখন সেনাবাহিনীর শাসনে ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু মুজিবর হত্যা ও সেনাশাসন (জিয়াউর রহমান ও এরসাদ) কি তাঁদের বাঙালি জাতিসত্ত্বার কোন পরিবর্তন করতে পেরেছিল? তাহলে এখন এই প্রশ্ন উঠছে কেন?'

শ্রমিক নেতা তথা ইউনাইটেড ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস (ইউটিইউসি)-এর সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ এই প্রতিবেদককে বলেন, 'আমার পিতৃদেব ১৯৪৭ সালের কিছু আগেই পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় চলে আসেন। কিন্তু আমাদের পরিবারের অন্য সকলে (ঠাকুর্দা,জ্যাঠামশাই ও কাকা) ১৯৪৭ সালেও দেশ ছেড়ে আসেন নি। পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা জেলার সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। ১৯৭১ সালে আমাদের পরিবারের কয়েকজন আমাদের বাড়িতে এসে ওঠেন, অন্যরা দেশ ছেড়ে আসেন নি। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গেই ছিলেন। আমার জন্ম এদেশে হলেও ষাটের দশক থেকে দেশের বাড়ির সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্ক ছিল। এখনও যাতায়াত করি।'

তাঁর কথায়, 'আমি স্বাধীনতা বলতে বুঝি 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির'। কার্যত রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় স্বাধীনতা বিষয়গত (সাবজেকটিভ) ভাবেই সম্ভব, বস্তুগতভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা সর্বদাই সীমিত, শাসকদলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমনের পর উপলব্ধি করেছিলেন জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণ যথেষ্ট হলেও, যে স্বাধীনতার ভাবনা রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরবর্তী অধ্যায়ে মানুষের মনণ প্রভাবিত হয়েছিল তা অধরাই রয়ে গেল।'

বাংলাদেশে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ 'জিরো আওয়ারে' গণহত্যা শুরুর পরপরই ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে বলেন, 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন!' পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক বাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল নিয়াজির জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিক তাঁর 'উইটনেস টু সারেন্ডার' গ্রন্থে লিখেছেন, শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

তাতে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ঘোষণায় বলা হয়, 'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাৎ করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।'

স্বাধীনতা প্রসঙ্গে কী বলছেন বাংলাদেশের নেতা-নেত্রীরা? জামায়েত ইসলামী নেতাদের ফাঁসি দেওয়ার সময়ে শেখ হাসিনা 'নাস্তিকদের আন্দোলন' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন। এর আগে, ২০১৪-র ২০ আগস্ট পুরানা পল্টনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আওয়ামী প্রজন্ম লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিশু ও মহিলা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সমালোচনা করে বলেন, 'খালেদা জিয়াসহ স্বাধীনতা বিরোধীদের বাংলাদেশে কোনো ঠাঁই হবে না।'

আবার, 'মহান বিজয় দিবস' উপলক্ষে দেওয়া এক বিবৃতিতে ২০১৭-র ১৫ ডিসেম্বর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া অভিযোগ করেন, 'দেশে এখন মানুষের নাগরিক স্বাধীনতা নেই। ৫ জানুয়ারি প্রহসনের একতরফা নির্বাচন করে জনমতকে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। দেশে এখন মানুষের নাগরিক স্বাধীনতা নেই, মানুষ এখন অধিকার হারা।'

২০২৪-এর ৩ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের আলোচনা সভায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান হাফিজউদ্দিন আহমেদ দাবি করেন, '১৯৭১-এর ২৭ মার্চের আগেও জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। আর সেটি ছিল ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে'। হাফিজউদ্দিনের ভাষ্য, 'এটাই স্বাধীনতা ঘোষণার প্রকৃত ইতিহাস।'

হাফিজউদ্দিন বলেন, 'জিয়াউর রহমান সেদিন বলেছিলেন, 'আজ থেকে আমরা স্বাধীন, আমার বাংলাদেশকে আমি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করছি এবং এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি'।' ২৭ মার্চ কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন, সেই প্রসঙ্গে বিএনপি নেতা বলেন, 'তিনি (জিয়া) ২৭ মার্চে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আবার স্বাধীনতার ঘোষণা দেন, যা সবাই শুনেছেন। এটাই স্বাধীনতা ঘোষণার প্রকৃত ইতিহাস।'

আবার, ২০২৪-এর ২৯ জুন বিএনপি-র গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ও ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ইউট্যাব) মহাসচিব অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান মন্তব্য করেন, দলের চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মুক্ত না হলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে।

অর্থাৎ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার কোনও আত্মিক অনুভূতি নেই। ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির কোনও আবেগ নেই। বিএনপি-র শাসনে দেশকে 'স্বাধীন' করার স্বপ্ন দেখেন আওয়ামি লিগ নেতারা। আর, আওয়ামি লিগের শাসনে একই স্বপ্ন দেখেছেন বিরোধী দলের নেতারা।

শ্রমিকনেতা অশোক ঘোষের কথায়, 'সাধারণ মানুষের মন খুলে কথা বলার অধিকার থেকে সরকারের নীতি সম্পর্কে পছন্দ-অপছন্দের ভাবনা ব্যক্ত করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রেও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত তথাকথিত স্বাধীনতাই রুশ জনসাধারণের প্রাপ্য ছিল। আবহমানকাল মানুষের অপূর্ণ স্বপ্নের নাম স্বাধীনতা। আজ বিশ্বের সর্বত্র স্বাধীনতা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। যেসব দেশে সামরিক শাসন চলছে সেখানে দীর্ঘশ্বাস ফেলা নিষিদ্ধ। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ দেখেছি, মুজিব হত্যা দেখেছি, স্বাধীন বাংলাদেশে এরশাদ সরকারের পতন ও সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল দেখেছি, আর এখন হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান দেখলাম। কোনও সন্দেহ নেই আমেরিকার নকশা অনুসারীদের দ্বারা ছাত্র-যুব সমাজের আবেগ ব্যবহার করে কার্যত বাংলাদেশে অভ্যুত্থান ঘটেছে। কিন্তু যাঁরা বলছেন স্বাধীনতার যুদ্ধ হয়েছে, কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের আবেগ অন্তর্হিত হবে। এই সরকার পরিবর্তনে বাংলাদেশের কোনও গুণগত পরিবর্তন ঘটবে না। আর স্বাধীনতা অধরা রয়ে যাবে। আসলে এই অভ্যুত্থান স্বাধীনতার জন্য হয়নি, হাসিনা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতেই ব্যাপক চক্রান্ত সংগঠিত হয়েছিল।'

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গবেষক শুভেন্দু মজুমদার এই প্রতিবেদককে জানান, 'যাঁরা স্বাধীনতা বলছেন তাঁদের তো তাহলে বলতে হবে কিসের থেকে স্বাধীনতা? আওয়ামি লীগ মুক্ত স্বাধীনতা বা জামাত মুক্ত বা বি এন পি মুক্ত স্বাধীনতা বলে কেউ মনে করতেই পারেন। তাতে জাতীয়তার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা রাষ্ট্রের পরিচিতি বদলে যায় না। The nationality remains the same unless the Bangladeshis clarify that — since now we are becoming a separate nation which is not – in any way – Bangladeshi and the name of the state is changed internationally'

প্রবীন শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাসের কথায়, বাংলাদেশে এ তো শত শতাংশ রাজনীতি, শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে সরানো এর চূড়ান্ত লক্ষ্য। হিন্দু নিধন আর কোটার নামে ভাষা সংস্কৃতির ভিত্তিতে মুসলমান প্রধান দেশকে জাতীয়তাবাদের অভিমুখী করার চেষ্টার বিরুদ্ধে এই হিংস্র আন্দোলন। এর সঙ্গে ভারতের কোটার মিল নেই। ইসলাম বিপ্লব করে না দখল করে। ধর্ম ভিত্তিক আন্দোলন মাত্রই তাই, ইসলাম এক কাঠি সরেস। প্রমাণ ইরান, আফগানিস্তান। একে স্বাধীনতা না বলে বন্ধন বলাই ভাল। হিন্দু ও নারীদের বিরুদ্ধে এর বেয়নেট তাক করে আছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কোটা তো হিন্দুরাও পেত! গত ৬ আগস্ট আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় শীর্ষ ছবির নিচে 'আন্দোলনকারীদের বিজয়োল্লাশ' কথাটা লিখেছে। 'গণআন্দোলন', 'গণঅভ্যুত্থান' প্রভৃতি শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা? ভারতে মোদী-জমানার শেষে বা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল-জমানার শেষে কি বিরোধীরা স্বাধীনতার কথা বলবেন? স্বাধীনতা দিবস বলতে আমরা বুঝি ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট। এপার বাংলায় মানুষের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে রাসবিহারি বসু, সুভাষচন্দ্র, সূর্য সেন, প্রীতিলতা, শহিদ ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দীনেশ; এরকম অসংখ্য আত্মত্যাগীদের কথা!

আনন্দকথা

তিনি যতক্ষণ 'আমি' রেখে দেন, ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা।

"বিজ্ঞানী দেখে ব্রহ্ম অটল, নিষ্ক্রিয়, সুমেরুবৎ। এই জগৎসংসার তাঁর সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে হয়েছে। তিনি নির্লিপ্ত।

"বিজ্ঞানী দেখে যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান; যিনিই গুণাতীত, তিনিই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। এই জীবজগৎ, মন-বুদ্ধি, ভক্তি-বৈরাগ্য-জ্ঞান — এ-সব তাঁর ঐশ্বর্য। (সহাস্যে) যে বাবুরক ঘর-দ্বার নই, হয়তো বিকিয়ে গেল সে বাবু কিসের বাবু। (সকলের হাস্য) ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। সে ব্যক্তির যদি ঐশ্বর্য না থাকত তাহলে কে মানত।" (সকলের হাস্য)

(বিভুরূপে এক — কিন্তু শক্তিবিশেষ)

"দেখ না, এই জগৎ কি চমৎকার। কতরকম জিনিস — চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র। কতরকম জীব। বড়, ছোট, ভাল, মন্দ, কারু বেশি শক্তি, কারু কম শক্তি।"

বিদ্যাসাগর — তিনি কি কারুকে বেশি শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? *(ক্রমশঃ)*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

‘আরজি কর বানিয়ে দেব’ হুমকির দাবি কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর

অভিযুক্ত তৃণমূল ছাত্র পরিষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শুক্রবার আরজি কর প্রসঙ্গ উঠে এল কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ‘আরজি কর বানিয়ে দেব’ বলে নাকি হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন উপাচার্য। উপাচার্য দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বহিরাগত দুষ্কৃতীর এই কাজ বললেও, অভিযোগের ইঙ্গিত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দিকেই। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের।

কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাউন্ডেশন ডে উদযাপনের সময় অশান্তি ছড়াল। এদিন সেই অনুষ্ঠান উদযাপন করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় গিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষিক কর্মীদের নিয়ে সেমিনার হলে চলছিল অনুষ্ঠান। অভিযোগ, অনুষ্ঠান চলাকালীন বহিরাগত একদল দুষ্কৃতী এসে অশান্তি ছড়ায়। শুধু তাই নয়, অশিক্ষক কর্মীদের মারধর পর্যন্ত করার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এক বিশেষ ভাবে সক্ষম অশিক্ষক মহিলা কর্মীকে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছয় আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মীরা।

উপাচার্য দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়েছেন, দুষ্কৃতীদের গলায় স্লোগান ছিল ‘আরজি কর বানিয়ে দেব’। এই ঘটনার পর আসানসোল উত্তর থানায় অভিযোগ দায়ের করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এর পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষা দপ্তর সহ মুখ্যমন্ত্রীকেও বিষয়টিকে জানানো হয়েছে বলে জানানো হয়।

যদিও বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি অভিনব মুখোপাধ্যায় সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন সেমিনার হলে কোনও বহিরাগত নয় পড়ুয়ারা প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিল। বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মীরাই বিক্ষোভরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলা চালিয়েছে। আরজি করের নাম নিয়ে কোনও স্লোগান দেওয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অভিযোগ রাজ্যপাল নিয়োজিত উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে ৮০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা আইনি খাতে খরচ করছেন। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের টাকা কোথায় খরচ করা হল তার শ্বেতপত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রকাশ করার দাবি জানানো হয়েছে। এই দাবি নিয়ে দীর্ঘ আন্দোলন শুরু হয়েছে। কিন্তু আন্দোলনের দিন থেকে উপচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেননি। একমাস ধরে ওয়ার্ক ফর হোম চালাচ্ছেন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় ফাউন্ডেশন ডে উপলক্ষে তিনি চুপি চুপি এসেছেন খবর পেয়ে প্রতিবাদ জানাতে যান তাঁরা। তখন অশিক্ষিক কর্মীদের একাংশ হামলা চালান।

আরজি করের ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ হুগলির তৃণমূল সাংসদ রচনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আরজি করের মৃত চিকিৎসকের জন্য সুবিচারের দাবি জানিয়ে এবার সরব হলেন তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। গোটা রাজ্যজুড়ে মহিলাদের এই প্রতিবাদকে ‘স্যালুট’ জানালেন তিনি। এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে প্রতিবাদ জানালেন হুগলির তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘আমি আপনাদের সকলের সামনে এসেছি সাধারণ নাগরিক হিসাবে। আমি একজনের মা, একজনের মেয়ে। ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবস। দেশ আমাদের স্বাধীন হয়েছে। আমরা কতটা স্বাধীন হয়েছি? সত্যিই কি আমরা স্বাধীন হয়েছি? আমরা কি স্বাধীন ভাবে ঘুরতে পারছি?’ রচনা বলেন, ‘সারা ভারতবর্ষের মহিলারা কি আজ স্বাধীন ভাবে ঘুরতে পারছে? দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মণিপুর একটার পর একটা ঘটনা ঘটছে। আমরা মেয়েরা কবে স্বাধীন ভাবে ঘুরতে পারব? ‘সারা রাত ঘুমোইনি সেদিন, ধনঞ্জয়ের কথা মনে আছে তো?’ এরপরেই আরজি করে ঘটনা নিয়েও সরব হন। রচনা বলেন, ‘কলকাতার আরজি করের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, মুখে আনা যায় না যা ঘটেছে। আমরা প্রতিবাদের সুর তুলেছি, আওয়াজ তুলেছি, আমরা রাস্তায় হাঁটছি, আমি আপনাদের সঙ্গে আছি।’

‘রাত দখল’-এর আওয়াজ তুলে প্রতিবাদ জানিয়েছেন শিশু থেকে বুড়ো সকলেই। সেই প্রতিবাদকে ‘কুর্নিশ’ জানিয়েছেন রচনা। তিনি বলেন, ‘এরকম মহিলাদের আওয়াজ আমার মনে হয় না ভারতবর্ষে এর আগে কোথাও উঠেছে। তাই সব মহিলাদের আমি স্যালুট জানাই। আপনারা যা করেছেন তার জন্য আমি মহিলা হিসেবে আপনাদের সঙ্গে আছি। এই আওয়াজ উঠিয়ে রাখবেন যতক্ষণ না সুবিচার পায় ওই নির্যাতিতা। তাঁর বাবা-মা যেন সুবিচার পায়। দোষী যেন শাস্তি পায়।’

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি, অবরোধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক হত্যার অভিযোগে পথে নামল বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপি। শুক্রবার বিষ্ণুপুর রশিদগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় রাস্তায় বসে পথ অবরোধ করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। উপস্থিত ছিলেন ওন্দা বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক তথা বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি অমরনাথ শাখা সহ অন্যান্যরা। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি এবং তরুণী চিকিৎসক হত্যার বিচার চেয়ে ঘনঘন স্লোগান ওঠে বিক্ষোভে। ৩০ মিনিট ধরে চলে এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ। যার ফলে যানজটের সমস্যা হয়।

AXIS BANK | **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.** এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১ | **দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক. নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. প্রতীকী দখলের তারিখ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১. **মেসার্স বিনায়ক ইন্ডাস্ট্রিজ** (অংশীদারি সংস্থা), ৭/২/১, গোপাল ঘোষ লেন,সালকিয়া, হাওড়া, পিন : ৭১১১০৬। **২. শ্রী আনন্দ বাজাজ** (মেসার্স বিনায়ক ইন্ডাস্ট্রিজ এর অংশীদার), পিতা নারায়ণ প্রসাদ বাজাজ, এএল ২০, সল্ট লেক সিটি, সেক্টর ২, ট্যাঙ্ক নং ৮ এর নিকট, সেচ ভবন, কলকাতা : ৭০০০৯১। **৩. শ্রী সুমন বাজাজ** স্বামী প্রবীন বাজাজ, এএল ২০, সল্ট লেক সিটি, সেক্টর -২, ট্যাঙ্ক নং ৮ এর নিকট, সেচ ভবন, কলকাতা : ৭০০০৯১। **৪. শ্রীমতি সুনীতা বাজাজ,** স্বামী আনন্দ বাজাজ , এএল ২০, সল্ট লেক সিটি, সেক্টর ২, ট্যাঙ্ক নং ৮ এর নিকট,সেচ ভবন,কলকাতা : ৭০০০৯১	**ক) ৪১,৭৬,৩৭৪.৫০ টাকা** লোন এ/সি নং ৯২০০৩০০০৭৭৮৫৪০৯ সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ২৮.০২.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ প্রযোজ্য) এবং ৩,৮৫,৩৮৭ টাকা লোন এ/সি নং ৯২০০৬০০৪২৭৭৪০৯৪ বকেয়া, সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ২৮.০২.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ প্রযোজ্য) **খ) ১৮.০৪.২০২৩** **গ) ১৩.০৮.২০২৪**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট/ফ্ল্যাট নং ৩সি, ৪র্থতলে,মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৯৯ বর্গফুট, ব্লক ৯, বিল্ডিং এবং সম্পত্তির সমানুপাতিক অংশ এবং/বা জমির অংশ অর্থাৎ বসবাসের অংশ পুরসভা হোল্ডিং নং ৯কে, জি টি রোড, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা,ওয়ার্ড নং ৫, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা হুগলি, সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ভবন এবং/বা সকলের ব্যবহারের অংশ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত উক্ত বসবাসের এরিয়া/কমপ্লেক্সের, সংশ্লিষ্ট স্বত্ব দলিল ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত অনুযায়ী।

তারিখ : ১৭.০৮.২০২৪, স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

IDBI BANK | আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট CIN : L65190MH2004GOI148838 ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭ ফোন নং : (০৩৩) ৬৬৫৫৭৮৪৮/৭৬৬ ওয়েবসাইট - www.idbibank.in | **(দাবি নোটিশ - সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীন)**

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান সাকিরউল্লা শেখ-কে (ঋণগ্রহীতা) এবং সাজিদুল্লা শেখ (সহ-ঋণগ্রহীতা) - (এলএএন : ২০০০৬৭৫১০০০০০৬৯৩ এবং ২০০০৬৭৫১০০০০০৭০৯) ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ঋণ খেলাপির জন্য বিধিবদ্ধ নোটিশ

১) যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সারফেসি আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত রুল ৩ এবং উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে (পরবর্তীতে উল্লিখিত ‘‘উক্ত ঋণগ্রহীতা’’) নোটিশে পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন, বিস্তারিত নিম্নে উল্লিখিত।
২) উল্লিখিত নোটিশটি ডাক কর্তৃপক্ষের দ্বারা অবণ্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে/ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা যথাযথভাবে স্বীকার করা হয়নি। তাই ব্যাঙ্ক সতর্কতা অবলম্বন করে দাবি নোটিশের এই প্রকাশনাকে কার্যকর করছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী, তাই, উক্ত আইন অনুযায়ী উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় এই নোটিশটি আটকে দিয়েছেন। উল্লিখিত নোটিশের অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পাওয়া যাবে এবং উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা, তারা চাইলে, অফিসের স্বাভাবিক সময়ে যেকোনো কাজের দিনে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উল্লিখিত কপিগুলো সংগ্রহ করতে পারেন।
৩) উপরের পটভূমির বিরুদ্ধে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল, আবারও, ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে অর্থপ্রদান করার জন্য, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, ঋণ এবং অন্যান্য নথির অধীনে নীচে দেওয়া হিসাবে নির্দেশিত/প্রদেয় পরিমাণ। ঋণের যথাযথ পরিশোধের জন্য নিরাপত্তা হিসাবে, নিম্নোক্ত সিকিউরিটিগুলি আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কাছে বন্ধক/দায়বদ্ধ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক নিম্নোক্ত মতে।

১) ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতার নাম এবং ২) ল্যান নং	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) এনপিএ তারিখ ৩) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	সম্পত্তির বিস্তারিত
১) **সাকিরুল্লা শেখ (ঋণগ্রহীতা),** মগরাহাট বিলিন্দাপুর দক্ষিণ পাড়া, পো এবং থানা : মগরাহাট, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৫৫; **সাজিদুল্লা শেখ (সহ ঋণগ্রহীতা)** মগরাহাট বিলিন্দাপুর দক্ষিণ পাড়া, পো এবং থানা : মগরাহাট, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৫৫ ২. **২০০০৬৭৫১০০০০০৬৯৩ এবং ২০০০৬৭৫১০০০০০৭০৯**	১) ২১.০৫.২০২৪ ২) ০৮.০২.২০২৪ ৩) **১৪,৩৭,৪১১ টাকা** (চোদ্দ লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার চারশ এগার টাকা) ১৩.০২.২০২৪ **অনুযায়ী** বকেয়া	**বিক্রয় দলিল নং১-০৩৬৮১-২০০৯;** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ৪ শতক অবস্থিত মৌজা : সাহানগর, গ্রাম : বিলান্দপুর, জেএল নং ১২৬/১৫০, তৌজি নং ৩৩৫ পরগনা : সাহানগর, এলআর খতিয়ান নং ১৩০৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১২৩৪,থানা : মগরাহাট, থানা : মগরাহাট, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মগরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : মগরাহাট, এডিএসআরও : মগরাহাট। **উত্তরে:** হাকিম ফকিরের সম্পত্তি, **দক্ষিণে** : সুপিন মীরের সম্পত্তি;**পূর্বে** :রাবিয়েল শেখ এর সম্পত্তি; **পশ্চিমে** : নিজ বসবাসের ৪ সম্পত্তি।

* আরও পরবর্তী চুক্তির হার/বকেয়া সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত তারিখ থেকে সম্মত মতে সম্পূর্ণ পরিশোধ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত আদায়যোগ্য।
৪) যদি উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা উল্লিখিত বকেয়া আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং রুল অধীনে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকি, শুল্ক এবং অন্যান্য দায়বদ্ধতা অধীনে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেবে।
৫) আরও, সময়ের সাপেক্ষে, আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য।
৬) উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের উক্ত সারফেসি আইনের অধীনে নিরাপদ সম্পদ হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ, তা বিক্রির মাধ্যমে, লিজ বা অন্যথায় আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই। যে কোনো ব্যক্তি যে আইন বা বিধির বিধান লঙ্ঘন করে বা লঙ্ঘন করতে সহায়তা করে সে আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে প্রদত্ত কারাদন্ড এবং/অথবা জরিমানার জন্য দায়বদ্ধ।

তারিখ : ২১.০৫.২০২৪, স্থান : কলকাতা — স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি

SBI | **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান-৭১৩ ১০৪, ই-মেল: sbi.14817@sbi.co.in | **ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: অভিজিৎ চক্রবর্তী, ই-মেইল আইডি: sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রি বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৯(১) ও রুল ৬(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) তে বন্দোবস্ত দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬) এবং ৬(২) -তে বন্দোবস্ত -এর অধীনে অস্থাবর/স্থাবর সম্পদের ই -অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৩.০৯.২০২৪
সময়: ২৪০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ : ২৮.০৮.২০২৪, সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা

ইচ্ছুক দরদাতারা শুধুমাত্র প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতির জন্য বিড করতে পারেন। তবে প্ল্যান্ট ও মেশিনারিসহ জমি ও বিল্ডিং ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শুধু জমি ও বিল্ডিং বিক্রি হবে না।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক** দ্বারা নেওয়া হয়েছে, **‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘সেখানে যা আছে’’, ‘‘সেখানে যা কিছু আছে’’** ভিত্তিতে - ০৩.০৯.২০২৪ **তারিখ** সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত বিক্রয় করা হবে।

ক্র. নং ০১ [রুল ৯(১) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্ত দেখুন]
৩০.০৪.২০১৩ অনুযায়ী ৪,৭০,১৭,০২১৩.০০ টাকা উদ্ধারের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **মেসার্স কালীমাতা রাইস মিল, অংশীদার(গণ)/জামিনদার(গণ)- শ্রী শ্রীকান্ত কেশ ও শ্রীমতী আনন্দময়ী কেশ** -এর বকেয়া আছে ।
সম্পত্তি নং ১: ৩৮.৭৫ লক্ষ এবং বায়নার টাকা জমা হবে ৩,৮৭,৫০০.০০ লক্ষ টাকা
দর বৃদ্ধির পরিমাণ: ২০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১:
মৌজা- মন্ডল গ্রাম, থানা-মেমারি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান জেএল নং ০৭, খতিয়ান আরএস ৫০৭৭ প্লট নং আরএস ৩১৩ এর অধীনে কারখানার জমি ও ভবন এবং অন্যান্য সিভিল কাঠামো। ২০০৭ সালের দলিল নং ৩৫০৩ , পরিমাপ ৮২ ডেসিমেল, প শ্রী শ্রীকান্ত কেশের নামে, বুক-আই, সিডি ভলিউম নং- ১১, পৃষ্ঠা ৩৯৮৮ থেকে ৪০১০ পর্যন্ত -তে নিবন্ধিত।
সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে

ক্র. নং ০২ [রুল ৯(১) ও ৬(২) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্ত দেখুন]
৮৬,৮২,০০০.০০ টাকা (১৬.০৩.২০২০ অনুযায়ী) পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে মেসার্স রামগতি রাইস মিল প্রাঃ লিঃ এবং অংশীদার/জামিনদারগণ যথা- **১. শ্রী কালীকৃষ্ণ দে, ২. প্রয়াত লীলা দে এর আইনি উত্তরাধিকারী দেবরাজ দে, ৩. প্রয়াত লীলা দে এর আইনি উত্তরাধিকারী বর্ণালী দে** -এর বকেয়া আছে।
রিজার্ভ মূল্য হবে **সম্পত্তি নং ১) ১৩০.৯৬ লক্ষ টাকা, ২) ২৮.৬৯ লক্ষ টাকা** এবং বায়না অর্থ জমা হবে **১) যথাক্রমে ১৩,০৯,৬০০.০০ টাকা, ২) ২,৮৮,৯০০.০০ টাকা**। দর বৃদ্ধির পরিমাণ: **৫০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
১) গ্রাম- চকনেত্র, পোস্ট- মিগ্রাগ্রছত্র, থানা- গোঘাট, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৬০২ -তে মেসার্স রামগতি রাইস মিল প্রাঃ লিঃ এর কারখানার জমি, শেড এবং বিল্ডিং
(ক) প্লট নং ২২১, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ৪৮, এম.এস. খতিয়ান নং ১০৩ দলিল নং ৪২৩৯/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.৫৫ একর।
(খ) প্লট নং ২২১, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ৪৮, এম.এস. খতিয়ান নং ১২৭/১, দলিল নং ৪২৪০/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.১০ একর।
(গ) প্লট নং ২২৪, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ৭৪, এম.এস. খতিয়ান নং ১১৬,১১৮, দলিল নং ৪২৪১/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.১৫ একর।
(ঘ) প্লট নং ২২১, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ৪৮, এম.এস. খতিয়ান নং ১৪৩, দলিল নং ৪২৪২/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.৭২ একর।
(ঙ) প্লট নং ২২৩, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ১২, এম.এস. খতিয়ান নং ০২, দলিল নং ৪৩০৬/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.১৪ একর।
মোট জমি-১.৬৬ একর।
২) কারখানা প্রেমিসেসে প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি।
সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক https://abkray.in দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণকে তার ইএমডি পরিমাণ চালানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে তার দরপত্রদাতার অ্যাকাউন্টে ইবিক্রয়/পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের (ই-মেল আইডি- supportebkray@psballiance.com) দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা https://ebkray.in -এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে।

কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে।
তারিখ: ১৭.০৮.২০২৪ স্থান: বর্ধমান — অনুমোদিত আধিকারিক এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান

বैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI | **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** [illegible] **দখল বিজ্ঞপ্তি**

[illegible]

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — কলকাতার প্রধান শাখা ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১ | পরিশিষ্ট-৪-এ” [রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জ করা হয়েছে, যার প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **১৬.০৯.২০২৪** তারিখে **সকাল ১০:০০ টা থেকে বিকেল ৪:০০টার মধ্যে** বিক্রি করা হবে ‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘যা আছে তা আছে’’ এবং ‘‘সেখানে যা কিছু আছে’’ ভিত্তিতে যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নে প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে উল্লিখিত অনুযায়ী।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) **প্রয়াত প্রণব কুমার দেবনাথের** আইনী উত্তরাধিকারী, **মেসার্স আর. পি. এন্টারপ্রাইজ,** প্রেমিসেস নং ১৮১, বাঁশদ্রোনি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭০- এর স্বত্বাধিকারী । খ) শাখা: **কলকাতা প্রধান**	৩টি ফ্ল্যাট (১ম ফ্লোরে এ৪, ২য় ফ্লোরে বি১ এবং বি৪) প্রতিটি ১০৩০ বর্গফুট এসবিএ এলাকা এবং সাধারণ এলাকার পরিমাপ ২০০০ বর্গফুট গ্রাউন্ড ফ্লোরে, প্রেমিসেস নং ১৮২, বাঁশদ্রোনি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭০।	৩৭,৬৩,১৫৫/- টাকা (২১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী)	ক) প্রতিটি ফ্ল্যাট @ ২৩.৬৪ লক্ষ টাকা এবং গ্রাউন্ড ফ্লোর @ ৭২.০০ লক্ষ টাকা খ) ফ্ল্যাট @ ২.৩৭ লক্ষ টাকা এবং গ্রাউন্ড ফ্লোর সাধারণ স্থান @ ৭.২০ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০/- টাকা ঘ) IDIB20097616267-01(A4)– 02(B1), 03(B4), 04(GR FL.) ঙ) জানা নেই চ) প্রতীকী

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পরিদর্শনের তারিখ : ০৯.০৯.২০২৪ থেকে ১৩.০৯.২০২৪ সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টার মধ্যে
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ১৬.০৯.২০২৪ সময়: সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ৮২৯১২ ২০২২০ নম্বরে ফোন করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে support.ebkray@psballiance.com -তে ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- https://www.ebkray.in এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য- এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি
যোগাযোগের ব্যক্তি : দীপক কুমার দে, অনুমোদিত অফিসার ফোন- (০৩৩) ২২৩০ ৮৯৯২/২২৩০ ৬৭৭২
তারিখ: ১৪.০৮.২০২৪, স্থান: কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI | **এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)** ২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩ ই-মেল - sbi.17899@sbi.co.in | **২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ**

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**সঞ্জয় সরকার** পিতা সুধন্য সরকার, গ্রাম : রাঘবপুর, পো : দারাপপুর, থানা : চাকদহ, দারাপপুর বাজার, চাকদহ, নদিয়া : ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ, **আরও ঠিকানা :** প্রযত্নে পরিতোষ ভুইঞা, গোপালপুর, পো : সারকারপুল, হালদার ফার্মেসি মালিপাড়া মোড়, ব্রেসব্রিজ, কলকাতা : ৭০০১৪৩, **আরও ঠিকানা** : বিজি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৯, ২য়তল, নদার্ন দিক, হোল্ডিং নং ডি১-২৫/১, নিউ সরকার পাড়া রোড, থানা : মহেশতলা, কলকাতা : ৭০০১৪৩	**তপশিল সি (অংশ ১)** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০২-২০১৬, পৃষ্ঠা ২৪২৫৮৪ থেকে ২৪২৬১৬, দলিল নং ১৬০২০৮২৬৫-২০১৬, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস : ডি এস আর ২,দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ। **(অংশ ২) তপশিল ‘এ’ উল্লিখিত অনুযায়ী (জমির বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পাঁচতলা ইটের তৈরি বসবাসের বা ভাড়ার ভবন পরিমাণ ত্রিশটি (৩০) স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট এবং ভাড়া সহ বাস্তু জমি পরিমাণ এরিয়া ৭কাঠা, ১৪ ছটাক কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : গোপালপুর,জেএল নং ১, আরএস নং ৮৩, আরএস দাগ নং ২৩৬, এলআর দাগ নং ১৪৪, আরএস খতিয়ান নং ১১০৮, এলআর খতিয়ান নং ৭৩৭৭, হোল্ডিং নং ডি১-২৫/১, নিউ সরকারপাড়া রোড ,কলকাতা :৭০০১৪৩, ওয়ার্ড নং ০১১, মহেশতলা পুরসভা, মহেশতলা থানা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : **উত্তরে :** শ্রী মেঘনাথ মন্ডল এর জমি দাগ নং ২৩৭; **দক্ষিণে :** শ্রী অসিত রঞ্জন চক্রবর্তী এবং শ্রী মহাদেব ব্যানার্জির জমি দাগ নং ২৩৫;**পূর্বে :** শ্রী এ ভট্টাচার্য এর জমি এবং ৬ ফুট চওড়া চলার পথ দাগ নং২৩৮/১০৮৩। উক্ত প্রেমিসেস এবং সাধারণ চলার সহজতর ব্যবস্থার জন্য প্ল্যান সংযুক্ত এবং চৌহদ্দিতে দেখানো হয়েছে পৃথক রং দিয়ে এবং সংযুক্ত প্ল্যান সকল সময়েই দলিলের অংশ হিসেবে গণ্য। **পশ্চিমে :** জমি হাউসিং এস্টেটের দাগ নং ২২৭। **তপশিল ‘বি’ উল্লিখিত (ফ্ল্যাটের বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি ইটের তৈরি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ফ্ল্যাট নং ৯, দোতলায় (উত্তর দিকে) পরিমাণ আনুমানিক ৪৯৪ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া উক্ত বহুতল ভবনের অংশ অবস্থিত নির্মিত জমি উল্লেখ্য তপশিল ‘এ’, একটি বেড রুম, কিচেন প্রিভি, বাথ ইত্যাদি সহ এবং সম্পূর্ণ সকল শৌচালয়ের সরঞ্জাম এবং বৈদ্যুতিক ফিটিংস এবং ওয়্যারিং এবং সংযোগ পাইপলাইন দ্বারা এবং উপর দিয়ে এবং মাটির নীচে দিয়ে পরিস্রুত পানীয় জলের লাইন এবং সকলের জন্য জলাধার, যা সমগ্র ভবনে সরবরাহের জন্য , সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত নিকাশি প্লাম্বিং এবং স্যানিটারি ফিটিংস এবং উলম্ব উপরদিয়ে নীচেদিয়ে চারিধারে সহায়ক এবং /বা সহযোগী কড়ির মাধ্যমে সংযুক্ত এবং র‍্যাফটার এবং ফিক্সচার এবং/বা উক্ত ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দির অধিকার সহায়তা এবং /বা ফ্ল্যাটে চারিধারে সাধারণ ব্যবহারের সুযোগ অধিকার অবাধভাবে সিঁড়ি, চলার পথ চাতাল পথের সঙ্গে সংযুক্ত প্রবেশ পথ দরজা বা গেট একতলায় ঢোকা এবং বেরোনোরজন এবং প্রধান সড়ক থেকে উক্ত সম্পত্তিতে যাওয়ার এবং পথের মাধ্যমে সিঁড়ি এবং চাতালের মাধ্যমে ফ্ল্যাটে ঢোকা বেরোনোর অধিকার এবং সুবিধা সংযুক্ত।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ০৭.০৮.২০২৪ এনপিএ তারিখ ২৭.০৭.২০২৪	**ক) এইচবিএল এ/সি নং ৩৫৯৭৮২৯৪৬২৪, খ) সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৩৫৯৭৮২৯৭৭৬১, ৭,৯৯,৬১৬ টাকা** (সাত লাখ নিরানব্বই হাজার ছয়শো যোলো টাকা) টাকা ০৬.০৮.২০২৪ অনুযায়ী । আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ এবং অন্যান্য ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।
২	**শ্রী বিভূতি দাস এবং শ্রীমতি মিঠু দাস,** সরকার পুল, গোপালপুর -১, মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন : ৭৪৩৩৮২। **আরও :** পরিমল অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ১২, ৪র্থতল, প্রেমিসেস নং ৫৯ডি, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা : ৭০০০৬১, তৈরামপুর পোস্ট অফিসের নিকট।	**তপশিল সি (অংশ ১)** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ৫,পৃষ্ঠা ১১৪০ থেকে ১১৭৮, দলিল নং ০১১৪০-২০১০ সালের, জেলা সাব রেজিস্ট্রার ২, ডিএসআর-২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **(অংশ ২) উক্ত প্রথম তপশিল উল্লেখ্য** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৬ কাঠা ১৪ ছটাক ২ বর্গফুট কমবেশি জি-৩ তলা নবনির্মিত ভবনের নাম ‘‘ পরিমল অ্যাপার্টমেন্ট’’, অবস্থিত মৌজা : রামনারায়ণ তালুক, পরগনা : বালিয়া, থানা : বেহালা, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংযুক্ত পুর প্রেমিসেস নং ৫৯ডি, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৮, কলকাতা : ৭০০০৬১ এবং আরএস নং ৮০ ১/২ , তৌজি নং ৩৪৫, জেএল নং ৪, দাগ নং ৩৪১, খতিয়ান নং ৮৩, এবং দাগ নং ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০ ,খতিয়ান নং ৮০, ৮১ এবং ৮২, থানা : বেহালা, সবা রেজিস্ট্রি অফিস বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : **উত্তরে:** অরুণ কুমার দাসের অবস্থিত জমি সম্পত্তির সীমা পাঁচিল; **দক্ষিণে** : ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; **পূর্বে** : ২২ ফুট কেএমসি সড়ক; **পশ্চিমে** : প্রেমিসেস নং ৫৯সি,বেচারাম চ্যাটার্জি রোড। **উল্লিখিত দ্বিতীয় তপশিল** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্রস্তাবিত ফ্ল্যাট নং ১২ চতুর্থ/সর্বোচ্চ তলে, উত্তর পশ্চিম দিকে আনুমানিক ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট এবং ১ ডব্লুসি এবং এক বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির সমানুপাতিক অংশ জমির এবং ছাদের এবং সকলের জন্য সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার অবস্থিত সংযুক্ত পুর প্রেমিসেস নং ৫৯ডি,বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৮, কলকাতা : ৭০০০৬১, সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ০৭.০৮.২০২৪ এনপিএ তারিখ ০৫.০৮.২০২৪	**ক) এইচবিএল এ/সি নং ৩১০৫২০৩২৭৩৬, ২,১৬,৮৭০ টাকা** (দুই লাখ যোলো হাজার আটশো সত্তর টাকা) টাকা ০৬.০৮.২০২৪ অনুযায়ী এবং আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ এবং অন্যান্য ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।
২	ড. প্রদীপ কুমার দাস ৫/১ আগরওয়ালা গার্ডেন রোড, বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪ **আরও ঠিকানা** - প্রেমিসেস নং ৫/১, কবি গুরু সরণি, থানা - বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪	**তপশিল সি, (অংশ ১)** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ৩, পৃষ্ঠা ৬৫৮৭ থেকে ৬৬১১, দলিল নং ০০৫৭৩ -২০০৮ সালের অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস বেহালা, অফিস : এডিএসআর বেহালা, পশ্চিমবঙ্গ। **অংশ ২** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি/প্লট পরিমাণ এরিয়া ৩ কাঠা ৪ ছটাক ৫ বর্গফুট, মৌজা : সাহাপুর, জেএল নং ৮, আরএস ১৭৯, আরএস খতিয়ান নং ৪৯৩/১, আরএস দাগ নং ৩৪৪৩, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৪, ওয়ার্ড নং ১১৮, কবিগুরু সরণি, থানা : বেহালা, কলকাতা : ৭০০০৩৪, এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ০৮.০৮.২০২৪ এনপিএ তারিখ ৩০.০৭.২০২৪	**ক) এইচবিএল এ/সি নং ৬৪০৬৫৯০৬২৯৬, ১,৮৯,৫২১ টাকা** (এক লাখ উননব্বই হাজার পাঁচশো একুশ টাকা) টাকা ০৭.০৮.২০২৪ অনুযায়ী এবং আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ এবং অন্যান্য ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
তারিখ : ১৭.০৮.২০২৪, স্থান - বেহালা, কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইসলামপুর তৃণমূল নেতা হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার ১ সুপারি কিলার

বাকি ২ জনের খোঁজে তদন্তকারী দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে একটি চা হোটেলে দুষ্কৃতীদের গুলিতে এক তৃণমূল নেতার খুনের ঘটনার এক মাসের মাথায় পুলিশ পার্শ্ববর্তী বিহার সীমান্ত থেকে একজন সুপারি কিলারকে গ্রেপ্তার করেছে। এদিন তাকে পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। ধৃতকে জেরা করে পুলিশ এই ঘটনায় জড়িত আরও ২ জন সুপারি কিলারকে কাজে লাগানো হয়েছে বলে জানতে পেরেছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ব্যাপারে তদন্ত চলছে। তবে মৃতের পরিবার এখনো ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবিতে অনড় রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৩ জুলাই রাত ৯ টা নাগাদ শাসক দলের কয়েকজন নেতার উপস্থিতিতে বৈঠক চলাকালীন কয়েকজন দুষ্কৃতী সশস্ত্র অবস্থায় হামলা চালায়। তাদের এলোপাথাড়ি ছোড়া গুলিতে বাপি রায় নামে স্থানীয় এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতার মৃত্যু হয়। মহম্মদ সাজ্জাদ নামে আরেক নেতা গুলিবিদ্ধ হয়। রীতিমতো ছক কষেই এই হামলা চালানো হয়েছিল। আততায়ীরা পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে বাপিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পুলিশ হোটেলের সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর নিশ্চিত, এই হামলায় বাইক ও গাড়ি দুটি ব্যবহার করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজের স্ন্যাপশট থেকে দেখা গিয়েছে শেষ ৩ জন হামলাকারী হোটেলের সামনেই রাখা একটি বাইককে চেপে পালায়।

নিহত বাপি রায়ের দেহে ৮/৯ টি গুলির চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হামলার ধরন দেখে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই হামলায় 'সুপারি কিলারের' সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পুলিশের গোয়েন্দাদের মতে, সুপারি কিলার অপারেশন করার পর মৃত্যু নিশ্চিত করতে 'টার্গেটের' উপর একাধিক গুলি চালায়।

এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামী বাপি ঘটনার একদিন আগেই তার ব্যবসার কাজে প্রায় এক সপ্তাহ কোচবিহারে ছিল। এর পাশাপাশি তার পার্শ্ববর্তী দার্জিলিং জেলার বিধাননগর এলাকায় ঘনঘন যাতায়াত ছিল। সেই সূত্র ধরেই পুলিশ ১৬ জুলাই বিধাননগর এলাকা থেকে অনিকেত সরকার নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নেয়। তাকে জেরা করে সুপারি কিলার কাজে লাগানোর তথ্য পুলিশের সামনে আসে। সেই সূত্র ধরে পুলিশের একটি টিম পার্শ্ববর্তী বিহার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে।

ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জবি থমাস জানিয়েছেন, আমাদের টিম তল্লাশি চালিয়ে (বিহার পুলিশের সহযোগিতায়) পার্শ্ববর্তী বিহার সীমান্ত থেকে ঐ যুবককে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার করে। ওই যুবক গুলি চালানোতে সে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল। তার সঙ্গে আরও ২ জন শুটার ছিল। তাকে জেরা করে তাদের সম্পর্কে ক্লু পাওয়া গিয়েছে। তাদের খোঁজেও অভিযান শুরু করা হয়েছে।

যুবতীকে ধর্ষণ, গলা কেটে জঙ্গলে ফেলার অভিযোগ

যৌন নির্যাতনের প্রমাণ না মেলার দাবি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কলকাতা আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার পর বর্ধমানে ২৫ বছরের এক যুবতীকে ধর্ষণ করে গলা কেটে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনই বিভিন্ন জায়গায় সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর ছড়িয়েছিল। সেই খবরে পুলিশ তদন্তে নেমে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ধর্ষণের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলেই দাবি। এই বিষয় নিয়ে শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ, জনান, ন'জনের একটি প্রতিনিধি দল তৈরি করা হয়েছে। তাঁরাই পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন এবং যে যুবকটি খুন করেছে সে এখন পলাতক রয়েছে। তার খোঁজ চলছে। শীঘ্রই তাকে ধরা হবে।

জানা গিয়েছে, গত বুধবার রাতে যখন আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর অভিযোগে দোষীদের শাস্তির দাবিতে রাজ্যজুড়ে রাত দখলের তোড়জোড় শুরু করেছিল। সেই সময় বুধবার সন্ধ্যায় বাড়ির পিছনে মাঠ থেকে যুবতীর গলার নলিকাটা দেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। মৃতার নাম প্রিয়াঙ্কা হাঁসদা (২৫)। বাড়ি বর্ধমান থানার নান্দুর ঝাঁপানতলা এলাকায়।বর্ধমান থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘটনার দিন নিজের মোবাইল হাতে নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ না ফেরায় বাড়ির লোকজন খোঁজ শুরু করেন। তার পরেই পরিবারের লোক তাঁর গলার নলিকাটা দেহ দেখতে পান। গত ১২ তারিখে বেঙ্গালুরু থেকে বাড়ি ফেরেন তিনি। দু' বছর ধরে তিনি ওখানেই একটি শপিং মলে কাজ করতেন। পাশাপাশি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুক্ত বিদ্যালয়ে তিনি এমএ পড়তেন।

বর্ধমান থানা ও শক্তিগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পুরো বিষয়টি তারা খতিয়ে দেখার পর ময়নাতদন্তের রিপোর্টে দেখে তাঁরা জানিয়েছেন ধর্ষণ করা হয়নি। গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। কী কারণে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ১৪ তারিখ রাতে এই ঘটনার পর বৃহস্পতিবার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা তীর ধনুক হাতে নিয়ে ধামসা মাদল বাজিয়ে বর্ধমান থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান।

৫১-এ পা সাঁইথিয়া রঙ্গ তীর্থ নাট্য দলের

নিজস্ব প্রতিবেদন সাঁইথিয়া: স্বাধীনতা দিবসের দিনেই ৫০ বছর পূর্তির পরিসমাপ্তি ঘটলো সাঁইথিয়ার রঙ্গতীর্থ নাট্য দলের। রবীন্দ্র ভবনে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক কৃতি স্থানীয় স্কুলের সেরা ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা, নাট্য দলের সদস্য সদস্যদের স্মারক প্রদান ও রঙ্গ তীর্থ নাট্য দলের সমবেত দেশাত্মবোধক সংগীতের প্রয়াস এবং সর্বশেষ হাবিব তানভীরের লেখা নাটক 'চরণদাস চোর' মঞ্চস্থ হয়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক নীলাবতী সাহা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু ভাবে সঞ্চালনা করেন সঞ্চালক বরুণ দাস।

'স্যালুট ডে' পালন দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্যসংস্থার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দত্তপুকুর: ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বিকেলে তিন তিনটি নাটক মঞ্চস্থ করে 'স্যালুট ডে ২০২৪' পালন করল 'দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্যসংস্থা'। সেই ১৯৯০ থেকে পথচলা শুরু করেছিল দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্যসংস্থা। প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে সুনামের সঙ্গে বাংলার নাট্য জগতে দাপিয়ে কাজ করে চলেছে। ২০০৭ সাল থেকে ব্যাতিক্রমী ভাবনার প্রকাশ, সেই থেকে স্বাধীনতা দিবসটি স্যালুট ডে হিসেবে পালন করে আসছে নাট্যসংস্থাটি। স্বাধীনতার আস্বাদ শিল্পের অন্দরে যেভাবে বয়ে নিয়ে চলেছে এই 'স্যালুট ডে' সেখানে শুধু শিল্পী, কলাকুশলীরাই নয় প্রতিটি দর্শকও তার অংশীদার হয়ে উঠেছে এই শিল্পের মোহনায়। বৃহস্পতিবার দৃষ্টি নাট্যসংস্থার শিল্পশালাতেই সমগ্র অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বিকেলে প্রথম মঞ্চস্থ হয় শিশু শিল্পীদের অভিনীত লীলা মজুমদার 'লঙ্কা দহন পালা'। দ্বিতীয় নাটকটি অমর মিত্রের 'রাজার হুকুম' মঞ্চস্থ হয়। দুটি নাটকেই নির্দেশনা দেন ঐশী ভট্টাচার্য। শেষ নাটকটি ছিল নকুলেশ্বর চৌধুরীর 'তিন সত্যি'। নির্দেশনা দিয়েছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। নাটকটির মঞ্চসজ্জা, আলো, আবহ এবং অভিনয় দক্ষতায় মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। সব মিলিয়ে এই 'স্যালুট ডে' ভাবনা ও তার উপস্থাপনা যেন শিল্প, শিল্পী ও দর্শক মধ্যে এক নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে। নাট্যচর্চার এই ব্যাতিক্রমী উদ্যোগ যেন সত্যিকারের সংযোগ ঘটায় মানুষের সঙ্গে মানুষের। শিল্প চর্চার এই পরিসর কখন যেন এক উঠোন জুড়ে ছড়িয়ে ফেলে তার শিকড়। বার্তা দেয় আগামী বছরের পনেরো অগস্ট আবার সৃজন স্বপ্নের জালে মিলিত হব সেই শিল্পের উঠোনে।

আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদ পথ অবরোধ কর্মসূচিতে সামিল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আরজিকর হাসপাতালের ঘটনায় জেলাজুড়ে পথ অবরোধ কর্মসূচিতে সামিল বিজেপি। পাশাপাশি এদিন বালুরঘাট শহরের হিলি মোড় এলাকায় টায়ার জ্বালিয়েও অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হতে দেখা যায় ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী ও সমর্থকদের। সব মিলিয়ে জেলা জুড়ে প্রায় আটটি জায়গায় বিজেপির তরফে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি চালানো হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার, তপন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বুধরাই টুডু, গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সত্যেন রায় সহ আরো অনেকে। এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার বলেন, 'বাংলার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরজিকর কাণ্ড নিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছে। আমরাও এই ঘটনার প্রতিবাদে পথে নেমেছি। এই মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মায়েদের সুরক্ষা দিতে পারবে না। আজ একাধিক জায়গায় পথ অবরোধ চালানো হচ্ছে।' অন্যদিকে, এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সত্যেন রায় জানান, 'আরজিকর হাসপাতালের ঘটনার প্রতিবাদে আমরা গঙ্গারামপুরে চৌপথি এলাকায় পথ অবরোধে সামিল হয়েছি। বাংলার মানুষ এই ধরনের নক্কারজনক ঘটনা মেনে নেবে না। আর যেভাবে এই ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার আমরা তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	বিকাশ পোদ্দার জে/ডব্লিউ অঞ্জলি পোদ্দার	১২২৯৮	২৩৮১	৪৪৫৭৫০১-৪৪৬১০০০	৩,৫০০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ১৬ অগস্ট, ২০২৪

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
বালি এক্সপোর্টস লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**বালি এক্সপোর্টস লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২১.০৫.১৯৯৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U51909WB1996PLC079772
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	পি ২৬বি কসবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, ফেজ ১১১, তিলজলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১০৭
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১৪.০৮.২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১০.০২.২০২৫
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**নীরজ কুমার সুরেকা** IBBI/IPA-001/IP-P-01539/2019-2020/12517
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তবর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	সেন্ট্রাল প্লাজা, ৭ম তল, রুম নং এইচ, ৪১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১২, পশ্চিমবঙ্গ **ipneerajsureka@gmail.com**
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	সেন্ট্রাল প্লাজা, ৭ম তল, রুম নং এইচ, ৪১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১২, পশ্চিমবঙ্গ **cirp.bally@gmail.com**
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২৮.০৮.২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে **বালি এক্সপোর্টস লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ১৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখে।
বালি এক্সপোর্টস লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

নীরজ কেজরিওয়াল
(বালি এক্সপোর্টস লিমিটেড এর অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার)
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P-01539/2019-2020/12517
তারিখ : ১৬ আগস্ট ২০২৪
স্থান : কলকাতা

কলকাতাস্থ হাইকোর্টে
সাধারণ মূল সিভিল অধিক্ষেত্রে
বাণিজ্যিক বিভাগ
ইসি. নং ৪৪১-২০২২
মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি ---- আবেদনকারী/অ্যাওয়ার্ড হোল্ডার
বনাম
দীপক ঘোষ এবং অন্যান্য
-----বিবাদি/নির্দেশিত ঋণী

প্রতি,
১. দীপক ঘোষ, প্রয়াত দয়াল ঘোষ, [illegible] যশোর রোড, [illegible] উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৫৭৩৪
২. [illegible]
[illegible]

নির্দেশ দিয়েছেন।

স্বা/-
রেজিস্টারের পক্ষে
হাইকোর্ট (ও এস)
কলকাতা
এস এস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস,অ্যাডভোকেটস
১০, কে এস রায় রোড, ২য় তল,
কলকাতা : ৭০০০০১

কলকাতাস্থ হাইকোর্টে
সাধারণ মূল সিভিল অধিক্ষেত্রে
বাণিজ্যিক বিভাগ
ইসি. নং ৪৪২-২০২২
মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি ---- আবেদনকারী/অ্যাওয়ার্ড হোল্ডার
বনাম
দীপক ঘোষ এবং অন্যান্য
-----বিবাদি/নির্দেশিত ঋণী

প্রতি,
১. দীপক ঘোষ, প্রয়াত দয়াল ঘোষ, [illegible] যশোর রোড, [illegible] উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৫৭৩৪
২. [illegible]
[illegible]

নির্দেশ দিয়েছেন।

স্বা/-
রেজিস্টারের পক্ষে
হাইকোর্ট (ও এস)
কলকাতা
এস এস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস,অ্যাডভোকেটস
১০, কে এস রায় রোড, ২য় তল,
কলকাতা : ৭০০০০১

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৩(১) (**"লিকুইডেশন রেগুলেশনস"**) এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড (কোড) অধীনে সম্পদ বিক্রির ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে আরএনএম ইনফ্রা প্রা লি এর সম্পদসমূহ **"যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে" এবং " যা আছে ভিত্তিতে" এবং "যেখানে আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** সারণিতে উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ে দেউলিয়াগ্রস্ত অধীনে বিক্রয় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত সারণিতে সম্পত্তি অনুযায়ী উল্লেখ করা হবে। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ওয়েব পোর্টাল **www.airauctioneer.com** মাধ্যমে বিক্রয় সম্পাদিত হবে। সাধারণের কাছ থেকে ব্যক্তিগত বা যথাযথ অনুমোদিত প্রতিনিধির কাছ থেকে ডাক আহ্বান করা হচ্ছে।

সম্পদের তপশিল (লাখ টাকায়)

লট নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১.	সাথী অ্যাপার্টমেন্ট, [illegible]	১৪	১.৪	০.২৫

[illegible]

স্থান : কলকাতা
কনকাভা [illegible]
লিকুইডেটর [illegible]
আইবিবিআই [illegible]
ICAI-N-00204/2018-2019/12456
intelligentupdates.blogspot.com

মেগা রিসোর্সেস লিমিটেড
CIN : U65999WB1993PLC058492
রেজি. অফিস - ১০, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি (ক্লাইভ রো), ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
কর্পো অফিস - ২৪/১/১, আলিপুর রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০২৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন - ০৩৩ ২৪৫০ ০৫০০, ইমেল - megaresourceslimited@gmail.com

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মেডিয়েশন কোর্ট, কলকাতা হাই কোর্ট কর্তৃক পিএলএম/এ/৩০/২০২৩ সংক্রান্ত প্রদত্ত/ নির্দেশ মোতাবেক ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ স্থানান্তরের নোটিশ সংশ্লিষ্ট নোটিশ প্রকাশ করা হল মেডিয়েশন কোর্ট, কলকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক পিএলএম/এ/৩০/২০২৩ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রদত্ত/নির্দেশ তারিখ ১৮.১২.২০২৩ মোতাবেক ফর্ম৪ (রুল ৭(১)(৭) অধীনে এবং ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন(অ্যাক্ট) এর ধারা ৫৬ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান, যদি কিছু থাকে, (কোনও বিধিবদ্ধ সংশোধন বা পুন প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য বলবৎযোগ্য সহ) এবং ভৌত আকারে ধারণ করা শেয়ার স্থানান্তর কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট অধীনে। কোম্পানি মূল শেয়ার সার্টিফিকেট সমূহ প্রাথমিক মূল্য প্রতিটি ১০ টাকার গ্রহণ করেছে স্থানান্তর অনুরোধ, হলফনামা, নির্দেশ/আদেশ, ইনডেমন্টি ইত্যাদি সহ সংশ্লিষ্ট ভৌত আকারে থাকা শেয়ারসমূহ স্থানান্তরের জন্য, বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে।
অনুগ্রহ করে ৬ আগস্ট ২০২৪ তারিখে স্থানান্তর করা কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের বিশদ বিবরণ।

ক্রম নং	স্থানান্তরকারীর ফোলিও নং	স্থানান্তরকারীর নাম এবং ঠিকানা	সার্টিফিকেট নং	ডিস্টিংটিভ নং (গুলি)	ইক্যুইটি শেয়ার সংখ্যা	গ্রহণকারীর নাম এবং ঠিকানা(গুলি)	গ্রহণকারীর ফোলিও নং
১	১০০	পলিটেক্স ইন্ডিয়া লি	[illegible]	[illegible]	[illegible]	কৃষ্ণম পরাশরমকা, ২৬ বেলভেদর রোড, কলকাতা -৭০০০২৭	[illegible]
২	৫৭	হরিভক্তি ফিনান্সিয়ালস প্রা লি	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-ঐ-	[illegible]
৩	৩৪	হুগলি হোল্ডিংস লি	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-ঐ-	[illegible]
৪	১৯	ইনোভেটিভ ব্যাপার প্রা লি	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-ঐ-	[illegible]
৫	১৩	পেকন প্রপার্টিজ অ্যান্ড এনক্লেভস প্রা লি	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-ঐ-	[illegible]
৬	২৭	অবধ মার্চেন্টস প্রা লি	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-ঐ-	[illegible]
৭	১৪	রিদ্ধি সাপ্লায়ার অ্যান্ড এজেন্সিজ প্রা লি	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-ঐ-	[illegible]

শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত হতে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে আমাদের কর্পোরেট অফিসে : ২৪/১/১ আলিপুর রোড, ৪র্থতল, কলকাতা : ৭০০০২৭ ঠিকানায় কোনও আপত্তি গৃহীত না হলে গ্রহণকারীর অনুকূলে উল্লিখিত শেয়ারসমূহ স্থানান্তর করা হবে।

মেগা রিসোর্সেস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
মনোজিৎ পাত্র
ডিন : ০৯৩৪৫৭৭৭
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬.০৮.২০২৩

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোডের ১০২ ধারা অধীনে)
অয়ন মল্লিক-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম :	**শ্রী অয়ন মল্লিক**
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	[illegible]
৩.	অর্ডার আবেদনের বিস্তারিত	[illegible]
৪.	আইবিসি ২০১৬ অধীনে ব্যক্তি জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া শুরুর তারিখ	৯ আগস্ট ২০২৪
৫.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যকর দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং	শ্রীমতি প্রিয়াংকা অজিতসারিয়া আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P-02360/2021-2022/13858
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	[illegible] ইমেল : ppandco@gmail.com
৭.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	[illegible] ইমেল : ampirp2024@gmail.com
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (পাবলিক ঘোষণার ২১ দিন)
৯.	সংশ্লিষ্ট ফর্ম প্রাপ্য	ওয়েবসাইট : https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

[illegible]
পেশাদারগণের নিকট।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/
প্রিয়াংকা অজিতসারিয়া
প্রস্তাব পেশাদার-শ্রী অয়ন মল্লিক
আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P-02360/2021-2022/13858
এএফএ বৈধ ১০.১২.২০২৪ পর্যন্ত
তারিখ : ১৭.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা

পেবকো মোটরস লিমিটেড
CIN: L67120WB1971PLC029802
রেজিস্টার্ড অফিস : ৮এ, মোনালিসা, ১৭, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৭
ই-মেল : ro@pebcomotors.com, **ওয়েবসাইট :** www.pebcomotors.com

পাবলিক নোটিস - ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভা

সাধারণ সার্কুলার নং ৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত (এমসিএ) এবং সাকুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩ সেবি কর্তৃক জারিকৃত (পরবর্তীতে "যৌথভাবে সার্কুলার সমূহ") কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত একটি সাধারণ স্থানে অনুষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ("আইন") সংস্থান অধীনে সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলশেন ২০১৫ ('সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস') এবং এমসিএ সাকুলারগুলি ৫২তম (বাহান্ন তম) বার্ষিক সাধারণ সভা পেবকো মোটরস লিমিটেড-এর অনুষ্ঠিত হবে সোমবার ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৩০টায় আইএসটি, ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদানের জন্য।
উপরোক্ত সার্কুলারগুলিকে মান্যতা দিয়ে এজিএম আহ্বানকারী নোটিস এর সঙ্গে ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারকেই পাঠানো হবে, যাঁদের ই-মেল আইডি কোম্পানি/কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে রেজিস্টার্ড আছে। কোম্পানি পূর্বেকার মতো সকল সদস্যদেরকে ই-ভোটিং এবং রিমোট ই-ভোটিং -এর সুবিধা দিচ্ছে।
যদি আপনার ই-মেল ঠিকানা ইতিমধ্যে কোম্পানি/রেজিস্টার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা ডিপজিটরিজ -এর কাছে নথিভুক্ত থাকে তাহলে এজিএম -এর বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরের রিপোর্ট, লগইন তথ্য ই-ভোটিংয়ের জন্য আপনার রেজিস্টার্ড ই-মেলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যদি আপনার মেল আইডি কোম্পানি/রেজিস্টার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা ডিপজিটরিজ -এর কাছে নথিভুক্ত না থাকে তাহলে নিম্নোক্ত মতো ই-মেল আইডি রেজিস্ট্রার করুন ২০২৩-২০২৪ সালের আর্থিক বছরের রিপোর্ট ও ই-ভোটিং -র জন্য লগইন তথ্য পাওয়ার জন্য।

ফিজিক্যাল	রেজিস্ট্রার এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাঃ লিঃ-কে nichetechpl@nichetechpl.com -তে ফোলিও নম্বর উল্লেখ, শেয়ারহোল্ডারের নাম -এর স্ক্যানড কপি ও শেয়ার সার্টিফিকেট (সামনের ও পিছনের) স্ক্যান করা কপি, প্যান (স্ব-প্রত্যয়িত প্যান কার্ডের স্ক্যান করা কপি), আধার (স্ব-প্রত্যয়িত আধারের স্ক্যান করা কপি) ই-মেল অ্যাড্রেস রেজিস্টারিং -এর জন্য মেল পাঠাতে পারেন। **অনুগ্রহ করে সোমবার ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বা তার পূর্বে এটি আপডেট করুন।**
ডিম্যাট	আপনার ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং আপনার ই-মেল অ্যাড্রেস রেজিস্টার করান ডিপিবি-এর পরামর্শমতো। **অনুগ্রহ করে সোমবার ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বা তার পূর্বে এটি আপডেট করুন।**

২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট এবং এজিএমের বিজ্ঞপ্তি আরও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pebcomotors.com এবং এজিএমের নোটিস আরও পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত সেই স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ অর্থাৎ ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড www.cse-india.com -তে। ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে যোগদানকারী সদস্যদের উপস্থিতি কোম্পানিজ আইন ২০১৩ -এর ১০৩ ধারা অধীনে কোরাম নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
পেবকো মোটরস লিমিটেডের পক্ষে
শিল্পা আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৭.০৮.২০২৪

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN L01113WB1990PLC050020
রেজিস্টার্ড অফিস : "ইকোস্টেশন", ব্লক -বিপি, প্লট নং ৭, সেক্টর ৫, ৬ষ্ঠতল, স্যুট নং ৮০৪, সল্ট লেক, কলকাতা : ৭০০০৯১
ফোন : (০৩৩) ২৩৬৭ ৫৫৫৫, ই-মেল : cs@acknitindia.com, **ওয়েবসাইট :** www.acknitindia.com

৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোট ই-ভোটিং তথ্য, রেকর্ড ডেট এবং বই বন্ধের তারিখ এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বুধবার ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বেলা ১২.৪০ মিনিটে 'জ্ঞান মঞ্চ', ১১, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০৭১ ঠিকানায় ০৯ আগস্ট ২০২৪ তারিখের এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে।
এজিএম নোটিশের বৈদ্যুতিন কপি এবং উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম এবং ২০২৩-২৪ সালের আর্থিক বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের(সমূহের) নিকট নথিভুক্ত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.acknitindia.com, এবং ই-ভোটিং এজেন্সির ওয়েবসাইট : www.evoting.nsdl.com থেকেও পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট ফিজিক্যাল কপি উপযুক্ত পদ্ধতিতে সকল সদস্যের নথিভুক্ত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। কোম্পানি এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ১৬ আগস্ট ২০২৪ তারিখে প্রেরণ সম্পাদন সম্পূর্ণ করেছে।
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৮ এবং তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ এবং সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেস মিটিং (সংশোধিত মতে), সংস্থান অধীনে কোম্পানি ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারহোল্ডার সকল সদস্যকে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয় সমূহ সম্পাদনের নিমিত্ত এনএসডিএল মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। সংশ্লিষ্ট আইনের এবং রুলসের বিস্তারিত সংস্থান নিম্নোক্ত মতে :

১. রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে শনিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ (সকাল ৯ টায়, আইএসটি) এবং সমাপ্ত হবে মঙ্গলবার ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (বিকেল ৫ টায় আইএসটি) এবং উক্ত তারিখ এবং সময়ের পর অনুমতি দেওয়া হবে না।
২. বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বা এজিএম তে ভোটদানের অধিকারের উপযুক্ততার জন্য কাট অফ তারিখ বুধবার ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ নির্ধারিত হয়েছে।
৩. এজিএম তে ব্যালট পেপারের মাধ্যমেও ভোটদানের সুবিধা পাওয়া যাবে, কিন্তু যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন এজিএমের পূর্বেই তারা আর ভোট দান করতে পারবেন না। একজন সদস্য কেবল একটি মাত্র পদ্ধতিতেই অর্থাৎ রিমোট ই-ভোটিং বা ব্যালট ফর্মের মাধ্যমেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। কোনও সদস্য উভয় পদ্ধতিতেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকলে ই-ভোটিং পদ্ধতিই গ্রাহ্য হবে এবং ব্যালট দ্বারা ভোট বাতিল হবে। একবার ভোটাধিকার প্রয়োগে পর আর পরবর্তীতে পরিবর্তন করা যাবে না।
৪. যেকোনও ব্যক্তি কোম্পানির এজিএম নোটিশ প্রেরণের পর সদস্য হয়ে থাকলে এবং কাট অফ তারিখ মতে শেয়ার ধারণ করে থাকলে, evoting@nsdl.com তে অনুরোধ পাঠিয়ে লগ ইন আইডি এবং পাশওয়ার্ড পেতে পারেন। কোম্পানির ওয়েবসাইট www.acknitindia.com এবং এনএসডিএল ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com ইউজার আইডি এবং পাশওয়ার্ডের বিস্তারিত পাওয়া যাবে। কোনও সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য নথিবদ্ধ করেছেন তারা বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাশওয়ার্ড ব্যবহার করে রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট দান করতে পারেন।
৫. কোন প্রশ্ন/অভিযোগ থাকলে বৈদ্যুতিন ভোটিং সম্পর্কে সদস্যগণ প্রয়াশই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নমালা (এফএকিউএস) এবং সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন যা উপলব্ধ ডাউনলোড সেকশনে www.evoting.nsdl.com বা এনএসডিএল এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে বা evoting@nsdl.com মাধ্যমে অনুরোধ পাঠিয়ে শ্রী কুমার বাহল, কোম্পানি সেক্রেটারি, রেজিস্ট্রার্ড অফিস এবং ফোন নং (০৩৩) ২৩৬৭ ৫৫৫৫ নম্বরে বা কোম্পানিকে ইমেল পাঠিয়ে cs@acknitindia.com।

ডিভিডেন্ডের জন্য রেকর্ড তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এবং উক্ত ডিভিডেন্ড ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডাদের প্রদান করা হবে যাদের নাম সদস্যগণের রেজিস্টার/কোম্পানির সুবিধাভোগী মালিকের তালিকায় ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে ব্যবসা বন্ধের সময়ে নথিভুক্ত থাকবে। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৯১ সংস্থান এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ১০ এবং ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪২ সংস্থান অধীনে কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই বৃহস্পতিবার ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে বুধবার ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (উভয়দিন সহ) কোম্পানির ৩৪ তম এজিএম তে, ঘোষণা সাপেক্ষে, ডিভিডেন্ড ঘোষণার কারণে বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
রবি কুমার বাহল
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬.০৮.২০৪

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L27102WB1999PLC089755
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন: +৯১-৩৩-২২৪৮৯৮০৮, ফ্যাক্স: +৯১-৩৩-২২৪৩০০২১
ওয়েবসাইট: www.jaibalajigroup.com; ইমেইল: jaibalaji@jaibalajigroup.com

২৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি

এতদ্বারা সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানির পঁচিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") শুক্রবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৩০ টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("দি অ্যাক্ট") এর প্রযোজ্য বিধানের সাথে সম্মতিতে ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (যৌথভাবে "এমসিএ সার্কুলারসমূহ") এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") দ্বারা জারি করা ("সেবি সার্কুলারসমূহ") এই বিষয়ে সেবি দ্বারা জারি করা আগের সার্কুলারগুলির সাথে একত্রে পড়া হয়েছে (সম্মিলিতভাবে "সেবি সার্কুলার" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), ব্যবসায়িক লেনদেন করতে, যেমনটি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যা যথাসময়ে প্রচার করা হবে।
প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির সম্মতিতে, কোম্পানির ২৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে কোম্পানির সকল সদস্যদের যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাঃ লিঃ, কোম্পানির রেজিস্ট্রর এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)সাথে নিবন্ধিত আছে, অথবা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি) সাথে। উপরে উল্লিখিত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.jaibalajigroup.com**, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড এর যথাক্রমে **https://www.nseindia.com** এবং **https://www.bseindia.com** -তেও পাওয়া যাবে।
সকল সদস্যদের এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত রেজুলেশনে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) -কে নিয়োগ করেছে ই-ভোটিং সুবিধা ("রিমোট ই-ভোটিং") প্রদান করার জন্য। এছাড়াও কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। এজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে।
ফিজিক্যাল এবং ডি-ম্যাট আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা যারা কোম্পানিতে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে এটি নিবন্ধন পেতে পারেন-
ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের নাম উল্লেখ করে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র, ফোলিও নম্বর, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নম্বর, প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সহ) সহ **mdpldc@yahoo.com/jaibalaji@jaibalajigroup.com**-এ একটি ইমেল অনুরোধ পাঠাতে পারেন ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি) সাথে নিবন্ধন করতে পারেন।
উপরোক্ত বিষয়ে আরও তথ্য/স্পষ্টকরণের জন্য, সদস্যরা কোম্পানি/ কোম্পানির আরটিএ-কে উপরে উল্লিখিত ঠিকানা/ই-মেইলে লিখে জানাতে পারেন।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অজয় কুমার তাঁতিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৬.০৮.২০২৪

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
ক্যাম্পাস ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	ক্যাম্পাস ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২১.০৯.২০০৭
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U51109WB2007PTC118893
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	[illegible]
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১৩.০৮.২০২৪ (আদেশ গৃহীত ১৪.০৮.২০২৪)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	[illegible]
৮.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল IBBI/IPA-001/IP-P00825/2017-18/11401
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	[illegible]
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	[illegible] cirp.campus@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২৭.০৮.২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	[illegible]
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link: www.ibbi.gov.in/en/home/downloads [illegible]

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **ক্যাম্পাস ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার [illegible] তারিখে।
[illegible]
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
ক্যাম্পাস ইমপেক্স প্রা লি এর অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00825/2017-18/11401
স্থান : হাওড়া
তারিখ : ১৬.০৮.২০২৪

আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে টায়ার জ্বালিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ বিজেপির।

আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদে বিজেপির রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে নির্মম ভাবে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় রাজ্যের পাশাপাশি দেশজুড়ে উঠেছে নিন্দার ঝড়। প্রতিবাদের আগুনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে বিভিন্ন কর্মসূচি। আরজি কর হাসপাতালের এই খুনের ঘটনার পিছনে যারা জড়িত, তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে বৃহস্পতিবারই রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে রাজ্যের প্রত্যেকটি অঞ্চলে রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করে। শুক্রবার বেলা দুটো নাগাদ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি করে বিজেপি।

অন্যথা হয়নি অণ্ডাল এলাকায়। বেলা তিনটে নাগাদ অণ্ডালের মঙ্গলপুর ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তি এবং

বৃহস্পতিবার হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত দোষীদের কঠোর শাস্তি পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি জানানো হয় এদিন বিজেপির পক্ষ থেকে। অণ্ডাল থানার পুলিশ এসে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিতে এলেই পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাঁধে ধস্তাধস্তি। জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় যানজটের সৃষ্টি হয়। যদিও ১০ মিনিটের মতো অবরোধ ছিল জাতীয় সড়কে। তবে পুলিশি তৎপরতায় শীঘ্রই অবরোধ উঠেও যায়।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কন্ট্র্যাক্ট প্রদানের জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল অর্থাৎ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিবরণ নিম্নোল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী: **অকশনের ধরনঃ** পার্কিং। **ই-অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** এএসএন-পার্ক-১১-২৪৮। **ই-অকশন শুরু তারিখঃ** ২৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। **স্টেশনের/অবস্থানের নামঃ** (১) সিউড়ী রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় টু (০২)-হুইলার পার্কিং। (২) চিত্তরঞ্জন রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় টু (০২)-হুইলার পার্কিং। (৩) চিত্তরঞ্জন রেলওয়ে স্টেশনের বুকিং অফিসের পাশে টু (০২)-হুইলার পার্কিং। (৪) দুমকা রেলওয়ে স্টেশনে টু (০২), থ্রি (০৩) ও ফোর (০৪) হুইলার পার্কিং। (৫) সিউড়ী রেলওয়ে স্টেশনে থ্রি (০৩) ও ফোর (০৪) হুইলার পার্কিং। সকল সম্ভাব্য বিডারদের সম্পূর্ণ বিবরণ ও প্রদত্ত সূচি অনুযায়ী উপরোক্ত ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। (ASN-146/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites E Tender vide reference number WBMAD/CM/UHWC/NIT-1(2nd call)/2024-25 & Tender Id.2024_MAD_734011_1 for renovation of UH & WC. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ALLAHABAD

জোনাল অফিস: বহরমপুর

১ম তলা, গোরা সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১

সংশোধনী

গত ১৪.০৮.২০২৪ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাসের সম্পত্তির ই-অকশনের তারিখটি ৩০.০৮.২০২৪ এর পরিবর্তে ১১.০৯.২০২৪ হিসাবে পড়তে হবে। বাকি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে, সৃষ্ট অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

Government of West Bengal

Notice Inviting Quotation No.- 03/APD-II/DPMU-I, WBMIFMP of 2024-25

Sealed quotations are invited by the undersigned for 1 (One) number of work from bonafide outsiders having credential of execution of similar nature of work. Last Date of application for the Tender Documents is 29.08.2024 up to 16 Hrs. For details contact in office on any working day or log in to www.wbiwd.gov.in.

Sd/-
Deputy Project Director (Civil)-V
District Project Management Unit-I
Kanainatsal, Burdwan

e-Tender Notice

E-tender invited by The Pradhan Kalupur Gram Panchayat under Bongaon Dev. Block, North 24 Pgs. E-tender Notice no. kgp/841/2024-25 Dated-14.08.2024, E-tender Notice no. kgp/842/2024-25 Dated-14.08.2024, E-tender Notice no. kgp/843/2024-25 Dated-14.08.2024. For more details please visit https://wbtenders.gov.in or office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
KALUPUR G.P.
Bongaon Block, North 24 Pgs.

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/104/24-25/ 2nd Call Dated-14.08.2024	Construction of Concrete Road with Surface Drain at Paschim Nischintapur Kantibala Para from H/O Snehil Mondal to H/O Sajan, in Ward No-34, Under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.4,80,603.00

Bid Submission end date: 24.08.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

NOTICE INVITING TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/[illegible]/24-25/ 2nd Call Dated 14.08.2024	Construction of Concrete Road & U.C. Ballah Piling from Ram Krishna Sangha from H/O Debabrata Barkai Via H/O Badu Krishna Pahari, in Ward No-33, Under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.10,12,145.91
WBMAD/ULB/RSM/[illegible]/24-25/ 2nd Call Dated 14.08.2024	Construction of Concrete Road and U.D. Ballah Piling work from Paschim Nischintapur Kanthala Para from H/O Sarfuddin Mal to H/O Gadhai Dewan In Ward No-34 Under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.12,20,714.30

Bid Submission end date: 31.08.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

Bhattanagar, Liluah, Howrah

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for 07 Nos. development works vide **NIT NO - WB/HWH/BAJPS/CAGP/07/24-25, Date: 12/08/2024.** Bid submission start date : **13/08/2024 from 09:00 AM.** Bid submission end date : **21/08/2024 up to 06:00 PM.** Bid opening date : **26/08/2024 at 09:00 AM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

Sd/-
Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/110/24-25/ 2nd Call Dated 14.08.2024	Construction of Concrete Road to Pasarum Nischintapur Nalunpara from Ranjan Furniture to H/O Nazmul Kazi, in Ward No-34 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.5,57,346.00
WBMAD/ULB/RSM/111/24-25/ 2nd Call Dated 14.08.2024	Construction of Concrete Road At Kaial Para, Bansal Para, Sotol Dighi i) From H/O Nur Alam to H/O Gopa Ram Roy ii) From H/O Karim Master to H/O Ansar iii) From H/O Sailen Chakraborty to H/O Susharto Chakraborty in Ward No-33 Under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.6,54,658.00

Bid Submission end date: 24.08.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

SBI

এসবিআই খড়গপুর শাখা (০০২০২)
পোস্ট- খড়গপুর টেকনোলজি
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০২
ই-মেইল: sbi.00202@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সংযুক্তি-৯

যেহেতু:

নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, খড়গপুর শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **১৬.০১.২০১৮** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী শিখা রানী দে,** স্বামী-বিশ্বনাথ দে এবং **শ্রী সৌমেন দে,** পিতা- বিশ্বনাথ দে, ফ্ল্যাট নং ৪০২, ব্লক নং বি, ৪র্থ ফ্লোর, ডায়মন্ড প্লাজা, বারবেটিয়া, খড়গপুর, জেএল নং ৩০৮, খতিয়ান নং ৭১০, প্লট নং. ২৩৫, পিন- ৭২১৩০১, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর -কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **১৭,৫৪,৩৪৮.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশো আটচল্লিশ টাকা মাত্র) ৩১.০৩.২০১৮ অনুযায়ী** এবং সেইসঙ্গে আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৪ অগাস্ট, ২০২৪** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **১৭,৫৪,৩৪৮.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশো আটচল্লিশ টাকা মাত্র) ৩১.০৩.২০১৮ অনুযায়ী** এবং তদুপরি আরও সুদ, ব্যয়, খরচ ইত্যাদি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী শিখা রানী দে এবং শ্রী সৌমেন দে

জমি ও বিল্ডিং এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার অবস্থান- ফ্ল্যাট নং ৪০২, ব্লক নং বি, ৪র্থ ফ্লোর, ডায়মন্ড প্লাজা, বারবেটিয়া, খড়গপুর, আচ্ছাদিত এলাকা ১১০০ বর্গ ফুট প্লাস সাধারণ এলাকা ২৪৭ বর্গফুট এবং মোট সুপার বিল্ডআপ এলাকা ১৩৪৭ বর্গফুট। মৌজা মদন মোহন, জেএল নং- ৩০৮, খতিয়ান নং ৭১০, প্লট নং ২৩৫ এজমি ও বিল্ডিংয়ের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, শ্রেণীবিভাগ- বাস্তু, দলিল নং আই-৫৫৪৬/২০১৪, এডিএসআর- খড়গপুর। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর-** বীরেন সিল, জগৎ চন্দ্র সিং, হীরক নাথ সৌন্থ, কল্যাণী নন্দী এর জমি, **দক্ষিণ-** গোবর্ধন নায়ক এর জমি, **পূর্ব-** বাবলু সেনের জমি, **পশ্চিম-** সামন্ত বাবুর জমি দ্বারা।

তারিখ: ১৪.০৮.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

BONGAON MUNICIPALITY

Balance work of Bituminous Road restoration in Ward no. 20 (Zone –I) under AMRUT project within Bongaon Municipality. **Tender reference– WBMAD/AMRUT/NIeT/356/BM/2023-24/PWD 3rd call Date: 16.08.2024. Tender ID-2024_MAD_735501_1** 1.Bid Submission Start date – **16.08.2024 at 06.55 PM**. 2.Prebid meeting date – **28.08.2024 at 02.00 PM.** 3.End date – **02.09.2024 at 02.00 PM.** 4.Bid opening date :- **04.09.2024 at 02.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/ Chairman
Bongaon Municipality

Press Notice

E-Tenders are hereby invited for Supply of Khanki Camble Duckling & Duckling Feed under PMKSY WDC 2.0 at Punch Block Vide **NIT-01/PMKSY-WDC2.0/08-PSME/2024-25,** in the district of Purulia. For details, please visit www.wbtenders.gov.in. Last date for submitting online bid on **24-08-2024. (05:00 p.m.).** Memo No. **140/PIA WDC2.0/08/2021-22**

Sd/- Assistant Director of Agriculture, Panehacha Block & PIA, Kumari & Chakasegrana

Press Notice

E-Tenders are hereby invited for Supply of Fish Fingerlings & Fish Feed etc. under PMKSY WDC 2.0 at Punch Block Vide **NIT-02/PMKSY- WDC2.0/08-PSME/ 2024-25,** in the district of Purulia. For details, please visit www.wbtenders.gov.in. Last date for submitting online bid on **24-08-2024. (05:00 p.m.).** Memo No. **141/PIA WDC2.0/08/2021-22**

Sd/- Assistant Director of Agriculture, Panehacha Block & PIA, Kumari & Chakasegrana

Notice

E-Tenders are hereby invited for execution of different scheme under PMKSY WDC 2.0 of vide NIT reference No **NIT-12/PMKSY-WDC2.0/10-PSME/2024-25/RNP, 13/PMKSY-WDC2.0/10-PSME/ 2024-25/RNP, 14/PMKSY-WDC2.0/ 10-PSME/ 2024-25/RNP,** in the district of Purulia. For details, please visit www.wbtenders. gov.in.

Sd/- Assistant Director of Agriculture, Raghunathpur-I Block, & PIA, Utia & Senera Watershed, Purulia

Press Notice

E-Tenders are hereby invited from bonafide experienced reliable contractor for supplying of (1) Fish Fingerlings with lime (CaO); ii) Duckling (iii) Vermicompost vide **NIT No -01 (e) RAD CC 2024-25/SC-DPAP; Dated- 13/08/2024**. For details pl visit: **www.wbtender.gov.in: Memo No-74/1(20): Dt. 13/08/2024**

Sd/- Assistant Director of Agriculture, (Admn) Soil Conservation, DPAP, Purulia

Notice

E-Tenders are hereby invited for execution of different scheme under NMSA CC of vide NIT reference No **NIT-01(e)/RAD CC/ 2024-24/ DDA SC KRVP Dted- 13/08/2024** in the district of Purulia. For details, please visit www.wbtenders. gov.in. _Last date for submitting online biod **29/08/2024 (11.00 am)**

Sd/- Deputy Director of Agriculture, (S.C), KRVP, & Project Manger WCDC, Purulia

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS

NIET No.: WBMAD/BASIR/E-06 of 2024-25 (1st Call)

Corrigendum

Online Tender has been invited from bonafide agencies for **CONSTRUCTION OF PROPOSED B+G+1 BUILDING OVER THE FOUNDATION OF B+G+3 BUILDING FOR SETTING UP OF STATE RESOURCE CENTER (SRC) FOR SOLID WASTE MANAGEMENT THROUGH SHG MODE AT OLD MUNICIPAL BUILDING, BASIRHAT MUNICIPALITY, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL.** e-Tender Closing Date: **24.08.2024 at 9.00 am.** Opening Date: **26.08.2024 upto 9.00 am.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

Notice

E-Tenders are hereby invited for execution of different scheme under PMKSY WDC 2.0 of vide NIT reference No **NIT-30(e)/ PMKSY-WDC2.0/ PSME/2024-25,** Para Dated. **14/08/2024** in the district of Purulia. For details, please visit www.wbtenders.gov.in. _Last date for submitting online biod **27/08/2024**

Sd/- Deputy Director of Agriculture, (S.C), KRVP, Purulia & Project Manger WCDC, Purulia

BONGAON MUNICIPALITY

Construction for G+IV Storied Building for Set Up of Work Shop, Car Shed with Car Parking and Car Washing Centre with Modernization System for SWM Vehicles and Go-down for Conservancy Equipment Under Bongaon Municipality, P.O+P.S- Bongaon In The District of North 24 Parganas. **Tender reference – WBMAD/NIeT/31/BM/2024-25/PWD Date:16.08.2024. Tender ID-2024_MAD_735244_1.** 1.Bid Submission Start date – **16.08.2024 at 06.00 PM.** 2. Prebid meeting date – **28.08.2024 at 02.00 PM.** 3.End date – **09.09.2024 at 05.00 PM.** 4.Bid opening date :- **11.09.2024 at 05.00.** PM. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/ Chairman,
Bongaon Municipality

ABRIDGED NOTICE
NOTICE INVITING QUATATION NO. - N.I.Q NO-04/SDO/BISD/2024-25

Sealed Quotations are invited from eligible bonafide, experienced, Govt. Registered Agencies for Carrying out Bank to Bank cross sections & long sections survey work of Different Drainage Channel Within & around Berhampore Town for a approx. length of 2.00 KM consisting of survey & preparation of maps, plan, cross section & long section in requisite scales to supply them in both soft and hard copies along-with BM carry & connection at different point in the District-Murshidabad". Last date of receiving application **28.08.2024** kindly note that details may be seen at the office of the undersigned on any working day up to **16.00hrs**

Sd/- Sub-Divisional Officer
Berhampore Irrigation Sub-Division
Berhampore, Murshidabad

ABRIDGED NOTICE
NOTICE INVITING QUATATION NO. - N.I.Q NO-05/SDO/BISD/2024-25

Sealed Quotations are invited from eligible bonafide, experienced, Govt. Registered Agencies for Carrying out Bank to Bank cross sections & long sections survey work of Different Drainage Channel Within & around Berhampore Town for a approx. length of 3.15 KM consisting of survey & preparation of maps, plan, cross section & long section in requisite scales to supply them in both soft and hard copies along-with BM carry & connection at different point in the District-Murshidabad". Last date of receiving application **28.08.2024** kindly note that details may be seen at the office of the undersigned on any working day up to **16.00 hrs**

Sd/- Sub-Divisional Officer
Berhampore Irrigation Sub-Division

ABRIDGED NOTICE
NOTICE INVITING QUATATION NO.- N.I.Q NO-06/SDO/BISD/2024-25

Sealed Quotations are invited from eligible bonafide, experienced, Govt. Registered Agencies for Carrying out Bank to Bank cross sections & long sections survey work of Different Drainage Channel Within & around Berhampore Town for a approx. length of 3.31 KM consisting of survey & preparation of maps, plan, cross section & long section in requisite scales to supply them in both soft and hard copies along-with BM carry & connection at different point in the District-Murshidabad".Last date of receiving application 28.08.2024 kindly note that details may be seen at the office of the undersigned on any working day up to **16.00hrs**

Sd/- Sub-Divisional Officer
Berhampore Irrigation Sub-Division
Berhampore, Murshidabad

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত
মথুরাপুর- ২নং পঞ্চায়েত সমিতি

Mail ID: d.bakultala@gmail.com

E-TENDER & OFFLINE TENDER NOTICE

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প রুপায়নের জন্য (SBM (G) Fund & 15th Finance হইতে) যে দরপত্র আহ্বান করছে. তাহার NIT No. DBGP/15th FC Untied Fund/ AC/NIT -03/2024-25, DBGP/SBM FUND/ VERTICAL FILTER CHAMBERT/ NIT-04/2024-25, DBGP/SBM FUND/ VERTCAL FILTER CHAMBERT/NIT-05/2024-25, DBGP/15th FC Tied Fund/ Tubewell Parts/2024-25/06, DBGP/15TH FC & SBM(G)/TUBEWELL/E-NIT-07/ 2024-25, DBGP/15TH FC UNTIED 1st INS./ ROAD/E-NIT -08/2024-25 Date: 14/08/2024 । বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য **www.wbtenders.gov.in** এবং দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রধান/
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস নম্বর: এএনএস/১/০৪ অফ ২০২৪-২৫, তারিখ: ১৪.০৮.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়র/কন/১/পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং-এর উদ্দেশ্যে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নম্বর: ০৪ ডব্লুটি-ডিসিই-১-এএসএন-ইআর-২৪-২৫। কাজের নাম:** ডেপুটি সিই/কন/১/ইআর/আসানসোল-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় মাল্টি ট্র্যাকিং প্রকল্প, সীতারামপুর বাইপাস লাইন, ডিসিওপি- দুর্গাপুর ৫ম লাইন এবং কালীপাহাড়ি-নিমচা প্রকল্পের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যে জঙ্গল, সরকারি, রেলওয়ে ও ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে প্রস্তাবিত আরওডব্লু-এর মধ্যে এসে পড়া কাঠসমূহের পরিবহন, বৃক্ষ রোপণ, প্রতিস্থাপন, গণনা ও যন্ত্রপাতি ভাড়ায় নেওয়া, বর্তমান কাঠামোর ডিসম্যান্টলিং তথা গাছ ছাঁটা, কাটা, ফেলিং এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক মূল্য:** ১.৫২ কোটি টাকা; টেন্ডারের প্রকার- সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম; **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য; **বিড সুরক্ষা:** ২,২৬,২০০ টাকা; **কাজ শেষ করার সময়কাল:** ৬ মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ৬.৯.২০২৪ তারিখ বেলা ৩টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারটির জন্য উপরিউক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য নয় এবং যদি কোনও ম্যানুয়াল অফার জমা পড়ে তা গ্রাহ্য হবে না এবং অবিলম্বে বাতিল করা হবে। (CON-48/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

NIT No. SFDC/MD/NIT-02(e)/2024-25 & SFDC/MD/NIT-07(e)/2024-25

SFDC Ltd. Invites 2(two) nos. tender **[Ref. (i) e-NIT No. SFDC/MD/NIT-02(e)/2024-25, & (ii) e-NIT No. SFDC/MD/NIT-07(e)/2024-25, Dt.13/08/2024]** from the bonafide and resourceful contractors having experience for the works **(i)** ‘Supply, Installation, Testing & Commissioning of New 58.5 KVA Silent DG Set at Nalban Food Park, SaltLake, Sector-IV, Dist:-North 24 Parganas’ & **(ii)** ‘Supplying, Delivery, Installation Of Grid Connected Roof Top Solar Photovoltaic Power Plant of cumulative array capacity of 315 KWP within the Premises of Deshapran Fishing Harbour, Dist. - Purba Medinipur’ respectively. Last date of (online) bid submission on **(I) 02/09/2024 & (ii) 09/09/2024 upto 4.00 p.m.** and date of opening technical bid on **(i) 04/09/2024 & (ii) 11/09/2024 at 4.00 p.m.** respectively. For details, please visit our website - **www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.**

রিকভারি অফিসারের কার্যালয় - ১/২

ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, শিলিগুড়ি
২য় ফ্লোর, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড,
শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি বিজ্ঞপ্তি

দ্য রিকভারি অফ ডেটস্ এন্ড ব্যাঙ্করাপসি এক্ট, ১৯৯৩ এর ২৫ থেকে ২৮ সেকশন এর অধীন এবং ইনকাম ট্যাক্স এক্ট,১৯৬১ এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২ -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

আরসি/২১৬/২০২৩ ২৩.০৭.২০২৪

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
-বনাম-
মহঃ মিঠু সেখ এবং অন্যান্য

প্রতি,

১. **মহঃ মিঠু সেখ,** গ্রাম - টিকটিকিপাড়া, পোস্ট- কৃষ্ণপুর, থানা- লালগোলা, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২ ১৪৮, পশ্চিমবঙ্গ।

২. **ফিরদোসী বিবি,** গ্রাম- টিকটিকিপাড়া, পোস্ট- কৃষ্ণপুর, থানা- লালগোলা, মুর্শিদাবাদ- ৭৪২ ১৪৮, পশ্চিমবঙ্গ। এটি অবহিত করা হচ্ছে যে, প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি **টিএ/৯৭৮/২০১৭** দ্বারা পাস করা আদেশ অনুসারে জারি করা পুনরুদ্ধার শংসাপত্র অনুযায়ী, **২২,২২,৭৬২.০০** টাকা (বাইশ লক্ষ বাইশ হাজার সাতশো বাষট্টি টাকা মাত্র)এবং সেইসঙ্গে পেন্ডেন্টেলাইট এবং ভবিষ্যৎ সুদ বার্ষিক ১১.৫% হারে বার্ষিক সরল সুদ **১৫.০৯.২০১৫** তারিখ থেকে কার্যকর পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এবং **২৫,০০০.০০ টাকা** (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) মূল্য আপনার বিরুদ্ধে বকেয়া হয়ে গেছে (যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে / সম্পূর্ণ/ সীমিত)।

২. আপনাকে এতদ্বারা নোটিস প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এবং এর বিধিগুলির অধীনে বকেয়া ঋণের পুনরুদ্ধার অনুসারে পুনরুদ্ধার করা হবে ।

৩. আপনাকে এতদ্বারা পরবর্তী শুনানির তারিখে বা তার আগে আপনার সম্পদের বিবরণ হলফনামায় ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৪. আপনাকে এতদ্বারা **২৮/০৮/২০২৪ তারিখ সকাল ১০.৩০ টায়** নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে উপস্থিত হতে আদেশ করা হয়েছে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য।

৫. উপরোক্ত রাশি ছাড়াও আপনি আরও পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ-

(ক) শংসাপত্র/সম্পাদনের প্রক্রিয়ার নোটিসের অব্যবহিত পরে শুরু সময়কালের জন্য প্রদেয় অনুরূপ সুদ।

(খ) এই বিজ্ঞপ্তি এবং ওয়ারেন্ট এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া এবং প্রাপ্য পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য গৃহীত অন্যান্য সমস্ত প্রক্রিয়ার পরিষেবার ক্ষেত্রে মূল্য, চার্জ এবং ব্যয়।

আমার হস্থাধীনে ট্রাইবুনালের সিলমোহরযুক্ত হল ২৩.০৭.২০২৪ তারিখে।

স্বা/- রিকভারি অফিসার
ডেটস্ রিকভারী ট্রাইবুনাল শিলিগুড়ি

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২ তারিখ: ০৯/০৮/২০২৪। নিম্নলিখিত **ই-টেন্ডারগুলি www.ireps.gov.in** লিঙ্কের অধীনে দেখা যেতে পারে। এই ধরনের ই-টেন্ডারের জন্য অফারগুলি শুধুমাত্র **www.ireps.gov.in → login → E-Tender Stores/Supply** লিঙ্কের মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে জমা দেওয়া যেতে পারে। বিক্রেতারা নির্দিষ্ট টেন্ডার অথবা আইআরইপিএস সম্পর্কিত তথ্য সম্পর্কে, যদি কিছু থাকে,স্পষ্টীকরণ পেতে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন, ডেপুটি সিএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন, **০৩৪১-২৫২৫৫৯৪** বা সিএমএম/সিওএন/এইচকিউ, **০৩৪১-২৫৩৫৬৩১। অফিসের ঠিকানা:** পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/ চিত্তরঞ্জন -এর অফিস। **ক্রম. নং.; টেন্ডার নং.; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; পরিমাণ; বায়না মূল্য জমা (রুপি); টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (আইএসটি)** নিম্নরূপ: **[১]; ৯১২৪১০১২;** মেশিন টার্মিনাল বক্স অ্যাসেম্বলি, সিএলডব্লিউ-ডিআরজি. নং. ৩টিডব্লিউডি.০৯৬.০৫৯ অল্ট-৪, স্পেকন. নং. ৪টিএমএস.০৯৬.০৫৫ রেভ-১, এসটিআর নং. সিএলডব্লিউ/টিএম/১৮৩১০ রেভ-১ [**ওয়ারেন্টি সময়কাল:** ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস]; ৯০০.০০টি; ₹ ০.০০; ০৬/০৯/২০২৪ তারিখে সকাল ১১:০০ টায়। **[২]; ৮১২৪০৯২এ;** সিলভার ব্রেজিং অ্যালয় রড এবং সিলভার ব্রেজিং অ্যালয় ফয়েলের জন্য উপযুক্ত ব্রেজিং ফ্লাক্স স্পেসিফিকেশন নং. আইএস ২৯২৭-৭৫ অনুযায়ী, ৪টিএমএস.০৯৬.০৯৬ রেভ-১, জিআর বিএ-সিইউ-এজি -১৬এ, এসটিআর নং. সিএলডব্লিউ/টিএম/৯৬১ রেভ-১। [**ওয়ারেন্টি সময়কাল:** ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস]; **[কোয়ান্টিটি টলারেন্স** (+/-): ৫%বয়স , **আইটেম ক্যাটাগরি:** স্বাভাবিক, **মোট পিও মান পরিবর্তন অনুমোদিত:** সর্বোচ্চ ৮ লাখ টাকা]; ১৫২.০০ কেজি; ₹ ০.০০; ০৩/০৯/২০২৪ তারিখে সকাল ১১:০০ টায়। **[৩]; ৭০২৪৫০০৬এ;** (i) ব্রেক সিস্টেম আইটেম (পরিশিষ্ট- ই অনুযায়ী ০১ সেটে ০৪টি আইটেম) স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লিউ/এমএস/১০/০৩১ অল্ট.১০ অনুযায়ী। [**ওয়ারেন্টি সময়কাল:** ডেলিভারির তারিখ থেকে ৭২ মাস], (ii) ব্রেক সিস্টেম আইটেম (পরিশিষ্ট- এফ অনুযায়ী ১০টি আইটেম নিয়ে গঠিত) স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লিউ/এমএস/১০/০৩১ অল্ট.১০ অনুযায়ী। [**ওয়ারেন্টি সময়কাল:** ডেলিভারির তারিখ থেকে ৭২ মাস], (iii) ব্রেক সিস্টেম আইটেম (পরিশিষ্ট- জি অনুযায়ী ৩টি আইটেম নিয়ে গঠিত) স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লিউ/এমএস/১০/০৩১ অল্ট.১০ অনুযায়ী। [**ওয়ারেন্টি সময়কাল:** ডেলিভারির তারিখ থেকে ৭২ মাস], (iv) ডামি কোপলিং (পরিশিষ্ট- এইচ অনুযায়ী ২টি আইটেম নিয়ে গঠিত) স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লিউ/এমএস/১০/০৩১ অল্ট.১০ অনুযায়ী। [**ওয়ারেন্টি সময়কাল:** ডেলিভারির তারিখ থেকে ৭২ মাস], (v) ব্রেক সিস্টেম আইটেম (পরিশিষ্ট- আই অনুযায়ী ২টি আইটেম নিয়ে গঠিত) স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লিউ/এমএস/১০/০৩১ অল্ট.১০ অনুযায়ী। [**ওয়ারেন্টি সময়কাল:** ডেলিভারির তারিখ থেকে ৭২ মাস], (i) ৪৪.০০ সেট, (ii) ৩৩.০০ সেট, (iii) ২২.০০ সেট, (iv) ১১.০০ সেট, (v) ৫.০০ সেট, ₹৩১৪৮৪০.০০; ২২/০৮/২০২৪ তারিখে সকাল ১১:০০ টায়।

PR6/582 পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন

Like us on : www.facebook.com/clwrailways

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসজিডব্লু-২৭২-২৫২-টি১-৫৬, তারিখঃ ০৭.০৮.২০২৪। চিফ সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার/ প্রোজেক্ট /এইচকিউ, পূর্ব রেলওয়ে, ৪র্থ তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনুরূপ ধরনের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং ন্যূনতম যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণকারী অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত কন্ট্রাক্টরদের থেকে নির্ধারিত ফর্মে ‘ওপেন’ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনের হাওড়া জংশনে এমএসডিএসি-এর মাধ্যমে ডুয়াল ডিটেকশন সম্পর্কিত ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সহ ইন্ডোর ও আউটডোর সিগন্যালিং ইক্যুইপমেন্টের সামগ্রী সরবরাহ (আংশিক), স্থাপন, পরীক্ষা, ইন্টারলকিং ও কার্যনিয়োগ (টু স্টেজ রিভার্স অকশনসহ টু প্যাকেট সিস্টেম টেন্ডার)। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৬৪,৬১,২৭,০২৯.৩৫ টাকা। **বায়নামূল্য জমা করতে হবে ঃ** ৩৩,৮০,৬০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১৮ মাস। **টেন্ডার নথিপত্র অনলাইন জমার (বন্ধের) শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৯.২০২৪ তারিখে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৯০ দিন। **ওয়েবসাইটের ঠিকানা, তারিখ ও সময় যখন থেকে টেন্ডার নথিপত্র পাওয়া যাবে ঃ** ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.ireps.gov.in**-এ ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ থেকে। **খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৯.২০২৪ তারিখে দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার বিড জমা দেওয়া যাবে ঃ** ১) বিড শুধুমাত্র অনলাইনে জমা দেওয়া যাবে। ২) টেন্ডারদাতাদের ই-টেন্ডার সিস্টেমে অংশগ্রহণের জন্য ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ইপ্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম (আইআরইপিএস) সাইটে অর্থাৎ **www.ireps.gov.in**-এ নাম রেজিস্টার করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংশোধনী/সংযোজনী, যদি থাকে, শুধুমাত্র সাইটে পোস্ট করা হবে। ৩) বিডারগণ তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত জমা দিতে পারবেন। ৪) এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল বিড/প্রস্তাবের অনুমোদন নেই। কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। ৫) রেলওয়ে বোর্ড লেটার নং ২০১৭/ট্রান্স/০১/পলিসি/ পিটি-এস তারিখ ২৮.০৩.২০১৮ অনুযায়ী ওয়ার্কস কন্ট্র্যাক্টের (৫০.০০ কোটি বা তদূর্দ্ধে) জন্য ইলেক্ট্রনিক রিভার্স অকশান (ই-আরএ) প্রযোজ্য। (CON-46/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/124/24-25/ 2nd Call Dated 16.08.2024	Construction of Concrete Road With Surface Drain at Pragati Pally by lane at Ward No-19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,69,774.00
WBMAD/ULB/RSM/126/24-25/ 2nd Call Dated 16.08.2024	Construction of bituminous road of Length 100 m, Width-6.2 m At Santibana in Ward no.01 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.3,25,026.00
WBMAD/ULB/RSM/131/24-25/ 2nd Call Dated 16.08.2024	Construction of Surface Drain at R.G.Pally & Cross - Drain at Natunpally in Ward No.-12 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.2,86,185.00

Bid Submission end date: 27.08.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/168/24-25 Dated 16.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Hari Sabha, at Ward Number 26, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/169/24-25 Dated 16.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Mahamayapur School More, at Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/170/24-25 Dated 16.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Betala More, at Ward Number 26, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/171/24-25 Dated 16.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Mahamaya Plaza More, at Ward Number 23, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/172/24-25 Dated 16.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Sabuj Sangha Club, at Ward Number 24, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/RSM/173/24-25 Dated 16.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Sashi Bhusan Sarani More, at Ward Number 29, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00

Bid Submission end date: 24.08.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman, Rajpur-Sonarpur Municipality

বैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
২য় ফ্লোর, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, দমদম শাখা

রেফা. নং- **DMD/ADV/SARFAESI/24-25/2** — তারিখ: ০৬.০৮.২০২৪

প্রেরক:
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,
দমদম শাখা,
১৭ মনুজেন্দ্র দত্ত রোড, কলকাতা-৭০০০২৮

প্রতি:

১. শ্রী অমিত সরকার (ঋণগ্রহীতাত্ত বন্ধকদাতা)
শুভম রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট নং-৪এফ, ৪র্থ ফ্লোর, পূর্ব দিকে, হোল্ডিং নং-১৯৫, কবি মুকুন্দ দাস রোড, ওয়ার্ড নং ২, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬৫

২. শ্রীমতী অঙ্কিতা সরকার (সহ ঋণগ্রহীতাত্ত বন্ধকদাতা)
শুভম রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট নং-৪এফ, ৪র্থ ফ্লোর, পূর্ব দিকে, হোল্ডিং নং-১৯৫, কবি মুকুন্দ দাস রোড, ওয়ার্ড নং ২, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬৫

মহাশয়া/মহাশয়,

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীন বিজ্ঞপ্তি

১. আপনার অনুরোধে, ব্যাঙ্ক থেকে আপনাকে মোট **১৩,০৮,৩৭৫/- টাকার** ক্রেডিট সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আমরা নিম্নে আমাদের দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধা এবং তার অধীন বকেয়া গুলির বিবরণ দিচ্ছি এই নোটিশের তারিখ অনুযায়ী -

সুবিধার প্রকৃতি	অনুমোদিত সীমা	বকেয়া পাওনা (০৫.০৮.২০২৪ অনুযায়ী)
(ক) স্টার হোম লোন (এ/সি নং-৪১৪১৭৫১১০০০০৮৬)	১৩,০৮,৩৭৫/- টাকা	১২,৬০,৪১৭/- টাকা

২. ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত সম্পদ/সিকিউরিটিজ (ব্যাঙ্ককে চার্জ করা সম্পত্তি/সম্পত্তির বিশেষ) দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছে-
(ক) একটি আবাসিক ফিয়াটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, ফ্ল্যাট নং ‘৪এফ’, পরিমাপ ৪৭৫ বর্গফুট (প্রায়) সুপার বিল্ট এলাকা জি+৪ তলা ভবনের ৪র্থ ফ্লোরে, দমদম শিশু উদ্যান পার্কের কাছে, হোল্ডিং নং ১৯৫ কবি মুকুন্দ দাস রোড, -এ অবস্থিত পোস্ট- রবীন্দ্র নগর, থানা-দমদম, ওয়ার্ড নং-২, কলকাতা-৭০০০৬৫ মৌজা-দিগলায় অবস্থিত, জেএল নং ১৮, আর.এস. নং-১৬১, তৌজি নং-১৬৩/৬৩, ১৭৩, সিএস ও এলআর দাগ নং-৩৩,৩৪,৩৭ ও ৩৮, আরএস খতিয়ান নং-১৯৬৭, ১৯৬৮ ও ১৬৮১, সিএস খতিয়ান নং-৫৭৯, দক্ষিণ দমদম পৌরসভা, এডিএসআর কাসিপুর দমদম, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

৩. যেহেতু আপনি উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধার অধীনে ব্যাঙ্কে আপনার বকেয়া পরিশোধে খেলাপি করেছেন, তাই আমরা ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জারি করা নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে আপনার অ্যাকাউন্টকে **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছি ২৯.০৭.২০২৪ থেকে।**

৪. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা এতদ্বারা আপনাকে উপরে উল্লিখিত আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশ দিচ্ছি এবং আপনাকে **১২,৬০,৪১৭/- টাকা (নোটিশের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক বকেয়া) এর উপর আরও সুদ @ বার্ষিক ৯.৫৫% মাসিক অবশিষ্ট, এবং ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় যুক্ত,** ব্যাঙ্ককে প্রদান করতে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাছে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি যা ব্যর্থ হলে আমরা সম্পূর্ণরূপে আপনার উপর নির্ভর করা ফল এবং ফলাফলের ঝুঁকিগুলি উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করবো।

৫. যদিও আমরা আপনাকে ব্যাঙ্কের সমস্ত বকেয়া প্রযোজ্য সুদ, সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাঙ্কের খরচ এবং সুরক্ষিত সম্পদগুলি উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের মাধ্যমে পরিশোধ করার জন্য উপরের মতো আপনার দায়ভার বহন করার আহ্বান জানাচ্ছি, অনুগ্রহ করে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি মনে রাখবেন যে সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) অনুসারে, সুরক্ষিত সম্পদের মুক্ত করার অধিকার শুধুমাত্র পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত বা সরকারি বা বেসরকারি থেকে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণ জানানোর তারিখ পর্যন্ত আপনার কাছে উপলব্ধ থাকবে। লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে স্থানান্তরের চুক্তি।

৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যে কোনও ব্যয়ের পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ পাওনা (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য কোনো পাওনা সহ, তা ঋণগ্রহীতা বা জামিনদার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে প্রদান করা হবে।

৭. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি ট্রাইব্যুনাল/আদালতে দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।

৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা বন্ধক বা অন্যথায় যেকোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন।

৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার।

১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি পক্ষপাত ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করে করা হয়েছে।

স্থান: দমদম — **স্বা/- চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত অফিসার**
তারিখ: ০৬.০৮.২০২৪ — **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

কোর্টের নির্দেশে ভারতের কুস্তিতে আবার ঝুলছে নির্বাসনের খাঁড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের কুস্তিতে সংকট কাটছেই না। বিনেশ ফোগাট আন্তর্জাতিক আদালতে হেরে যাওয়ায় এমনিতেই কুস্তিগিরেরা হতাশ। এর মধ্যেই বৃহস্পতিবার দিল্লি হাইকোর্টের একটি নির্দেশে বিপদে পড়তে চলেছেন কুস্তিগিরেরা। আবার তাঁরা নির্বাসিত হতে পারেন। একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে ভারতীয় কুস্তির দেখাশোনার দায়িত্ব অ্যাড-হক কমিটির হাতে দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। কুস্তি সংস্থা পাল্টা আবেদনের কথাও জানিয়েছে।

গত বছরের শুরুতে ব্রিজভূষণ সিংহের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিলেন বজরং পুনিয়া, বিনেশ, সাক্ষী মালিকের মতো কুস্তিগিরেরা। রাজধানীর বুকে তাঁদের সেই আন্দোলন গোটা বিশ্বের নজর কেড়ে নিয়েছিল। ভারতের অলিম্পিক্স সংস্থা (আইওএ) অ্যাড-হক কমিটির হাতে কুস্তি পরিচালনার দায়িত্ব দেয়। তারপরেই ভারতের কুস্তি সংস্থাকে নির্বাসিত করে আন্তর্জাতিক কুস্তি সংস্থা (ইউডব্লিউডব্লিউ)। কারণ তারা কখনওই তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করে না। বছরের শেষ দিকে নির্বাচনের পর ক্ষমতায় আসেন ব্রিজভূষণ-ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় সিংহ। আন্তর্জাতিক সংস্থাও নির্বাসন তুলে নেয়। ফলে ভারতীয় কুস্তিগিরেরা দেশের পতাকায় অলিম্পিক্সে খেলার সুযোগ পান।

এখন অ্যাড-হক কমিটির হাতে ক্ষমতা দেওয়ার অর্থ, আবার তৃতীয় পক্ষের অনুপ্রবেশ। ফলে ভারতীয় কুস্তি সংস্থাকে আবার নির্বাসিত করা হতে পারে। গত ৪ এপ্রিল অ্যাড-হক কমিটি তুলে দিয়েছিল আইওএ। হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ, প্রয়োজনে আবার তা গঠন করে কুস্তি সংস্থা দেখাশোনার ভার দেওয়া যেতে পারে।

সংবাদ সংস্থাকে ভারতীয় কুস্তি সংস্থার সভাপতি সঞ্জয় বলেছেন, আমরা বিষয়টা নিয়ে ডাবল বেঞ্চে যাব। আইওএ আগেই অ্যাড-হক প্যানেল তুলে দিয়েছিল। পাশাপাশি আমরা ইউডব্লিউডব্লিউ এবং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স কমিটিকেও (আইওসি) যাতে ওরা আমাদের নির্বাসিত না করে।

সামনেই দুটো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ আসছে। ভারতীয় কুস্তিগিরদের অংশগ্রহণ বাতিল হয়ে যেতে পারে।

ইউডব্লিউডব্লিউ আবার নির্বাসিত করলে কুস্তিগিরেরা আসন্ন অনূর্ধ্ব-১৭ এবং অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের হয়ে খেলতে পারবেন না।

ব্রডের প্রশ্ন, 'স্টোকস কোচিং করাবে, ম্যাককালামের কাজ কী'

নিজস্ব প্রতিনিধি: চোটের কারণে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ মিস করলেও দলের সঙ্গে কাজ করবেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস, এমনটা জানিয়েছেন সাবেক পেসার স্টুয়ার্ট ব্রড।

দ্য হানড্রেডে নর্দার্ন সুপারচার্জার্সের হয়ে খেলার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান স্টোকস। ফলে আগামী ২১ আগস্ট থেকে শুরু হতে যাওয়া তিন ম্যাচের সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন এ অলরাউন্ডার। তাঁর অনুপস্থিতিতে দলকে প্রথমবার নেতৃত্ব দেবেন সহ-অধিনায়ক ওলি পোপ।

আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে শুরুটা কঠিন হলেও ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তিন ম্যাচের সিরিজে ধবলধোলাই করে বেশ খানিকটা এগিয়েছে ইংল্যান্ড। ১৯টি পেনাল্টি পয়েন্ট পাওয়ার পরও তালিকায় এখন ছয়ে অবস্থান করছে তারা। ফলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ তাদের জন্য।

এমন সিরিজে স্টোকসকে না পাওয়া দলটির জন্য বড় ধাক্কাই। তবে তিনি মাঠে খেলতে না পারলেও দলের সঙ্গে থাকবেন, এমনটা জানিয়েছেন ব্রড। পিএ নিউজ এজেন্সির সঙ্গে কথা বলার সময় স্টোকসের অধীনে ১৫টি টেস্ট খেলা ব্রড মজা করে বলেছেন, 'সে এরই মধ্যে আমাকে বার্তা পাঠিয়েছে যে সে কোচিং করাতে যাচ্ছে। ফলে আমি জানি না বাজের (কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম) কাজটা কী হবে।'

হানড্রেডে স্টোকস ফিরেছিলেন ২০২১ সালের পর। সেখানে তাঁর চোট পাওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন আলোচনাও আছে, গুরুত্বপূর্ণ একটি সিরিজের আগে এমন একটি লিগে তাঁর খেলার কী দরকার ছিল। এমনকি চোটের আশঙ্কায় ক্রিস ওকসকে এ টুর্নামেন্ট থেকে সরিয়েও নেয় ইসিবি।

তবে ব্রড বলছেন, স্টোকসের সিদ্ধান্ত সঠিকই ছিল, 'সে এমন একজন যে ব্যাটিং করতে, বোলিং করতে পছন্দ করে। দিনশেষে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেট না খেললে আপনি হয়তো চোটের ঝুঁকিই বাড়াবেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের শেষ থেকে শ্রীলঙ্কা সিরিজ পর্যন্ত কোনো ধরনের ক্রিকেট না খেলে আপনি থাকতে পারেন না। কারণ, এরপর শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রথম দিন আপনার শরীর বলে উঠবে, তকী করছ, হচ্ছে টা কী !দ'

আর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মানসিকতা ধরে রাখতে স্টোকসের মতো খেলোয়াড়ের জন্য নেট অনুশীলনের চেয়ে ম্যাচ খেলা গুরুত্বপূর্ণ;সেটিও মনে করিয়ে দিয়েছেন স্টোকসের সঙ্গে ৮০টি টেস্ট খেলা ব্রড। তিনি বলেছেন, 'নেটের চেয়ে ম্যাচ খেলাই উত্তম। আমি তো নেটকে ঘৃণা করতাম। আমার ম্যাচের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দরকার ছিল। আর দ্য হানড্রেডে এমন ক্রিকেটই হচ্ছিল, যেটি সেরাদের সঙ্গে মানানসই। স্টোকস যে অনেক সময় ক্রিজে কাটিয়েছে তা নয়, তবে সে বিশ্বের সেরা ক্রিকেটারদের মেধার তীক্ষ্ণতার সঙ্গে লড়াই করছিল। যেমন টিম সাউদি।'

হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে এমনিতে খুব বেশি কিছু করার নেই বলেও মনে করেন ব্রড। আবার স্টোকসের চোটে একটা শাপেবরও খুঁজে পাচ্ছেন, 'বেন স্টোকস ছাড়া একটা কম্বিনেশন নিয়ে ইংল্যান্ডের খেলতে হবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। এটা কিন্তু কোনো এক পর্যায়ে ট্রায়াল দিতেই হবে। স্টোকসি (স্টোকস) প্রায় দেড় বছর বোলিং করতে পারেনি, ব্যাটার হিসেবেই খেলেছে।'

পরের অ্যাশেজের দিকে ইঙ্গিত করে ব্রড বলেছেন, 'আজ থেকে দেড় বছর পর ব্রিসবেন টেস্টের আগের রাতে যদি স্টোকসি তেমন ভালো না বোধ করে, তখন কী হবে?'

কী হবে, সেটি নিশ্চিত করা না গেলেও একটা ধারণা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজে।

ধোনিকে ভারতের সর্বকালের সেরা দলে দেখেন না কার্তিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত এখন পর্যন্ত জিতেছে চারটি বিশ্বকাপ;দুটি ওয়ানডেতে, দুটি টি,টোয়েন্টিতে। এর মধ্যে ২০০৭ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক ছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ডানহাতি এই উইকেটকিপার, ব্যাটসম্যানের নেতৃত্বে ভারত জিতেছে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিও।

তবে তাঁরই নেতৃত্বে খেলা দিনেশ কার্তিক ভারতের সর্বকালের সেরা দলে ধোনির জায়গা দেখেন না। কার্তিক ভারতের সেরা একাদশে জায়গা দেখেন না ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব এবং ভারতীয় ক্রিকেটের নন্দিত অধিনায়ক,ব্যাটসম্যান সৌরভ গাঙ্গুলীকেও।

৩৯ বছর বয়সী কার্তিক সর্বকালের সেরা একাদশ গঠন করেছেন ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে। ক্রিকবাজে প্রকাশ করা এই একাদশে তিনি ওপেনার হিসেবে রেখেছেন বীরেন্দর শেবাগ ও রোহিত শর্মাকে। শেবাগ, রোহিত দুজনই ভারতের ব্যাটিংয়ে আক্রমণাত্মক শুরু এনে দেওয়ার জন্য বিখ্যাত। তিনে রেখেছেন রাহুল দ্রাবিড়কে। 'দ্য ওয়াল'খ্যাত দ্রাবিড় ভারতের অধিনায়ক এবং গত জুন পর্যন্ত প্রধান কোচও ছিলেন।

কার্তিক তাঁর সেরা একাদশের ৪ নম্বরে যাঁকে রেখেছেন, তাঁকে সেরা দলে রাখবেন যে কেউই;শচীন টেন্ডুলকার। ৫ নম্বরে যিনি, তিনি টেন্ডুলকারেরই উত্তরসূরি;বিরাট কোহলি। ব্যাটিং লাইনআপে ১ থেকে ৫ পর্যন্ত নিখাদ ব্যাটসম্যান। এরপর অলরাউন্ডার আছেন দুজন। দুজনই বাঁহাতি স্পিনিং,অলরাউন্ডার। প্রথমজন যুবরাজ সিং, যিনি ২০০৭ ও ২০১১ বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়। অপরজন এ সময়ের খেলোয়াড়; রবীন্দ্র জাদেজা।

কার্তিকের বিবেচনায় চার স্পেশালিস্ট বোলারের মধ্যে দুজন স্পিনার, দুজন পেসার। এখানে স্পিনার অনিল কুম্বলে ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন আর পেসার যশপ্রীত বুমরা ও জহির খান।

এই ১১ জনের বাইরে দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসেবে অফ,স্পিনার হরভজন সিংকে রেখেছেন কার্তিক। দলে থাকা ১১ জনের মধ্যে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি সময় উইকেটকিপিংয়ের অভিজ্ঞতা আছে দ্রাবিড়ের। কিপিংও তাঁরই করার কথা। দিনেশ কার্তিকের চোখে ভারতের সর্বকালের সেরা একাদশ

বীরেন্দর শেবাগ, রোহিত শর্মা, রাহুল দ্রাবিড়, শচীন টেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি, যুবরাজ সিং, রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, অনিল কুম্বলে, যশপ্রীত বুমরা ও জহির খান।

দ্বাদশ খেলোয়াড় হরভজন সিং।

চেনা ফর্মে 'অবাধ্য' ঈশান, পর পর দু'টি ছক্কা মেরে বুচি বাবুতে শতরান ঝাড়খণ্ডের ক্রিকেটারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: চেনা ফর্মে 'অবাধ্য' ঈশান কিশন। বুচি বাবু ট্রফিতে পর পর দু'টি ছয় মেরে শতরান পূর্ণ করলেন উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। ৬১ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করার পর ৮৬ বলে শতরান করেন ঝাড়খণ্ডের ক্রিকেটার।

গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকার সিরিজরে মাঝে ফিরে আসার পর থেকে দীর্ঘ দিন অজ্ঞাতবাসে ছিলেন ঈশান। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশ মেনে রঞ্জি ট্রফি খেলেননি। নির্দেশ অমান্য করায় ভারতীয় দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকেও ছেঁটে ফেলা হয় ঈশানকে। পরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএল খেলেন। তার পর আবার ক্রিকেট থেকে দূরে ছিলেন ২৬ বছরের ক্রিকেটার।

এ বার অবশ্য মরসুমের প্রথম থেকেই ঘরোয়া ক্রিকেটে নেমে পড়েছেন 'অবাধ্য' ঈশান। ঝাড়খণ্ডের হয়ে খেলছেন বুচি বাবু ট্রফিতে। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ব্যাট হাতে চেনা ফর্মে দেখা গেল ঈশানকে। শুরুতে কিছুটা সাবধানি ছিলেন ঈশান। ৬১ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন। তার পর চেনা আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট করেছেন। ৮৬ বলে শতরান পূর্ণ করেছেন লাল বলের ক্রিকেটে। পর পর দু'টি ছক্কা মেরে শতরান করেছেন। তার মধ্যে একটি মেরেছেন প্রায় এক হাতে। শেষ পর্যন্ত ১০৭ বলে ১১৪ রান করেন। ৫টি চারের পাশাপাশি তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ১০টি ছক্কা। তাঁর শতরান করার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

বুচি বাবুর পর দলীপ ট্রফিতেও খেলবেন ঈশান। তিনি রয়েছেন শ্রেয়স আয়ারের নেতৃত্বাধীন ভারত 'ডি' দলে। জাতীয় দলের হয়ে ঈশান শেষ খেলেছেন ২০২৩ সালে ২৮ নভেম্বর গুয়াহাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ।

শুক্রবার ১৬ ই আগস্ট। ফুটবল প্রেমী দিবস উপলক্ষ্যে আইএফএ ও ভলেন্টারি ব্লাড ডোনারস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত ৪৪ তম রক্তদান শিবিরে কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে, ১০৮৫ জন রক্তদান করেন। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যেভাবে রক্তদাতারা স্বত স্ফূর্ত ভাবে এই শিবিরে অংশ গ্রহণ করেছেন, সে জন্য আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত রক্তদাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, বিধায়ক দেবাশীষ কুমার, বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশের সভাপতি স্বপন বন্দোপাধ্যায়, প্রাক্তন ফুটবলার সমরেশ চৌধুরী, বিকাশ পাজি, সুমিত মুখার্জী, গৌতম ঘোষ , দীপেন্দু বিশ্বাস ,অমিত ভদ্র, জামশেদ নাসিরী ,শিশির ঘোষ, ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার, সিএ বি সভাপতি স্নেহাশীষ গাঙ্গুলী, বিও এ সচিব জহর দাস উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। আইএফএ চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায়, সচিব অনির্বান দত্ত, কার্যকরী সচিব সুফল রঞ্জন গিরি, সহ সভাপতি সৌরভ পাল, স্বরূপ বিশ্বাস, দিলীপ নারায়ণ সাহা, সহ সচিব রাকেশ ঝাঁ, মহম্মদ জামাল, সুদেষ্ণা মুখার্জী উপস্থিত ছিলেন। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র ছাড়াও বাংলার বিভিন্ন জেলায় এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

বুমরার পর এ বার সিরাজ, আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ পেসারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ-কাণ্ডের পর চমকে গিয়েছে গোটা দেশ। ক্রিকেটারদের মধ্যে যশপ্রীত বুমরার পর পোস্ট করলেন মহম্মদ সিরাজও। কলকাতার হাসপাতালের মধ্যে এক জনকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। যে ঘটনায় সরব সকলেই। এ বার সিরাজও মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

গত শুক্রবার আরজি কর হাসপাতালের মধ্যে যে ঘটনা ঘটেছিল, তা নিয়ে এর আগে বুমরা ছাড়াও আয়ুষ্মান খুরানা, করিনা কপূর খান, সামান্থা, প্রীতি জিন্টা, আলিয়া ভট্টেরা মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। শুক্রবার সিরাজ একটি পোস্ট করেন। সেখানে গোটা দেশের বিভিন্ন ধর্ষণ কাণ্ডের কথা লেখা রয়েছে। সেই সঙ্গে মেয়েদের কী করা উচিত নয় তা নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক একটি পোস্ট। অনেকেই এই পোস্ট করেছেন। সিরাজের করা পোস্টে লেখা, ধর্ষণে মেয়েদের দিকে আঙুল তোলার ক্ষেত্রে এ বারের যুক্তি কী?

বৃহস্পতিবার বুমরা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন। তবে তিনি আলিয়ার একটি পোস্ট ইনস্টাগ্রামে স্টোরি দিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল, মেয়েদের পথ বদল করতে বলবেন না, পরিবেশ বদল করুন। সকল মহিলাই ভাল পরিবেশের দাবীদার।

এর আগে আলিয়া সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, তআরও একটা ধর্ষণ, বুঝলাম মেয়েরা কোথাও সুরক্ষিত নয়। এক দশক আগে নির্ভয়াকাণ্ড নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। আবার একই ঘটনা, কিছুই বদলায়নি। আমরা কী ভাবে আমাদের কর্মস্থলে যাব? এই চিন্তাই যেন কুরে কুরে খাচ্ছে। এই ঘটনা আরও এক বার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মহিলাদের সুরক্ষা আসলে তাদের নিজেদের হাতেই তুলে নিতে হবে।"

আয়ুষ্মান একটি ভিডিয়োয় তাঁর লেখা কবিতা পাঠ করেন। সেখানে তিনি বলেন, আমি যদি ছেলে হতাম, তবে আমিও দরজায় ছিটকিনি না দিয়ে ঘুমোতে পারতাম। আমি যদি ছেলে হতাম, তা হলে ঘুরে বেড়াতাম সারা রাত। সকলের মুখে শোনা যায়, মেয়েকে পড়াশোনা করিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। আজ যদি চিকিৎসক না হতাম, তবে এ ভাবে মাকে চোখের জল হয়তো ফেলতে হত না। ৩৬ ঘণ্টা ধরে ধর্ষণ, পুরুষদের লালসার স্বীকার হলাম। যদি ওই পুরুষগুলোর মধ্যে ন্যূনতম নারীসত্তা থাকত। ভাবছি যদি আমি ছেলে হতাম, তা হলে বেঁচে থাকতাম।

আলভারেজের বিদায় কি বিপাকে ফেলবে গার্দিওলাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুই বছর প্রতিনিধিত্ব করার পর অবশেষে ম্যানচেস্টার সিটি ছেড়ে গেছেন হুলিয়ান আলভারেজ। সন্তোষজনক ম্যাচ টাইম না পাওয়া এবং আর্লিং হলান্ডের ছায়ায় খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়াকেই তাঁর সিটি ছাড়ার অন্যতম কারণ ভাবা হচ্ছে।

দলবদলে আতলেতিকো মাদ্রিদেই নিজের ঠিকানা খুঁজে নিয়েছেন আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জেতা আলভারেজ। সাদা চোখে আলভারেজের সিটি ছাড়ার ঘটনা সাধারণ দলবদল মনে হলেও এর প্রভাব ইংলিশ ক্লাবটির জন্য সুদূরপ্রসারী।

আলভারেজ সিটি ছাড়ায় দলের ফ্রন্টলাইন নিয়ে এখন নতুন করে ভাবতে হচ্ছে গার্দিওলাকে। বিশেষ করে আর্লিং হলান্ড ছাড়া ফরোয়ার্ড লাইনে গোল করার আর কোনো সহজাত খেলোয়াড় নেই।

ফিল ফোডেন, জেরেমি ডকু কিংবা নতুন আসা সাভিওদের কেউই গোল করার সহজাত খেলোয়াড় নন। দলের প্রয়োজনে গোল করার কাজে এগিয়ে এলেও তাঁরা মূলত ভিন্ন পজিশনের খেলোয়াড়। এ কারণেই মূলত বেঞ্চে থেকেও আলভারেজ সিটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি হলান্ড যখন চোটে পড়েছিলেন, তখনো নিজের দায়িত্বটা ভালোভাবেই পালনের চেষ্টা করেছিলেন আলভারেজ।

আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস লিখেছে, সিটি এ মুহূর্তে আলভারেজের বিকল্প খেলোয়াড়ের সন্ধান করছে। কিন্তু বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে আর্জেন্টাইন তারকার বিকল্প পাওয়া সিটির জন্য একটু কঠিনই মনে হচ্ছে। এর মধ্যে পেদ্রি, আলেক্সান্দার আইজ্যাক, লুইস ওপেন্দাসহ কিছু নাম সামনেও এসেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাউকে পাওয়া যাবে কি না এবং তাঁরা সিটির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবেন কি না, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে শঙ্কা।

আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস লিখেছে, সিটি এ মুহূর্তে আলভারেজের বিকল্প খেলোয়াড়ের সন্ধান করছে। কিন্তু বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে আর্জেন্টাইন তারকার বিকল্প পাওয়া সিটির জন্য একটু কঠিনই মনে হচ্ছে।

এর মধ্যে পেদ্রি, আলেক্সান্দার আইজ্যাক, লুইস ওপেন্দাসহ কিছু নাম সামনেও এসেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাউকে পাওয়া যাবে কি না এবং তাঁরা সিটির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবেন কি না, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে শঙ্কা।

সব মিলিয়ে আলভারেজকে ধরে রাখতে না পারা মৌসুমজুড়ে সিটিকে বড় ধরনের সমস্যায় ফেলতে পারে। বিশেষ করে হলান্ড যদি চোটে পড়েন কিংবা ছন্দহীনতায় ভোগেন, তাহলে তাঁর বিকল্প পাওয়া কঠিন এক চ্যালেঞ্জই হবে এই স্প্যানিশ কোচের জন্য।

সিটি সমর্থকদের চোখ এখন তাই দলবদলের দিকে। আগামী কয়েক দিনে গার্দিওলা কোনো সুসংবাদ দিতে পারেন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষায় আছেন তাঁরা।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে সরতে পারে মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপ, বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে উদ্বেগে আইসিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলাদেশে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়ার কথা আগামী সেপ্টেম্বরে। তবে সেখানকার পরিস্থিতি উদ্বেগ বৃদ্ধি করছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) কর্তাদের। বিকল্প হিসাবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির কথা ভাবছে আইসিসি। প্রয়োজনে সেখানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে প্রতিযোগিতা।

আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়ার কথা মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এ বারের প্রতিযোগিতার আয়োজক বাংলাদেশ। কিন্তু শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সে দেশের পরিস্থিতি অস্থির। তদারকি সরকার দায়িত্ব নিলেও অনেক কিছুই স্বাভাবিক হয়নি এখনও। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা আয়োজন ঝুঁকির হতে পারে বলে মনে করছেন আইসিসি কর্তারা। ক্রিকেটারদের নিরাপত্তাকে সবচেয়ে প্রাধান্য দিচ্ছেন তাঁরা।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কর্তারা প্রতিযোগিতা আয়োজনের ব্যাপারে আশাবাদী। তাঁরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন আইসিসি কর্তাদের সঙ্গে। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরির জন্য আইসিসির কাছে পাঁচ দিন সময় চেয়েছেন বিসিবি কর্তারা। অন্য দিকে, অনিশ্চয়তার কথা মাথায় রেখে বিকল্প ব্যবস্থা করে রাখতে চাইছেন আইসিসি কর্তাদের একাংশ।

সূত্রের খবর, ভারত আগ্রহ না দেখানোয় আইসিসি কর্তারা যোগাযোগ করেছেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ক্রিকেট কর্তাদের সঙ্গে। বাংলাদেশে হরমনপ্রীত কৌরদের ২০ ওভারের বিশ্বকাপ আয়োজন সম্ভব না হলে, আমিরশাহিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে প্রতিযোগিতা। কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্য হয়নি। বাংলাদেশের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন আইসিসি কর্তারা।

প্রথমে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল আইসিসি। জয় শাহরা বৃষ্টির মরসুমে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করতে রাজি হননি। তা ছাড়া, আগামী বছর মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত। পর পর দু'বছর দু'টি বিশ্বকাপ আয়োজন করতে রাজি নন বিসিসিআই কর্তারা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**